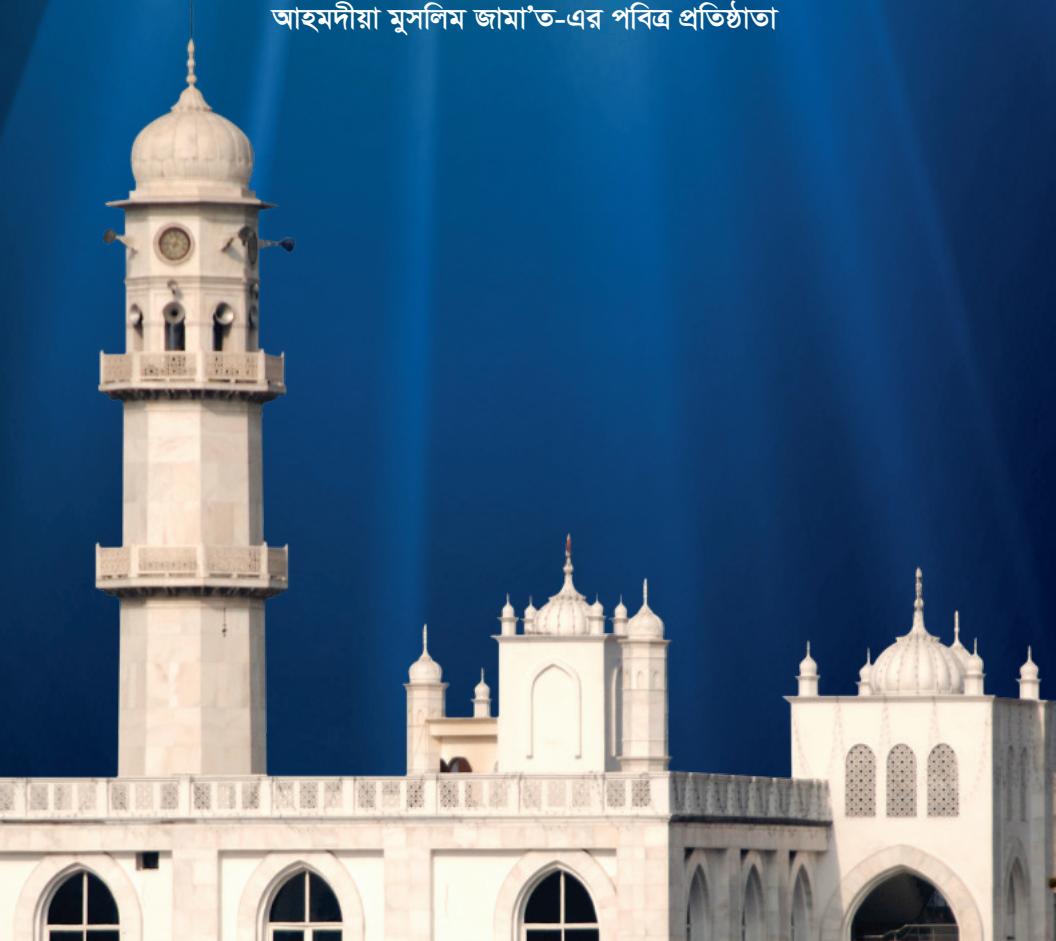


# নিশানে আসমানী (ঐশ্বী নির্দেশনাবলী)

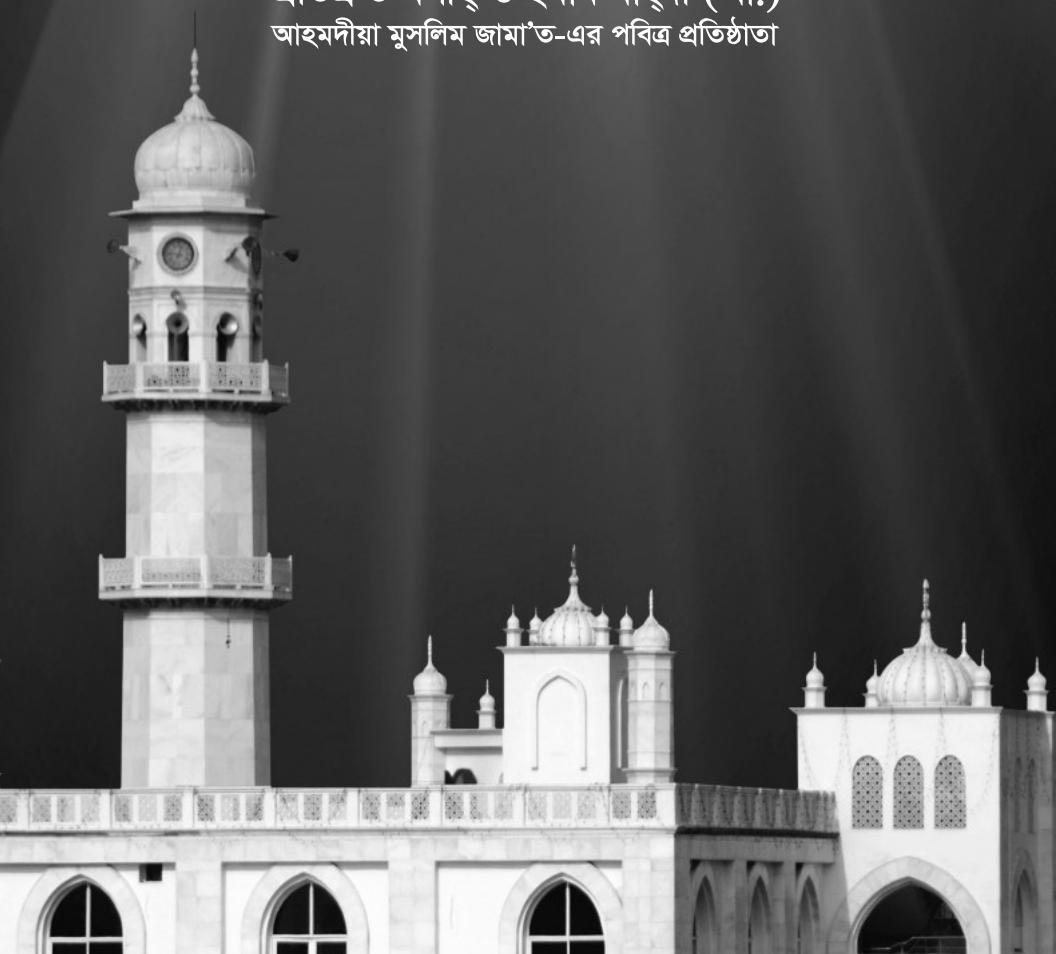
হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ  
প্রতিষ্ঠিত মসীহ ও ইমাম মাহ্মুদী (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর পরিচয় প্রতিষ্ঠাতা





# নিশানে আশ্মানী (ঐশী নির্দেশনাবলী)

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ  
প্রতিষ্ঠিত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর পরিচয় প্রতিষ্ঠাতা





নিশানে আসমানী

(ঐশী নির্দর্শনাবলী)

বা

শাহাদাতুল মুলহামীন

(সত্য ইলহামপ্রাপ্তদের সাক্ষ্যসমূহ)

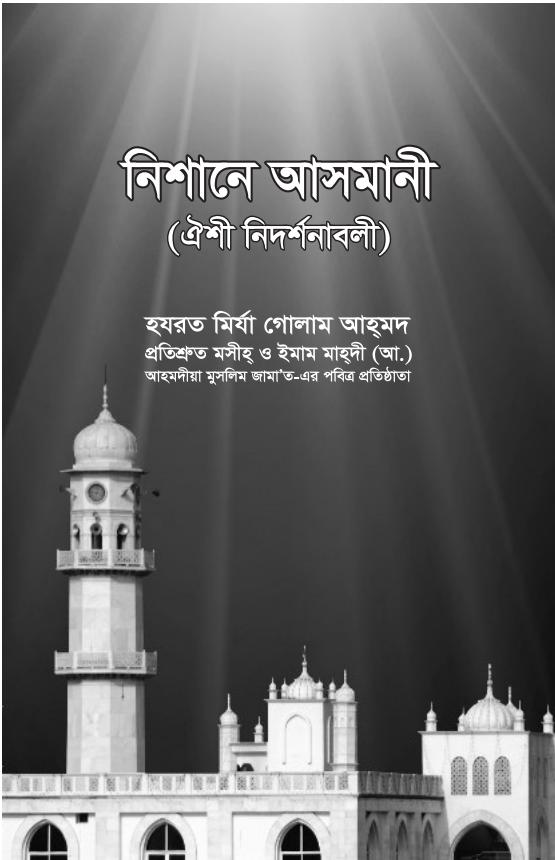
নিশানে আসমানী

(ঐশী নির্দর্শনাবলী)

হ্যরত মির্বা গোলাম আহমদ

প্রতিষ্ঠিত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর পরিচয় প্রতিষ্ঠাতা



প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

# নিশানে আসমানী (ঐশী নির্দশনাবলী)

বা

## শাহাদাতুল মুলহামীন (সত্য ইলহামপ্রাপ্তদের সাক্ষ্যসমূহ)

গ্রন্থস্বত্ত্ব

ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।  
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

মূল

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী  
প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

বাংলা ভাষাতে

আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক  
মুরব্বী সিলসিলাহ আলীয়া আহমদীয়া

প্রকাশকাল

১ম বাংলা প্রকাশ : মে ২০০১  
২য় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭  
৩য় পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

সংখ্যা

১০০০ কপি

প্রচ্ছদ

মুহাম্মাদ মুরগল ইসলাম মিঠু

মুদ্রণে

বাড়-ও-লিভস

বাংলাদেশ পাবলিকেশন লি. ভবন,  
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

**Nishan-e-Aasmani**  
(Shahadatul Mulhamin)

by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani  
**The Promised Messiah and Imam Mahdi** as

Translated into Bangla by

**Maulana Abdul Aziz Sadeq**

Murabbi Silsila Alia Ahmadiyya

Published by

**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

printed by : **Bud-O-Leaves**, Motijheel, Dhaka

Cover design : **Muhammad Nurul Islam Mithu**

**ISBN 978-984-991-065-7**

নিশানে আসমানী  
বা  
শাহাদাতুল মুলহামীন

Published by  
**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

printed by : **Bud-O-Leaves**, Motijheel, Dhaka

Cover design : **Muhammad Nurul Islam Mithu**

**ISBN 978-984-991-065-7**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## মুখবন্ধ

বিধাতার চিরবিধান ক্রম আবর্তন-বিবর্তন, উখান-পতন আদিকাল হতে প্রত্যেকটি বস্তুর মাঝে পরিচালিত হচ্ছে। উত্তাল নদ-নদী ও সাগার তরঙ্গও এই সত্য বহন করছে। কেয়ামত অবধি প্রবহমান ও চলমান পরিপূর্ণ ও কামেল ধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলিম জাতির বেলায়ও উক্ত বিধানের ব্যতিক্রম ঘটে নি ও ঘটবে না। তাই সনাতন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হ্যারত মুহাম্মদ (সা.) স্পষ্টভাষায় ভবিষ্যদ্বানী করেছেন যে, মুসলিম জাতি যেমনিভাবে তার উখানের স্বর্ণ যুগ অতিক্রম করতে থাকবে তেমনিভাবে তার সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারা ধীরে ধীরে স্লান হতে থাকবে এমনকি বনী ইসরাইলদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইহুদীদের চেয়ে নিকৃষ্টতর হয়ে যাবে (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)। চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত চরম অধঃপতন ঘটবে; আমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে; তখন বনী ইসরাইল জাতিতে যেরূপ চৌদ্দ শতাব্দির শিরোভাগে ঈসা ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হয়েছিলেন তদ্বপ্ন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতেও চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ঈসা ইবনে মরিয়মের রঙে রঙিন ইমাম মাহ্দী আবির্ভূত হবেন। ঈসা-মসীহ এবং ইমাম মাহ্দী তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম হবে এবং তাঁর আসল নাম আমার নামের মত হবে (মিশকাত, কিতাবুল ফিতান) তাঁর আগমনের ফলে সেই আমাবস্যার রাত্রি বিদায় নিবে এবং শুভ প্রভাতের উদয় হবে; যেমন আল্লাহ তাঁলা বলেছেন,

وَالْيَلِ إِذَا عَسَعَ سَرِيعٌ<sup>১৪</sup> وَالصُّبْحِ إِذَا تَفَسَّ<sup>১৫</sup>

অর্থাৎ রাতের শপথ যখন তা শেষ প্রহরে পৌছবে এবং প্রভাতের শপথ যখন তা সজোরে নিঃশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করবে। (সূরা আত্ তাকভীর, ৮১:১৪, ১৫)।

বড়ই আশ্চর্যের ও চিন্তার বিষয় যে, এই আয়ীমুশ্শান ইমাম মাহ্দীর আগমন সম্পর্কে পার্শ্বিয়ান ধর্মগত্ত যিন্দাবিস্তাতে এবং হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বানী পাওয়া যায়। সেখানে এই উম্মতের ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত নাম ‘আহমদ’ হবে বলে বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর জামানার শত শত লক্ষণ ও চিহ্নের কথা বর্ণনা করেছেন। শত শত বছর পূর্বে

হয়রত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী তাঁর কিতাব ‘ফুসুল হিকাম’-এ লিখেছেন, ‘ইমাম মাহ্দী আলায়হেস সালাম-এর সঙ্গে যমজ বোন জন্মগ্রহণ করবে, প্রথমে বোন হবে পরে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন।’ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। একইভাবে আমাদের উপমহাদেশের অনেক বুয়ুর্গও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস সালাম সম্পর্কে অনেক বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সেই প্রতিশ্রূত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ হলেন হয়রত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম।

‘নিশানে আসমানী’ বইটির মধ্যে হয়রত মসীহ মওউদ (আ.) ঐ সব বুয়ুর্গের মধ্য হতে দুইজন বুয়ুর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলৌ’র ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) মজযুব গোলাব শাহ্ সাহেবের নিষ্ঠাবান শিষ্য করিম বখশ সাহেবকে লুধিয়ানায় ডাকিয়ে তার দেয়া মুখনিঃস্ত সাক্ষ্য লিখিতভাবে নিয়ে এসেছেন। এ সাক্ষ্যের মধ্যে সে শিষ্য বলেন, ‘আজ থেকে প্রায় ৩০/৩১ বছর পূর্বে মজযুব গোলাব শাহ্ এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।’ উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ‘সে মহৎ ব্যক্তির যুগ যখন সফলতার সাথে পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তাঁর পুত্রকে স্মৃতিচিহ্ন রূপে থাকতে দেখছি।’ আরো বলা যায়, ‘তাঁকেই যুগের মাহ্দী ও ঈসারূপে এবং উভয়কে অশ্বারোহীরূপে দেখছি।’ এছাড়া এর পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মুখনিঃস্ত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি (আ.) সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ের উপরও সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে, তিনি এখন পর্যন্ত জীবিত থাকলে খোদা বলেই প্রমাণিত হন যা মূলত খ্রিস্টানদের বিশ্বাস। এ বইয়ের শেষের দিকে এসে হয়রত (আ.) তাঁর লিখিত বই “আসমানী ফয়সালা”-র উপর মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের সমালোচনার উভর প্রদান করেন। পাশাপাশি শেখ নবীর হোসেন দেহলবী সাহেবের প্রদানকৃত কুফরী ফতওয়ার জবাবও এ বইয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেন।

পরিশেষে হয়রত মসীহ মওউদ (আ.) গোটা জগতের উদ্দেশ্যে একটি আধ্যাত্মিক তবলীগ অর্থাৎ ইস্তেখারা করার প্রতি আহ্বান জানান। অন্ততপক্ষে দুই সপ্তাহ বিশুদ্ধচিত্তে এই ইস্তেখারা করার পরামর্শ প্রদান করে জামানার মসীহ সত্য কি মিথ্যা, এ বিষয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য যাচ্ছ্রার কথা বলে তার লেখনী শেষ করেন।

উর্দু ভাষায় প্রণীত ‘নিশানে আসমানী’ বইটির বঙ্গানুবাদ করেছেন আলহাজ্জ  
মাওলানা আব্দুল আয়ীয় সাদেক সাহেব এবং অনুবাদটি দেখে দিয়েছেন  
মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরুরী সিলসিলাহ্। এছাড়া যে যেভাবে এ  
বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তাঁ'লা  
তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকবৃন্দের  
জন্য বইটি হেদায়েত ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ সাব্যস্ত করুন। আমিন।



মোবাশশের-উর-রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা

জানুয়ারি ২০১৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## সকল বন্ধুর অবগতির জন্য নিবেদন

প্রত্যেক বন্ধুর খেদমতে যখন এই পুষ্টিকা ‘নিশানে আসমানী’ নামে পাঠানো হবে তখন তাঁকে বুঝে নিতে হবে যে, এটি মূল্যের বিনিময়ে পাঠানো হয়েছে। তাই প্রত্যেকে যতটুকু সম্ভব হয় অন্তিবিলম্বে এর মূল্য যা তিন আনা এবং ডাক খরচ বাবদ এক আধুলী মোট সাড়ে তিন আনা যেন মানিঅর্ডার যোগে পাঠিয়ে দেন। যাতে পরবর্তী পুষ্টক “দাফেউল ওয়াসাবেস”-এর জন্য টাকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর যারা পুষ্টিকাটি অধিক সংখ্যায় কিনতে চান তারাও যেন আমাকে অবহিত করেন যাতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী (বই) পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে। ওয়াস্সালাম আলা মানিওবিয়াল হৃদা।

মির্যা গোলাম আহমদ  
কাদিয়ান, জিলা গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব  
পহেলা জুন, ১৮৯২ ইং

## بسم اللہ الرحمن الرحیم

قدرت کردگار مے یعنی  
از بحوم این سخن نے گویم  
بلکہ از کردگار مے یعنی  
در خراسان و مصر و شام و عراق  
فتنہ و کار زار مے یعنی  
گر یکے در هزار مے یعنی  
ہمہ را حال مے شود دیگر  
غصہ در دیار مے یعنی  
قصہ بس غریب مے شنوم  
غارت و قتل لشکر بسیار  
بس فرو مایگان بے حاصل  
عالم و خواند کار مے یعنی  
نمہب دین ضعیف می یا بم  
گشته غخوار و خوار مے یعنی  
دوستان عزیز ہر قوے  
منصب و عزل و شیخچی عمال  
ترک و تاجیک رابھم دیگر  
مکر و تزویر و حیلہ در ہر جا  
باقعہ خیر سخت گشت خراب  
اند کے امن گر بود امروز  
گرچہ مے یعنی این ہمہ غم نیست  
در حد کوہسار مے یعنی  
شادی غمگسار مے یعنی  
عالیے چوں نگار مے یعنی  
بعد امسال و چند سال دگر  
بادشاہ مشام دنانے  
حکم امثال صورتے دگرست  
سرور باوقار مے یعنی  
نه چو بیدار وار مے یعنی

غین ورے سال چوں گذشت از سال  
 بوجب کاروبار مے یعنیم  
 گرد و زنگ و غبار مے یعنیم  
 بے حد و بے شمار مے یعنیم  
 درمیان و کنار مے یعنیم  
 خواجه را بندہ وار مے یعنیم  
 خاطرش زیر بار مے یعنیم  
 درهش کم عیار مے یعنیم  
 دیگرے را دوچار مے یعنیم  
 مهر را دل فگار مے یعنیم  
 ماندہ در رہنڈار مے یعنیم  
 جور ترک تبار مے یعنیم  
 بے بہار و شمار مے یعنیم  
 حالیا اختیار مے یعنیم  
 خرمی وصل یار مے یعنیم  
 شمس خوش بہار مے یعنیم  
 پرسش یادگار مے یعنیم  
 سربر سر تاجدار مے یعنیم  
 شاه عالی تبار مے یعنیم  
 علم و حلمش شعار مے یعنیم  
 باز با ذوالفقار مے یعنیم  
 گل دین را بار مے یعنیم

گر در آمینہ ضمیر جہان  
 ظلمت ظلم خالمان دیار  
 جنگ و آشوب و فتنہ و بیداد  
 بندہ را خواجہ وش ہے یا بم  
 ہر کہ ادب ایار بود امسال  
 سکھ نو زند برخی زر  
 ہریک از حاکمان ہفت اقیم  
 ماہ را رو سیاہ مے گنگرم  
 تاجر از دور دست و بے ہمراہ  
 حال ہند و خراب مے یا بم  
 بعض اشجار بوستان جہان  
 ہمدی و قناعت و کنجی  
 غم مخور زانکہ من دریں تشویش  
 چوں زمستان بے چمن گذشت  
 دویر اوچوں شود تمام بکام  
 بندگان جناب حضرت او  
 بادشاہ تمام ہفت اقیم  
 صورت و سیرش چو پیغمبر  
 یدیپسا کہ با او تابندہ  
 گلشن شرع رائے ہے بویم

تا چهل سال اے برادر من دور آں شہسوار مے پینم  
 عاصیاں از امام معصوم خجل و شرم سار مے پینم  
 غازی دوستدار دشمن کش زینت شرع و رونق اسلام  
 گنج کسری و نقد اسکندر  
 بعد ازان خود امام خواہد بود  
 اح م و دال مے خوانم  
 دین و دنیا از و شود معمور  
 مهدی وقت و عیسیٰ دو ران  
 ایں جہاں را چو مصر مے نگرم  
 هفت باشد و زیر سلطانم  
 برکف دست ساقی وحدت  
 تنغ آهن دلاں زنگ زده  
 گرگ با میش شیر با آهو  
 ☆ ترک عیار سُست مے نگرم خصم او درخمار مے پینم  
 نعمت اللہ نشت برکجے  
 از ہم برکنار مے پینم

## ফারসি নথম

- ১। কার্য সম্পাদনকারী সৃষ্টিকর্তার কুদরতের নিদর্শনসমূহ আমি লক্ষ্য করছি এবং আজব জামানার হাব-ভাব আমি লক্ষ্য করছি।
- ২। গ্রহ-নক্ষত্রাদির জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আমি এসব কথা বলছি না পরন্তু সৃষ্টিকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত অস্তর্দৃষ্টি দিয়ে এসব লক্ষ্য করছি।
- ৩। খোরাসান, মিসর, সিরিয়া এবং ইরাক প্রভৃতি দেশে ফিতনা ও ফাসাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ আমি লক্ষ্য করছি।
- ৪। হাজারে দু'একজন বাদে সকলেরই অবস্থা আমি শোচনীয় হতে দেখছি।
- ৫। শুধু করুণ কাহিনী আমার কানে আসছে, দেশে দেশে নগরে নগরে পরস্পর ক্রোধ-কলহ আমি লক্ষ্য করছি।
- ৬। লুঁঠন, হত্যাকাণ্ড, অসংখ্য সৈন্যবাহিনী আমি ডানে বামে চতুর্দিকে যুদ্ধরত দেখছি।
- ৭। আমি দেখছি অনেক আলেম ও পদ্ধিত (হওয়ার দাবীদার), কিন্তু কাজের যোগ্য লোক দুষ্প্রাপ্য।
- ৮। দ্বীনের অনুসারীদেরকে দুর্বল লক্ষ্য করছি আর ধর্মে বিদআত সৃষ্টিকারীদেরকে গৌরব করতে দেখছি।
- ৯। প্রত্যেক জাতির প্রিয় ও সম্মানিত বন্ধুদেরকে চিন্তামণি ও দ্বীনের দরদীদেরকে লাষ্ট্রিত হতে দেখছি।
- ১০। পরপর পার্থির পদর্মার্যাদায় আরোহণ ও পদচ্যুত এবং কর্মচারীদের উখান পতন দেখছি।
- ১১। তুর্কী তাজিক জাতিকে পরস্পর কলহ-বিবাদে লিষ্ট দেখছি।
- ১২। সর্বত্রই ছোট-বড় সকলকে ঘড়্যন্ত, মিথ্যার আশ্রয় এবং ধোঁকাবাজীতে লিষ্ট দেখছি।
- ১৩। কল্যাণ নিকেতনগুলিতে ভীষণ মন্দ পথ এবং সমবেত হওয়ার স্থানগুলিকে অগ্নিশিখায় পরিণত হতে দেখছি।
- ১৪। এমতাবস্থায় যদি কোথাও শব্দ থাকে তাহলে পাহাড়-পর্বতেই তা দেখছি।
- ১৫। যদিও আমি এসব স্পষ্ট দেখছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না; বরং আনন্দের দিন এবং দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হতেও দেখছি।
- ১৬। এ বছর হতে কয়েক বছর পর আমি পৃথিবীকে আংটির মধ্যে একটি ছবির ন্যায় দেখছি।

## নিম্নানে আমরানী (হস্তি নিদর্শনাবলী)

- ১৭। একজন বুদ্ধিমান প্রজাশালী সন্মাট গুরুগঙ্গীর মহান নেতাকে দেখছি।
- ১৮। তাঁর রাজত্ব অপরাপর রাজত্ব হতে ভিন্ন হবে, তাঁর রাজত্বের ন্যায় বিচারের অনুরূপ আমি কিছুই দেখছি না।
- ১৯। (গাইনের ১০০০+রের ২০০=১২০০) বার শত বছর অতীত হ্বার পরের বছর হতে আশ্চর্য অবস্থা দেখছি।
- ২০। জগতের অন্তরের আয়নাতে তাকালে ধূলাবালি এবং মরিচা দেখতে পাচ্ছি।
- ২১। দেশে দেশে নির্যাতনকারীদের সীমাতীত নির্যাতন ও কল্পনাতীত অঙ্ককার দেখছি।
- ২২। মধ্যেও এবং শেষান্তেও যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফিতনা এবং বে-ইনসাফী লক্ষ্য করছি।
- ২৩। দেখ! দাসকে সম্মানিত সন্মাট এবং সম্মানিত সন্মাটকে তুচ্ছ দাস হতে দেখছি।
- ২৪। এভাবে তখন ভালো লোকের পতন ঘটতে ও অন্তরকে বোঝার নিচে হাতাশ করতে দেখছি।
- ২৫। স্বর্ণকারকে নতুন মুদ্রার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখছি যা দিরহাম বলে চলবে, স্বর্ণ কমই থাকবে।
- ২৬। সাত দেশের শাসকবর্গের প্রত্যেককে পরস্পর মতভেদে লিঙ্গ হতে দেখছি।
- ২৭। চন্দ্রকে মলিন চেহারায় দেখছি, সূর্যের অন্তরকে আহত লক্ষ্য করছি।
- ২৮। ব্যবসায়ীদের সঠিক লাভ অর্জন না করতে ও পথভ্রষ্ট হতে এবং পথিককে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় দেখছি।
- ২৯। ভারতকে খারাপ অবস্থায় দেখছি; তুর্কীদের নির্যাতন ও তাদের ধ্বংসও লক্ষ্য করছি।
- ৩০। বিশ্ব-বাগানের অনেক বৃক্ষকে ফলবিহীন ও বসন্তবিহীন দেখছি।
- ৩১। সর্বশান্ত ও ধৈর্যশালী হয়ে নিভৃতে চলে যাওয়ার অবস্থাই নিরাপদ দেখছি।
- ৩২। আমার এই দুশ্চিন্তার দুঃসংবাদে তোমরা দুঃখিত হয়ো না; পরম্পরা আনন্দিত হও যে, আমি একজন বন্ধুর সাক্ষাতকে লক্ষ্য করছি।
- ৩৩। কেননা, ফুলেভরা বাগানহীন শীতকাল অবশেষে অতীত হবে, তখন সূর্যকে নব বসন্তে আনন্দিত হতে দেখছি।

- ৩৪। সে মহৎ ব্যক্তির যুগ যখন সফলতার সাথে পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তার পুত্রকে স্মৃতিচিহ্ন রূপে থাকতে দেখছি।
- ৩৫। সেই মহান ব্যক্তির অনুসারীদের মাথায মুকুট ধারণকারীরূপে লক্ষ্য করছি।
- ৩৬। পৃথিবীর শক্তিশালী সম্রাটদের শান ও শওকত ও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে দেখছি।
- ৩৭। তাঁর গঠন ও আচরণ নবীদের ন্যায় এবং তাকে পরম জ্ঞানী ও সহিষ্ণু দেখছি।
- ৩৮। তাঁর শ্রদ্ধা হচ্ছে উজ্জ্বল তরবারি বিদ্যমান যুলফিকারের সাথে দেখছি।
- ৩৯। শরীয়তের ফুলবাগানটিকে সব দিকে সুষ্ঠান ছড়াতে দেখছি; দ্বীনের ফুলকে বসন্ত সৃষ্টি করতে দেখছি।
- ৪০। হে আমার ভাই! চল্লিশ বছর তাঁর নবুওয়ত কাল বিরাজমান থাকতে এবং তাঁর যুগে অনেক অশ্঵ারোহী দেখছি।
- ৪১। গুণাহ্বারদের এই নিষ্পাপ ইমামের সামনে লজ্জিত দেখছি।
- ৪২। তাঁকে মিত্রদের জন্য বিজয়ী, সর্বক্ষণ অঙ্গরঞ্চ বন্ধুরূপে এবং শত্রুদের বিনাশকারীরূপে দেখছি।
- ৪৩। তাঁকে শরীয়তের জন্য সৌন্দর্যের ও ইসলামের জন্য উজ্জ্বলতা ও সজীবতা এবং মজবুতির কারণে দেখছি।
- ৪৪। পারস্য সম্রাটের রাজভাস্তার ও সিকান্দার বাদশাহৰ টাকা ও আশরাফীগুলো কাজে লাগাতে দেখছি।
- ৪৫। এরপর সেই মহান ইমামের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে এবং জগৎকে সেই অনুযায়ী পরিচালিত হতে দেখেছি।
- ৪৬। তাঁর নাম আলিফ, হা, মীম ও দাল ‘আহমদ’ পড়ছি, এই নামেই তাঁকে খ্যাতিমান থাকতে দেখেছি।
- ৪৭। তাঁর মাধ্যমে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতই হেদায়াত ও ন্যায়-বিচার দ্বারা আবাদ হতে এবং তাঁর মান্যকারীদের সৌভাগ্যশালী হতে দেখেছি।
- ৪৮। তাঁকেই সময়ের মাহ্দী এবং যুগের ঈসারূপে এবং উভয়কে অশ্঵ারোহীরূপে দেখেছি।
- ৪৯। এ জগৎকে তাঁর দ্বারা সুন্দর শহরের ন্যায় গড়ে তুলতে লক্ষ্য করছি এবং তাঁর ন্যায়-বিচারকে দুর্গরূপে দেখেছি।

- ৫০। আমার এই সম্মাটের সাতজন উজীরকে লক্ষ্য করছি, তাদের সকলকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যে সফলকাম দেখছি।
- ৫১। তোহীদের পানীয় বিতরণকারীর হাতে সুস্থাদু সুরা দেখছি।
- ৫২। লৌহ নির্মিত গৌরবময় তরবারীতে মরিচা ধরার দরঞ্জন তা ভোঁতা ও অকেজো হতে দেখছি।
- ৫৩। নেকড়ে বাঘ ও মেষকে এবং সিংহ ও হরিণকে একত্রে এক চারণ ভূমিতে শান্তিতে চরতে দেখছি।
- ৫৪। চালাক তুকী জাতিকে\* অলস লক্ষ্য করছি এবং তার শক্তিকে নেশাগ্রস্ত দেখছি।
- ৫৫। নেয়ামতউল্লাহ দুনিয়ার এক কিনারায় বসে আছে; এসব রহস্যাবলী প্রাপ্তদেশে বসে অন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখছি।

\* টীকা : এঙ্গলে মুনশী মুহাম্মদ জা'ফর সাহেব একথার ওপর জোর দিচ্ছেন যে, কবিতার এই পংক্তিটি অর্থাৎ ۱۰۰ يَرِ تَر যেন এ অধমের মিথ্যাবাদী প্রতিপন্থ করার ব্যাপারে একটি ভবিষ্যত্বাণী। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে ন্যায়-বিচার এবং চিন্তাশক্তির কিছুটা হলেও পেয়েছে সে অবশ্যই বুবাতে পারবে যে, এই পংক্তিটি হচ্ছে উক্ত কবিতার বিষয়াবলীর মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কবিতার বিন্যাস প্রণালী দ্বারা এটি পরিক্ষারভাবে বুবা যায় যে, প্রথমত: প্রতিশ্রূত মসীহৰ আগমন ঘটবে এবং এরপর এমনকিছু ঘটনা ঘটবে যাতে চতুর তুকী জাতি অলস বলে পরিলক্ষিত হবে এবং তার শক্তি ও নেশাগ্রস্ত পরিদৃষ্ট হবে। এখন এ বিষয়টি পরিক্ষার যে, বর্তমান যুগে এই অধম ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রূত মসীহ হওয়ার দাবী করে নি যাতে করে তার দাবীর পরে কোন বিকারহস্ত ব্যক্তি এই অধমকে তুর্কি বলে সাব্যস্ত করতে পারে। সুতরাং এই পংক্তিটির সঠিক অর্থ এটিই যে, এই মসীহের আগমনের পরে তুর্কি সাম্রাজ্য কিছুটা অলস হয়ে পড়বে এবং সাম্রাজ্যের শক্তি ও অর্থাৎ রাশিয়া কোন বিজয়ের শুভফল দেখতে পারবে না এবং অবশ্যে আনন্দ-উল্লাস সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়ে নিবে এবং নেশা উধাও হয়ে যাবে। তদুপরি এই পংক্তিটি দ্বারা যুগ মাহ্নী (আ.) ও আগমনকারী ঈসার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সেই প্রতিশ্রূত মাহ্নীই প্রতিশ্রূত মসীহ হবেন। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা ও প্রমাণিত হয় যে, মাহ্নীর আবির্ভাবের সময় তুর্কি সাম্রাজ্য কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আরবের কতক অংশের ওপর নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য কতক লোক তদবীর করতে থাকবে এবং তুকীরা সাম্রাজ্যকে পরিত্যাগ করার জন্য অনেকটা প্রস্তুত হয়ে যাবে, বস্তুত: এই সব চিহ্ন প্রতিশ্রূত মাহ্নী ও প্রতিশ্রূত মসীহের জন্যই অবধারিত আছে; অতএব যিনি চিন্তা করতে চান তিনি চিন্তা করুণ।

## নিম্নানে আমমানী (ইংরী নিদর্শনাবলী)

মুহাম্মদ জা'ফর সাহেবের বিবেক-বৃদ্ধি দেখে আশ্চর্যাপ্তি হতে হয় যে, তিনি এই পংক্তিটির ওপরও চিন্তা করেন নি । **مِنْ يَارِغَرِيْ** অর্থাৎ তাঁর পুত্রকে তাঁর পরে স্মৃতি চিহ্ন থাকতে দেখছি । এই ভবিষ্যদ্বাণী সৈয়দ আহমদ সাহেবের ওপর কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? যদি আজকে অর্থাৎ ২৭ শে জানুয়ারী, ১৮৯৬ সালে তিনি জীবিত হয়ে চলে আসেন তাহলে তিনি ১১২ বছর বয়সের হবেন । তাহলে কি তিনি এই বয়সে বিবাহ করবেন এবং তার পুত্র জন্ম গ্রহণ করবে? অতএব স্মরণ রাখা উচিত যে, এরূপ বিশেষ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা এবং বিশেষ বিবাহ করা এসব বিষয়ে মসীহ মাওউদ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ আছে । এই অনুযায়ীই নেয়া মত উল্লাহ সাহেবের ইলহাম রয়েছে । মসীহ মাওউদ সম্পর্কে হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে যে, **يَسَّرْوْجُ وَيُولَدُ لَهُ** (অর্থাৎ তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করবে- অনুবাদক) । কিন্তু সৈয়দ সাহেব কখনও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করেন নি: সুতরাং কিভাবে তাঁর ওপর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য হতে পারে? এস্টে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, পংক্তিতে **عَيَار** শব্দটি কুটি অর্থ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয় নি পরন্তু এ শব্দটি ফারসি ভাষায় প্রশংসার স্থলেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন হাফেয় বলেছেন ।

خیال زلف تو بختن نکار خامان ست  
که زیر سلسہ رفتہ طریق عیاری ست

[মর্মার্থ ৪:- তোমার ললিত কেশগুচ্ছের খেয়াল দৃঢ়ভাবে শিকড় জমিয়ে বসেছে, এটা কোন কাচা কাজ নয় । তাই অবিরত যাতায়াতের জন্য তদবীর (আইয়ার) অবলম্বন করা হলো-অনুবাদক ।]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الْذِينَ اصْطَفَى

অতঃপর এটি স্পষ্ট যে, এই পুস্তকের কয়েকটি পাতায় কিছু সংখ্যক ঐ সকল ওল্ডেউল্লাহ এবং আত্মবিলীনকারীদের সাক্ষ্য উল্লেখ করা হলো যাঁরা দীর্ঘকাল পূর্বে এ অধম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে গেছেন। তাদের অন্যতম এক আত্মবিলীনকারী গোলাব শাহ নামক এক ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যিনি আমাদের এ যুগ হতে ত্রিশ বা একত্রিশ বছর পূর্বে এই নশ্বর জগৎ হতে বিদায় নিয়ে গেছেন। যদিও এ ভবিষ্যদ্বাণিটি “ইয়ালায়ে আওহাম” পুস্তকের ৭০৭ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এবারে বর্ণনাকারী সেই ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণীটির সকল দিক একাধারে ভালুকপে স্মরণ করে পুজ্জাগুপ্তুরূপে বর্ণনা করেছেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পৃথকভাবে একটি বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়।

বর্ণনাকারী মিএঞ্চ করীম বখশ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমানী জোশ ও উৎসাহের সাথে ব্যক্ত করেছেন যে, যদি কোন সত্যাবেষী মনোযোগী হয়ে এটি শোনে তাহলে তার অন্তরে সোটির পূর্ণ এবং বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তৃত না হয়ে পারেনা। আমি মিএঞ্চ করীম বখশকে ইদানিং অর্থাৎ ১৮৯২ সালের মে মাসে লুধিয়ানায় ডেকে এনে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পুনরায় ভালুকপে তদন্ত করেছি। পরে বিভিন্ন মজলিসে তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে সুদৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে সত্য সত্য কথা যা তার স্পষ্ট স্মরণ আছে তা-ই যেন সে বর্ণনা করে। সে যেন অনুমান ও সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ কথা না বলে, তাকে এই কথাও বলা হয়েছে যে, যদি এক চুল পরিমাণও অবাস্তব কথা বলে বা সংশয়পূর্ণ বিষয় ব্যক্ত করে যা তার সঠিক স্মরণ নেই তাহলে তাকে খোদা তাঁলার সম্মুখে তার জন্য জবাবদিহী করতে হবে: বরং সত্যের পরীক্ষার জন্য সেই বীরপুরুষকে শক্তভাবে বলা হয়েছে যে, আপনি এখন এই কথাটি ভাল করে চিন্তা করে নিন এবং বুঝে নিন যে, যদি আপনার বিবরণের একটি শব্দও অবাস্তব হয় তাহলে এর বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে এবং হাশরের দিন সেই অভিশাপের মালা গলায় পরতে হবে যা মিথ্যাবাদীদের গলায় পরানো হবে। অতঃপর তাকে বারংবার বলা হয়েছে যে,

হে মিএঁ করীম বখশ! আপনি একজন বীরপুরুষ এবং যেভাবে শুনা যায় যে, তাকওয়া এবং নামায-রোয়া স্থলে পালন করার মধ্যে আপনার জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে, এখন এই কথাকে স্মরণ রাখুন যে, যদি মিএঁ গোলাব শাহ'র এই ভবিষ্যদ্বণ্ডিত যা আপনি এই অধম সম্পর্কে বর্ণনা করে থাকেন, এক সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ বিষয় বা অবস্তব কথা হয়ে থাকে তাহলে এটি বর্ণনা করার ফলে আপনার পূর্ববর্তী সকল পুণ্যকর্ম সকল পুণ্যকর্ম ব্যর্থ ও বিনাশ হয়ে যাবে। আপনি মনে দুঃখ নিবেন না, নিশ্চিত জেনে রাখবেন যে, এই মিথ্যা বানানোর শাস্তিতে আপনাকে জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং যদি এই কথা নিশ্চিত ও বাস্তব না হয়ে থাকে তাহলে আমার খাতিরে আপনি নিজের ঈমানকে নষ্ট করবেন না। আমি আপনার এ জগতেও কাজে আসতে পারি না এবং পরজগতেও না। যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে খোদার সামনে হাজির হবে তার ভাগ্যে অবশ্যই সেই জাহানামই ঝুঁটবে যার মধ্যে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। হতভাগা সে ব্যক্তি, যে নিজে মিথ্যা কথা রচনা করে তার মালিককে অসন্তুষ্ট করে, বড়ই দুর্ভাগা সে ব্যক্তি, যে অপরাধমূলক কাজ করে সারা জীবনের পুণ্যকর্মকে বিনাশ করে ফেলে।

স্মরণ রাখবেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার জন্য খোদা তাঁলার ওপর কোন প্রকার মিথ্যারোপ করে এবং স্বপ্ন বা কোন ইলহাম অথবা কাশ্ফ আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকের মধ্যে ছড়ায় তাহলে আমি তাকে কুকুরের চাইতে নিকৃষ্ট এবং শূকর অপেক্ষা অপবিত্র মনে করি এবং উভয় জগতেই তার প্রতি আমি অসন্তোষ ও বেজারী প্রকাশ করি; কারণ সে অতি হীন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার প্রিয় প্রভুকে মিথ্যারচনা করে অসন্তুষ্ট করছে। যদি আমরা অতি ধৃষ্ট ও পরম মিথ্যাবাদী হয়ে যাই এবং খোদা তাঁলার সামনে মিথ্যাচার ও মিথ্যারচনা করতে ভয় না করি তাহলে কুকুর এবং শূকর আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল। সুতরাং যদি পাপ করে থাকো তাহলে তওবা কর যেন ধৰ্ম না হও। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, খোদা তাঁলা মিথ্যারচনাকারীকে কখনও শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। প্রকৃতপক্ষে এই অধমের দাবী-দাওয়া ও কার্যকলাপ কোন মানুষের সাক্ষ্য প্রদানের ওপর নির্ভর করে না। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আছেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে আছি: তিনিই আমার জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে যথেষ্ট: তিনি নিজ বান্দাকে কখনও ধৰ্ম করবেন না, তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে কখনও বিনাশ করবেন না। এ হলো সেই সব কথা যা

কয়েকবার মিএগা করীম বখশকে কয়েকটি মজলিসে বলা হয়েছে; কিন্তু তিনি এসব কথা শুনে এক ব্যথাপূর্ণ অন্তর থেকে এমন উভর দিলেন যা শুনে কান্না পাচ্ছিল। তিনি খোদার ভয়ে অভিভূত ও পরাভূত হয়ে পরম সততার সাথে এসব কথা বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর বিবরণের মধ্যে, যা তিনি অঙ্গসিঙ্গ নয়নে ও আবেগাপ্তু অবস্থায় ব্যক্ত করছিলেন, এমন মর্মস্পর্শী প্রভাব প্রক্রিয়া-শক্তি প্রকাশমান ছিল যার প্রভাবে দেহে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছিল। সুতরাং ঐদিন দৃঢ় প্রত্যয় ও নিশ্চয়তার সাথে উপলব্ধি হলো যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর রক্তে রক্তে, শিরায় শিরায় প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এটির দরুণ তার ঈমানের উন্নতি সাধন ও উপকার লাভ হয়েছে। অতএব আমরা নিম্নে তাঁর সেই বিজ্ঞাপনটি উল্লেখ করবো যা তিনি পরম মর্যাদাশালী খোদার কসম খেয়ে বেদনাপূর্ণ বিবরণের মাধ্যমে লিখেছেন: এটি পাঠ করলে বিবেকবান ও ন্যায়প্রায়নযোগ্য এবং প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটনকারীগণ অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, তা কত উচ্চ মানের সাক্ষ্য !

এছাড়া নেয়ামতউল্লাহ নামে এক খোদাপ্রিয় পুরুষের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা তিনি তার এক কাসীদাতে [আরবীতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সা.) সমক্ষে যে কবিতা লেখা হয় তাকে কাসীদা বলা হয়-অনুবাদক] লিখেছেন। তিনি তাঁর বুরুগী ও দিব্য-দর্শনের জন্য গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশে সুখ্যাত। বলা বাহ্যিক যে, এই বুরুগ আমাদের যুগ হতে সাতশ' উনপঞ্চাশ (৭৪৯) বছর পূর্বে অতীত হয়েছেন এবং এই পরিমাণ সময়ই তাঁর কাসীদা রচনার ওপর অতীত হয়েছে যার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত আছে। মৌলবী মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব শহীদ দেহলবী যে যুগে এই চেষ্টায় রত ছিলেন যেন কোনরূপে তাঁর মুরশেদ সৈয়দ আহমদ সাহবেকে যুগ-মাহ্নী বলে সাব্যস্ত করা হয়, সেই যুগেই তিনি এই কাসীদা হাসিল করে অনেক চেষ্টা করলেন যাতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর ওপর প্রযোজ্য করা যেতে পারে, এমনকি তিনি এটিকে নিজ কিতাবের সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রকাশও করে দিলেন। যাহোক, এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যে সকল তথ্য ও চিহ্নসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে তা কোনভাবেই সৈয়দ আহমদ সাহবের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না; তবে একথা সত্য যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যার ওপর প্রযোজ্য হচ্ছে তার নাম “আহমদ” লেখা আছে অর্থাৎ সেই আগমনকারীর নাম আহমদ হবে; তদুপরি এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি হিন্দুস্তানে (পাক-ভারত

উপমহাদেশে) আবির্ভূত হবেন। হ্যাঁ! এটিও লেখা আছে যে, তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আগমন করবেন। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, সৈয়দ আহমদ এর মধ্যে এই তিনটি চিহ্নই বর্তমান ছিল। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে উপলক্ষ্মি করা যাবে যে, সেই প্রতিশ্রূত মুজাদ্দেদ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আগমন করবেন না, বরং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন ফিতনা সংঘটিত হওয়ার পর আগমন করবেন। অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমন করবেন। কিন্তু এটি সর্বজনবিদিত যে, সৈয়দ আহমদ সাহেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্ধেকাংশও পান নি; তাহলে কী করে তাঁকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বলা যেতে পারে? তাছাড়া জনাব সৈয়দ সাহেব নিজ মুখে কথনও সে দাবী করেন নি যা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়। তাঁর কোন রকম বিবৃতিও পেশ করা যাবে না যার মধ্যে এই দাবী উল্লিখিত আছে। এই সব কথার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, শেখ নেয়ামতউল্লাহ ওলী এই সব ছন্দে প্রতিশ্রূত আগমনকারী সম্পর্কে এটিও লিখেছেন যে, তিনি মাহ্মী ও ঈসা নামেও অভিহিত হবেন; অথচ এই বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিক্ষার যে, সৈয়দ আহমদ সাহেব কম্মিনকালেও ঈসা হওয়ার দাবী করেন নি। একইভাবে ঐ সব ছন্দে একটি কথা এ-ও লেখা আছে যে, তাঁর পরে তাঁরই রঙে রঙীন তাঁর এক পুত্র হবে যে তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন হয়ে থাকবে। এস্তে এই বিষয়টি পরিক্ষার যে, সৈয়দ আহমদ সাহেব এমন গুণবিশিষ্ট কামেল পুত্র সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি আর না তাঁর এমন কোন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে যে, সে ঈসার রঙে রঙীন হতো। তাছাড়া ঐ সব ছন্দে এই ইঙ্গিতও ছিল যে তিনি আবির্ভূত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে চল্লিশ বছর বয়স পাবেন; কিন্তু বিষয়টি পরিক্ষার যে, সৈয়দ আহমদ সাহেব তাঁর আত্মপ্রকাশের সময় থেকে নিয়ে কেবল কয়েক বছর জীবিত থাকার পর এ নশ্বর জগৎ হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু বারাহীনে আহমদীয়া পাঠ করলে পাঠক সহজে বুঝতে পারবেন যে, এই অধম দ্বীনে ইসলামের সংক্ষারের উদ্দেশ্যে আমার চল্লিশ বছর বয়সে আবির্ভূত হয়, এরপরে প্রায় এগার বছর অতীত হয়ে গেছে এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যা ইয়ালায়ে আওহাম পুস্তকে উল্লিখিত আছে এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যা ইয়ালায়ে আওহাম পুস্তকে উল্লিখিত আছে (অর্থাৎ আশি বছর বা এর কাছাকাছি-অনুবাদক) আবির্ভাবের সময় চল্লিশ বছর হয়। বক্তব্যঃ আল্লাহ সর্বাধিকজ্ঞনী। প্রকৃত বিষয় এই যে, সৈয়দ সাহেবের পুনরাগমনের

আশা রাখা ঠিক ঐ প্রকারেরই, যে প্রকারের আশা হ্যরত ইলিয়াস এবং হ্যরত মসীহের আগমনের ওপর রাখা হচ্ছে। অত্যধিক সরল এবং অনবগত মানুষেরা নিজেদের সময় ঐ আশাতেই নষ্ট করে যাচ্ছে। এর মধ্যে এতটুকুই তথ্য অনুভূত হয় যে, আদিকাল হতে খোদা তাঁলার এ চিরস্তন নিয়ম প্রচলিত আছে যে, খোদা কোন কোন সময় কোন দিব্য-দর্শন প্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে কোন মৃত কামিল পুণ্যবান ব্যক্তির দুনিয়াতে পুনরাগমন সম্পর্কে সংবাদ দেন কিন্তু তা দ্বারা কেবল এতটুকুই বুবানো হয় যে, সেই ব্যক্তির প্রকৃতি ও আচার-আচরণ এবং জীবনচরিত নিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি জন্মাই করবে। যেমন বনী ইসরাইলের নবীদের মধ্যে মালাকীও এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, ইলিয়াস নবী যাকে আকাশে উঠানো হয়েছে পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ইলিয়াস নবী পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মসীহ আসতে পারেন না। বাহ্যিকতার অনুসারী ইহুদী জাতি এ সংবাদের বাহ্যিক শব্দগুলির অনুসরণে এমনভাবে বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছিল যে, তারা হ্যরত মসীহকে তাঁর আগমনকালে গ্রহণ করে নি। অথচ মসীহ তাদেরকে ভালোভাবে বুবিয়ে বললেন যে, এখানে ইলিয়াস দ্বারা যাকারিয়ার পুত্র ইউহানাকে বুবানো হয়েছে যাকে ইয়াহুয়াও বলা হয়। কিন্তু তাদের দৃষ্টি তো আকাশে ছিল যে, আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন। সুতরাং বাহ্যিকতার অনুসরণে তারা দু'জন নবীকে অস্বীকার করলো অর্থাৎ ঈস্বা এবং ইয়াহুয়াকে। এবং তারা বললো যে, এরা সত্যবাদী নয়। যদি তারা সত্যবাদী হতো তাহলে যেভাবে এদের পূর্বে খোদা তাঁলা নিজ পবিত্র কিতাবসমূহে সংবাদ দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবে ইলিয়াস নবী আকাশ হতে অবতীর্ণ হতেন। সুতরাং ইহুদীগণ এখনো পর্যন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যে, ইলিয়াস নবী কখন সেখান থেকে অবতীর্ণ হবেন। এসব হতভাগ্য এখনো পর্যন্ত জানে না যে, ইলিয়াস নবী তো আকাশ থেকে নেমে এসেছেন এবং মসীহও আগমন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শুক্ষ বাহ্যিকতার অনুসরণ পৃথিবীর অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। তথাপি দুনিয়া তা উপলব্ধি করছে না।

একটি নির্ভরযোগ্য শুক্ষ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হে মুসলমানগণ ! তোমরা আখেরী জামানায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পূর্ণ ইহুদীদের পদাক্ষ অনুসরণ করবে, এমনকি কোন ইহুদী নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকলে তোমরাও তা করবে। এই হাদীসটি এবং ইলিয়াস নবীর কেছাটি মসীহ মাওউদের কেছার

সাথে, যাকে নিয়ে বর্তমানে বাক-বিতভার বাড় বয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে পাঠ কর এবং চিন্তা কর! হ্যাঁ, বিবেক খাটিয়ে চিন্তা কর যে, ইহুদীদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে ইলিয়াস নবীর পুনরাগমন সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারণা সর্বসম্মতক্রমে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা হ্যারত স্ট্সা (আ.)-এর আদালতে ফয়সালার পর কিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল? কোথায় গেল তাদের ইজমা? খুব চিন্তা করে দেখ যে, সত্য সত্যই কি ইলিয়াস নবী আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন? না, ইলিয়াস দ্বারা যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহুয়াকে বুঝানো হয়েছিল?

খোদা তাঁলা কুরআনে বারংবার ইরশাদ করেছেন যে, হে মুসলমানগণ ! তোমরা সেই সকল পদস্থলন হতে নিজেদের রক্ষা কর যেগুলির শিকার ইহুদীগণ হয়েছে এবং সেই সব ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর যেগুলির ওপর বদ্ধপরিকর হওয়ার দরশন ইহুদীদেরকে কুরু ও শুকর বানানো হয়েছে। বুদ্ধিমান তারা যারা অন্যের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং যে স্থানে অন্যের পা একবার পিছলে যায় সেস্থানে পুনরায় পা রাখতে ভয় করে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আপনাদের নিজেদের জন্য এবং নিজেদের জাতির জন্য সেই সব গর্ত খনন করছেন যা ইহুদিরা খনন করেছিল। একটু কষ্ট স্বীকার করুন এবং ইহুদীদের আলেমদের নিকট যান এবং জিজেস করুন যে, ইহুদিরা হ্যারত স্ট্সা (আ.) এবং হ্যারত ইয়াহুয়া (আ.)-কে কেন গ্রহণ করে নি? তাহলে এই উত্তরই পাবেন যে, ঐশ্বী গ্রন্থসমূহে এবং বনী ইসরাইলের হাদীসমূহে সত্য মসীহের আগমনের এই চিহ্নই শেখা আছে যে, তার পূর্বে ইলিয়াস আকাশ থেকে নামবেন। এটি ছাড়াও মসীহ বাদশাহ হবেন এবং সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে থাকবে। সুতরাং যেহেতু ইলিয়াস নবী আকাশ থেকে নামেন নি, আর মরিয়মের পুত্রকে পার্থিব সাম্রাজ্যও প্রদান করা হয় নি, তাই মরিয়মের পুত্র সত্য মসীহ নয়।

এখন আপনারা চিন্তা করুন এবং বারবার গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, ইলিয়াস নবীর এই বিবরণ প্রতিশ্রূত মসীহের বিবরণের সাথে কত সুন্দর সাদৃশ্যাত্মক! এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিন যে, যদিও মসীহের পূর্বে অনেক নবীর আগমন হয়েছে কিন্তু এই বিষয়টি প্রকাশ করেন নি যে, ইলিয়াস দ্বারা (তাঁর অনুরূপ) অন্য কোন ব্যক্তিকে বুঝায়। মসীহের আগমন পর্যন্ত ইহুদীদের সকল

বিজ্ঞ ফিকাহবিদ এবং মৌলিবি সর্বসম্মতিক্রমে এই বিশ্বাস পোষণ করে এসেছে যে, ইলিয়াস নবীই পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, তাদের ইলহামগ্রাহ ব্যক্তিবর্গের ওপরও এই ইলহাম হয় নি যে, এরপ আকীদা সম্পূর্ণ ভুল। ঐশ্বী গ্রন্থের প্রকাশ্য শব্দগুলিও এই কথার প্রতি নির্দেশ করছে যে, ইলিয়াস নবী পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন; কিন্তু অবশ্যে হ্যরত মসীহুর ওপর আল্লাহ্ তাঁলার এ অনাবিক্ষ্ট গোপনীয় রহস্য প্রকাশ করে দিলেন যে, ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার আগমন করবেন না বরং তাঁর আগমন দ্বারা তাঁর গুণে গুণান্বিত অন্য ব্যক্তির আগমনকে বুঝায়, আর তিনি হলেন ইয়াহুইয়া। প্রকৃত বিষয় এই যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে অনেক অনেক রহস্য নিহিত থাকে যেগুলি নিজ নিজ সময়ে উদ্ঘাটিত হতে থাকে। সময় আসার পূর্বে বড় বড় বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গও সেগুলির প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনবহিত থাকেন। কেউ খুব সত্য কথাই বলেছেন- **وَهُرْ كِتَابٍ مَّا دَارَ وَهُرْ كِتَابٍ مَّا قَدِمَ** অর্থাৎ, প্রত্যেকটি কথা সময় মত এবং প্রত্যেকটি রহস্য যথাস্থানে প্রকাশিত ও উন্মোচিত হয়ে থাকে। এবং **وَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ تَرَكَ أَلْذَوْنُ لِلْأَخْرَيْنَ** অর্থাৎ, কত কত জ্ঞান পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য ছেড়ে গেছেন! তদ্রূপ একথা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সৈয়দ আহমদ সাহেব বা তাঁর কোন নেক শিষ্যের ওপর এই ইলহাম হয়েছে যে, আহমদ পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন, তাই তিনি হয়তো এটির এ অর্থ বুঝেছেন যে, এই সৈয়দ আহমদ সাহেবই কিছুকাল দুনিয়া হতে গোপন থেকে পুনরায় দুনিয়াতে চলে আসবেন। এরপ বহু ধোঁকার নমুনা অন্যান্য জাতির মধ্যেও পাওয়া যায়। সাধারণতঃ লোকেরা আল্লাহুর নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য করে না, তাই তারা সেই অর্থ যা আল্লাহুর চিরাচরিত নিয়ম-বিধান এবং সম্ভাব্য ধারণাচিত বটে, পরিত্যাগ করে অন্য কোন এক নির্বর্থক ও অস্তঃসারশূন্য অমূলক অর্থ গ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের অনেক মুওয়াহহেদ (তোহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত) ভাইও বড় উৎসাহ ও উদ্যমের সাথে সৈয়দ আহমদ সাহেবের পুনরাগমনের অপেক্ষা করছে। এটি প্রকৃতপক্ষে এই প্রকারেরই ধারণাসমূহের অঙ্গর্গত। হে সুধীমন্ডলী ! আগমনকারী আহমদ এসে গেছে। এখন তোমরাও উপলক্ষ্মি কর যে, সৈয়দ আহমদ এসে গেছে; কারণ মুঁমিনগণ আসলে **كَفْسٌ وَاحِدَةٌ** (একই আত্মাতুল্য) হয়ে থাকেন। কেউ কত সুন্দর কথা বলেছে-

انجیاء در اولیاء جلوه دهندر زمان آیند در رنگ دگر

(অর্থাৎ, নবীগণ আওলিয়াদের বেশেও বিকাশমান হন; প্রত্যেক যুগেই ভিন্ন ভিন্ন রঙে আগমন করে থাকে-অনুবাদক)

হায় আফসোস! লোকেরা এ বিষয়ে কত যে গাফেল হয়ে আছে, অথচ মৃত্যু প্রত্যেকটি মানুষের পিছু লেগেই আছে। উপলক্ষ্মি কর! কোন মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় আগমন করা অর্থাৎ বাস্তবিক সশরীরে আসা খোদা তাঁলা আদৌ ধার্য করেন নি। কোন পুণ্যবান ব্যক্তিকে দুঁটি মৃত্যু এবং দুঁটি ধারণ ত্যাগের যত্নগাদারা কখনও আয়াব দেয়া যেতে পারে না। মসীহ ইবনে মরিয়ম আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এ নির্থক এবং মারাত্মক ধারণার কারণে জগতে বড় বড় ভয়ানক ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টানদের কাছে মসীহকে খোদা বলে প্রমাণিত করার জন্য এ ধারণাটিই হলো ভিত্তিস্বরূপ। তাকে জীবিত রাখার বিশ্বাসের দরঘন ধীরে ধীরে তাদের এ বিশ্বাস জন্মালো যে, এখন পিতামহোদয় কিছু করেন না, সবকিছুই তার পুত্রস্নেহাস্পদকে, যে সদা জীবিত, সোপর্দ করে দিয়েছেন। মোট কথা মসীহের খোদা হওয়ার জন্য তাকে জীবিত রাখার বিশ্বাসটিই হলো খৃষ্টানদের প্রথম বুনিয়াদি দলীল যার সমর্থন আমাদের আলেমরা করছেন। কিন্তু সত্য কথা এটিই যে, তিনি নিশ্চিতরূপে মৃত্যুবরণ করেছেন। কুরআন করীম তার মৃত্যুর সেইসব স্পষ্ট শব্দসমূহ দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করেছে যেগুলি অপরাপর মৃতগণের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বুখারীতে রয়েছে যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ইবনে আবুস (রা.)-এর মত উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবী কুরআন শরীফের এই আয়াতে বর্ণিত ‘তাওয়াফফ’-র অর্থ ঈসার এরূপ মৃত্যুর অর্থই বর্ণনা করেছেন। তিবরানী এবং ইয়াম হাকিম হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা (আ.) এক শত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। সেই হাদীসেই আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর কথা আছে যে, ঈসার বয়সের অর্ধেক আমার বয়স হবে। এখন বিষয়টি স্পষ্ট পরিক্ষার যে, যদি ঈসা মৃত্যুবরণ না করে থাকেন তাহলে মানতে হয় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও এখন পর্যন্ত জীবিতই আছেন। এস্তে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যা আল্লাহর কালামের ওপর গভীর চিন্তা করলে উপলক্ষ্মি করা যায়, তা হলো এই যে, যখন মানুষ খোদা তাঁলার ইচ্ছাক্রমে হেদায়াত লাভ করে দিনের পর দিন ক্রমাগতভাবে হক এবং সত্যতার দিকে উন্নতি করতে থাকে, নিজ অস্তিত্ব ও আমিত্সসূচক

বিষয়কে পরিত্যাগ করে হীন কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলে, তখন তার আত্মগুদ্ধির ফলে সে এমন এক উচ্চস্তরে উপনীত হয় যে, সে সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির তিমিরাশি এবং হীন বাসনা-কামনা বাঁধন হতে নিষ্কৃতি লাভ করে দেহকে যা আসলে আত্মার আসনস্বরূপ, ভৌতিক ধূমজাল হতে মুক্ত করে স্বচ্ছ সলিল বিন্দুর ন্যায় হয়ে যায়, তখন সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে কেবল একটি খালি ও মুক্ত আত্মা-স্বরূপ হয় যা আত্মার প্রথম অবস্থাকে জ্ঞালিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার পর অবশিষ্ট থেকে যায়। এমতাবস্থায় সে প্রভুর পূর্ণ আনুগত্যের ক্ষেত্রে ফিরিশতাদের সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলে। তখন সেই স্থানে উপনীত হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে সে “রহস্যাহ” ও “কলেমাতুল্লাহ্” বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। এ অর্থ এক দিক দিয়ে এ হাদীস হতেও প্রতীয়মান হয় যা ইবনে মাজা ও হাকেম নিজেদের কিতাবগুলিতে বর্ণনা করেছেন যে، عَيْسَىٰ مُهَمَّدٰ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَكْبَرٌ অর্থাৎ, মাহ্মীর পূর্ণ মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই পৌছতে পারে যে পূর্বে ঈসার রূপ ধারণ করে থাকে, অর্থাৎ যখন মানুষ সবকিছু বর্জন করে আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমন পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করে যে, শুধু রূহ থেকে যায় তখন আল্লাহর দৃষ্টিতে সে রহস্যাহ বলে অভিহিত হয়। আকাশে তার নামকরণ করা হয় ঈসা। আর খোদা তা'লার হাত দ্বারা তাকে এক আধ্যাত্মিক নবজীবন দান করা হয়, যা কোন দৈহিক পিতা দ্বারা নয় বরং খোদা তা'লার আশিসের ছায়া তাকে সেই নব জীবন দান করে।

সুতরাং আল্লাহর উদ্দেশ্যে কারো দুনিয়ার মোহ বর্জন, আত্মগুদ্ধি ও আত্মনিবেদনের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গতা এতে নিহিত যে, জড়তার অন্ধকার হতে এমনভাবে নিষ্কৃতি ও মুক্তিলাভ করা যার ফলে তার কেবল রূহ অবশিষ্ট থেকে যায়। ঈসা হওয়ার মর্যাদাও ঠিক এই পর্যায়েরই ; যাকে আল্লাহ তা'লা চান তাকে পূর্ণরূপে দান করেন। আর দাজ্জালীয়তের পূর্ণ স্বরূপ হলো এই যে,

أَخْلَقَ إِلَيْهِ الرُّضْ (অর্থাৎ, সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়লো) (সুরা আল আ'রাফ : ১৭৭)-এর মধ্যে বর্ণিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী সে কুপ্রবৃত্তির নিম্ন বিষয়সমূহের প্রতি অধিক হতে অধিকতর ঝুঁকতে থাকে এমনকি গভীর অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়ে মুর্তিমান অন্ধকার হয়ে যায়। এভাবে সে স্বভাবতঃ অন্ধকারের বন্ধু হয়ে গেলো এবং আলোর শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। খৃষ্টিয় তত্ত্বের মোকাবেলায় দাজ্জালীয়তের তত্ত্ব বিদ্যমান থাকা একটি অপরিহার্য

বিষয়; কারণ বৈপরীত্য দ্বারাই বৈপরীত্যে পরিচিত হয়। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় হতে এই দুটি তত্ত্ব সমান্তরালভাবে আরম্ভ হয়েছে। হ্যুক্তি সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ইবনে সাইয়াদের নাম দাজ্জাল রেখেছেন এবং হ্যুক্ত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাল্লাহকে বলেছেন যে, তোমার মধ্যে ঈসার সাদৃশ্য পাওয়া যায়; সুতরাং ঈসা এবং দাজ্জালের বীজ ও মূলধারা সেই সময় হতেই আরম্ভ হয়েছে। এবং কালক্রমে ক্রমবর্ধমানরূপে যে পরিমাণেই দজ্জালীয়তের ফিতনার অঙ্গকার বৃদ্ধি পেতে থাকলো সেই পরিমাণেই খৃষ্টিয় মেজায় ও তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্বও তার মোকাবেলায় সৃষ্টি হতে থাকলো। এমনকি আখেরী জামানায় যখন চরম দুষ্টাচার ও পাপাচার এবং অধর্মের স্রোত বয়ে যেতে লাগলো, পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা প্রকটভাবে বিস্তার লাভ করলো এবং সেই সব গর্হিত মন্দ কর্ম যা পূর্বে এত ব্যাপক ও পর্যাঞ্চভাবে কখনও প্রকাশ পায় নি বরং শেষ জামানাতেই এই সব বিস্তার লাভ করবে বলে নবী করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাই দাজ্জালী ফিতনা পূর্ণরূপে খৃষ্টিয় মেজায় ও ধর্ম প্রকাশ পায়। স্মরণ রাখা উচিত, নবী করীম (সা.) শেষ জামানায় যে সকল গর্হিত মন্দ কর্ম বিস্তার লাভ করবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঐগুলির সমষ্টির নামই দজ্জালীয়ত; যেগুলোর তারসমূহ বা এরূপও বলা যেতে পারে যে, যার শাখা-প্রশাখা সহস্র সহস্র প্রকারের হবে বলে আঁ হ্যুক্ত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। যেমন ঐগুলির মধ্যে ঐসকল মৌলিক দজ্জালীয়তের বৃক্ষের শাখা বিশেষ, যারা গেঁড়ায়ি অবলম্বন করেছে এবং কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। তারা কুরআন করীম পাঠ করে অবশ্য কিন্তু তাদের গলার নিচে তা নামে না। মোট কথা, দাজ্জালীয়ত এ যুগে মাকড়সার ন্যায় অনেক জাল পেতে যাচ্ছে। কাফের তার কুফরী দ্বারা, অকপট তার অকপটতা দ্বারা, মদ্যপায়ী মদ্যপান দ্বারা এবং মৌলিক তার আমলবিহীন কথা এবং হীন ও কালো মনোবৃত্তি দ্বারা দাজ্জালীয়তের জাল বুনছে; এ সব জাল এখন কেউ কর্তন করতে পারবে না কেবল সেই অস্ত্র ছাড়া যা আসমান থেকে নেমেছে। এবং এ অস্ত্রকে কেউ চালাতে পারবে না কেবল সেই ঈসা ছাড়া যে আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। শুনে রেখো যে, ঈসা অবতীর্ণ হয়ে গেছে- **وَكَانَ عَدَالِلَهُ مَفْعُولًا**  
(অর্থাৎ, আল্লাহর অঙ্গকার পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল যা পূর্ণ হয়েছে-  
অনুবাদক)

এখন আমরা নিম্নে সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী লিখছি যেগুলি লেখার ওয়াদা ছিল; কিন্তু অগ্র যুগ হিসেবে আমরা সমীচীন মনে করি যে, প্রথমে নেয়ামতউল্লাহ্ ওলীর ভবিষ্যদ্বাণী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসহ উল্লেখ করা হোক; অতঃপর মিএও গোলাব শাহুর ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে মিএও করীম বখশ্ লিখেছে তার উল্লেখ করা হোক **تُو! مَلِك!** (সকল শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহর কাছে)।

প্রকাশ থাকে যে, নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত আওলিয়ায়ে কামেলীনদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ওলীউল্লাহ্। তার দেয়ানে উল্লিখিত উদ্ধৃতি অনুযায়ী তার জামানা পাঁচশত ষাট ৫৬০ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। তার যে গ্রন্থটির মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে তার মুদ্রণ সনও ২৬ মুহাররামুল হারাম ১৮৬৮ খঃ (মুদ্রণকারীর ভুল হয়েছে, ১২৬৮ খঃ: পড়া উচিত-শামস)। এই হিসেবে কবিতার ছন্দগুলি মুদ্রিত হওয়াতেও একচল্লিশ বছর অতীত হয়ে গেছে। এই ছন্দগুলি “আরবায়ীন ফী আহওয়ালিল মাহদিয়ীন” গ্রন্থের সঙ্গে শামিল করার উদ্দেশ্য এটিই যেন কোনোরূপে সৈয়দ আহমদ সাহেবকে অন্যান্য মাহ্দীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে একজন মাহ্দী বলে প্রতিয়মান করা যায়। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীসে যেখানে মাহ্দীর নামে কোন একজন আগমনকারী সম্পর্কে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে তাকে বুঝানোর ব্যাপারে লোকেরা অনেক ধোঁকা খেয়েছে। এই ভুলবুঝাবুঝির কারণে সাধারণভাবে এটাই মনে করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মাহ্দীর শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ বিন আবুল্লাহ বুঝানো হয়েছে যার সম্বন্ধে কতিপয় হাদীসে পাওয়া যায়, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, আঁ হ্যারত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অনেকজন মাহ্দীর সম্পর্কে খবর দিয়েছেন; সেই সব মাহ্দীর মধ্যে ঐ মাহ্দীও রয়েছেন যার নাম হাদীসে “সুলতানে মাশরেক” (পূর্ব দেশের সম্রাট) রাখা হয়েছে যার আগমন পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ হিন্দুস্তান ইত্যাদিতে হবে। এবং তাঁর আসল দেশ অবশ্যই পারস্যদেশে হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তারই প্রসঙ্গে এই হাদীস ব্যক্ত হয়েছে যে, ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যায় তথাপি সে পুরুষটি সেখান থেকে তা নিয়ে আসবে, আর তার চিহ্ন এটিও লেখা আছে যে, সে একজন বড় কৃষক হবে। মোট কথা, এ কথাটি প্রমাণিত ও নিশ্চিত যে, সিহাহ্ সিভায় (ছয়টি শুন্দ হাদীসের গন্তে) কতিপয় মাহ্দীর

উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন তিনিও যার আগমন পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে লেখা আছে, কিন্তু কিছু লোক রেওয়ায়াতের সংমিশ্রণের কারণে ধোঁকা খেয়েছে। তবে গভীর মনোযোগ আকর্ষণকারী বিষয় এই যে, স্বয়ং আঁ হয়েত সালাল্লাহু আলায়াহে ওয়া সালাম একজন মাহ্নীর আগমনের সেই জামানাই ধার্য করেছেন, যে জামানায় আমরা আছি। এবং তিনি তাকেই চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হিন্দুস্তানে একজন আয়ীমুশুশান- অতীব মর্যাদাশীল মুজাদিদ জন্মগ্রহণ করবে কিন্তু এরপ বলা জবরদস্তি বৈ কিছু নয় যে, সৈয়দ আহমদ সাহেবের ওপর এটি প্রযোজ্য হয়; কারণ যেভাবে পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সৈয়দ সাহেব চতুর্দশ শতাব্দী পান নি। এখন নেয়ামতউল্লাহু ওলীর কতিপয় পংক্তি যা মাহ্নী সম্পর্কে বলেছেন ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

## পংক্তিসমূহ

قدرت کردگار مے پنیم حالت روزگار مے پنیم  
از نجوم این سخن نے گویم بلکہ از کردگار مے پنیم

১। অর্থাৎ, যা কিছু আমি এই ছন্দগুলিতে লিখিবো তা কোন জ্যোতির্বিদ্যার ওপর ভিত্তিমূলক খবর লিখিবো না বরং ইলহামের মাধ্যমে খোদা তাঁলার তরফ থেকে আমাকে অবহিত করা হয়েছে।

غین وزال چوں گذشت از سال بُوا جب کاروبار مے پنیم

২। অর্থাৎ, বার শত বছর অতীত হওয়ার পরপরই আশ্চর্য রকমের কাজ আমি লক্ষ্য করছি; এর মর্ম এই যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দুনিয়াতে এক নতুন বিপ্লব সৃষ্টি হবে এবং বিস্ময়কর ঘটনাবলী সংঘটিত হবে এবং হিজরতের বার শত বছর অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্যজনক বিষয়াবলী প্রকাশ পেতে আরম্ভ করবে।

گر در آئینہِ ضمیر جهان گرد و زنگ و غبار می پنیم

৩। অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জগৎ হতে সদাচরণ ও খোদা-ভীতি উঠে যাবে, ফিতনা ও গোলযোগের ধূলিকলা উড়বে, পাপসমূহের মরিচা উভরোক্তর

বৃদ্ধি পাবে, হিংসা-বিদ্বেষের ধূলিরাশি যথাতথা ছড়িয়ে পড়বে, পরম্পর শক্রতা শিকড় গজিয়ে বসবে, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা সমাজকে কল্যাণিত করবে, পরম্পর সম্প্রীতি ও সহানুভূতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এইসব অবস্থা দেখে নিরাশ ও মর্মাহত হয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

### ظلم ظالمان دیار بید و بے شمار مے یہم

৪। অর্থাৎ দেশে দেশে নির্যাতনকারীদের সীমাতীত নির্যাতনের অঙ্ককারণাণি জগতকে আচ্ছান্ন করে ফেলবে। রাজা প্রজাদের ওপর, এক সন্ত্রাট অন্য সন্ত্রাটের ওপর, এক শরীক অন্য শরীকের ওপর নির্যাতন করবে এবং এমন লোকের অভাব দেখা দিবে যারা ন্যায়নিষ্ঠ হবে।

### جنگ و آشوب و فتنہ و بیدار در میان و کنار مے یہم

৫। অর্থাৎ উপমহাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে এবং প্রান্তে প্রান্তে ভীষণ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নির্যাতন হবে।

### بندہ را خواجہ وش ہی یا بم خواجہ را بندہ واری یہم

৬। অর্থাৎ এমন বিপ্লব সংঘটিত হবে যে, সম্মানিত ব্যক্তি দাসে পরিনত এবং দাস সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হতে দেখছি অর্থাৎ ফকির ধনী এবং ধনী ফকির হয়ে যাবে।

### سلکہ نوزند بر رخ زر در همش کم عیار مے یہم

৭। অর্থাৎ উপমহাদেশ ভারতবর্ষেও পূর্বকালীন সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন মুদ্রার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে স্বর্ণ কম থাকবে।

### بعض اشجار بستان جہان بے بہار و شمار می یہم

৮। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং বাগানে ফল-ফলাদি কম ধরবে।

### غم مخور زانکه من در یں تشویش خرمی وصل یار مے یہم

৯। অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষা ও বিপর্যয়ের যুগে যা ত্রয়োদশ শতাব্দীর যুগ, তুমি মর্মাহত হয়ো না; কারণ আমি লক্ষ্য করছি যে, বন্ধুর সাক্ষাতের আনন্দও এই সব ফিতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে

যে, যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর এসব ফিল্মা ও বিপর্যয় চরমে পোঁছে যাবে তখন শতাব্দীর শেষ লগ্নে বন্ধুর সাক্ষাতের আনন্দ প্রকাশ পাবে অর্থাৎ খোদা তাঁলা রহমতের সাথে মনোযোগ নিবিষ্ট করবেন।

چوں زمستان بے چن گذشت سمش خوش بہار مے پینم

১০। যখন বসন্তবিহীন শীতকাল অর্থাৎ অরোদশ শতাব্দীর হেমন্তকাল অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন চতুর্দশ শতাব্দীর বসন্তের সূর্য উদয় হবে-যুগের মজান্দিদ আগমন করবে।

دور اور چوں شود تمام بکام پرسش یادگار مے پہنچ

১১। যখন তার যুগ অতি সফলতার সাথে অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তার আদর্শ ও মর্যাদাবান বিশিষ্ট পুত্র তার স্মৃতিস্মরণ থাকবে; অর্থাৎ অবধারিত হয়ে গেল যে, খোদা তাঁলা তাকে এক সৎ এবং পবিত্র পুত্র দান করবেন, যে-কিনা তারই নমুনা ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার গুণে গুণান্বিত হবে এবং তার পরে তার স্মৃতি থাকবে। এ তত্ত্বটি এ অধমের ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে যা এক বিশেষ পুত্র লাভ সম্পর্কে করা হয়েছে।

بندگانِ جناب حضرتِ او سر بستاج دار مے پیغم

୧୨ । ଏଟିଓ ଅବଧାରିତ କରା ହେଯେଛେ ଯେ, ଅବଶ୍ୟେ ଧନୀ-ବିତ୍ତଶାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ମାଟଗଣ ତାର ଓପର ବିଶେଷ ଈମାନ ଆନନ୍ଦନକାରୀଦେର ଅର୍ଥଗ୍ରହ ହେଯେ ଯାବେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରା ଅନେକେର ପାର୍ଥିବ ସମ୍ମାନ ଓ ଯଶ ଲାଭେର ଏବଂ ସିଂହାସନେର ଅଧିକାରୀ ହୃଦୟାର କାରଣ ହବେ । ଏ ବିଷୟଟି ଐ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀର ପ୍ରତି ଇଞ୍ଜିତ ବହନ କରଛେ ଯା ଖୋଦା ତା'ଳା କର୍ତ୍ତକ ଏ ଅଧିମ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଯେଛେ; କାରଣ ଖୋଦା ତା'ଳା ଏ ଅଧିମକେ ସମ୍ବେଧନ କରେ ବଲେହେନ ଯେ, ଆମି ତୋମାକେ ଏତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭୂଷିତ କରିବୋ ଯେ ସମ୍ମାଟଗଣ ତୋମାର କାପଡ଼ ହତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ତେଷ୍ଟଣ କରିବେ । ଅନ୍ୟ ଏକ ହାନେ ଇରଶାଦ କରେଛେନ ଯେ, ତୋମାର ବନ୍ଧୁଦେର ଓ ତୋମାର ପ୍ରତି ଭାଲବାସା ଓ ପ୍ରୀତି ନିବେଦନକାରୀଦେର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁତ୍ଥରାଜି ପ୍ରଦାନ କରା ହେବେ ।

گلشن شرع را ہمی بویم گل دیں را بپار مے پنجم

১৩। অর্থাৎ তার দ্বারা শরীয়ত নবজীবন লাভ করবে এবং এর শাখা চতুর্দিকে

বিস্তার লাভ করবে। এটি এই ইলহাম অনুযায়ী যা বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যার অনুবাদ এসপ, প্রত্যেক ধর্মের ওপর ইসলামকে এ অধম দ্বারা বিজয় ও জয়জুড় করা হবে। এটি ছাড়া বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৯১ পৃষ্ঠায় এই ইলহাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাকে পরিত্যাগ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করা হবে।

تاتا چھل سال ای برادرِ من دور آن شہسوار می پینم

১৪। অর্থাৎ যে দিন তিনি ইমাম হওয়ার ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন সে দিন থেকে তিনি চালিশ বছর দুনিয়ার বুকে জীবিত থাকবেন। এস্তে প্রকাশ থাকে যে, এই অধম চালিশ বছর বয়সে দাওয়াতে হক অর্থাৎ সত্যের দিকে আহ্বান জানাবার জন্য বিশেষ ইলহাম দ্বারা আদিষ্ট হয়েছে এবং শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আশি বছর পর্যন্ত দাওয়াত প্রমাণিত হয়েছে যার মধ্য হতে পূর্ণ দশ বছর অতিবাহিতও হয়ে গেছে; বারাহীনে আমহদীয়া ২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। **وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** যদিও এখন পর্যন্ত হয়রত নূহ আলায়হেস সালাম-এর ন্যায় দাওয়াতে হক এবং চিহ্নবলী প্রকাশিত হয় নি কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, সবগুলি কথা সময়মত অবশ্যই পূর্ণ হবে।

عاصیان از امام معصوم خجل و شرمسار می بینم

১৫। এ ছন্দে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ইমামের, যিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হবেন, তার বিরুদ্ধবাদী এবং অমান্যকারীও হবে, যাদের ভাগ্যে লজ্জা ও শরমই জুটবে, এমনটিই অবধারিত হয়েছে। এর প্রতিটি এই ইলহামে ইঙ্গিত রয়েছে যা “ফয়সালা আসমানী” পুস্তকে ছেপেছে, এটি এই যে, মুসলিম দুই ক্ষেত্রে একই উৎসুকি মতো কৃত হোন মিল করিয়ে গুরুভাবে আমি দুই বিবদমান পক্ষের সূক্ষ্ম ফয়সালাকারী পরম বিজয়দানকারী, তোমাকে বিজয় দান করবো, একটি আশ্চর্যজনক সাহায্য তুমি দেখবে, তারা সিজদাগাহসমূহে নিপত্তি হবে) অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীগণই এই বলতে বলতে সিজদাগাহে পড়ে যাবে যে, হে খোদা! আমাদেরকে ক্ষমা কর, কারণ আমরা ভুল করেছি।

پید بیضا که با او تابنده باز با ذوالفقار می بینم

১৬। অর্থাৎ তার সেই উজ্জ্বল হাত যা সকল দলীল প্রমাণের দিক দিয়ে

তরবারীর ন্যায় চমকাচ্ছে, অতঃপর আমি তাকে যুলফিকারের সাথে দেখছি, অর্থাৎ এক যুগ যুলফিকারের তো অতীত হয়ে গেল যখন যুলফিকার (তরবারী) আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাভুর (আল্লাহ তার চেহারাকে উজ্জল ও সমানী করুন- অনুবাদক) হাতে ছিল, কিন্তু খোদা তাঁলা আবার এই যুলফিকার এ ইমামকে প্রদান করবেন, এরপে যে, তার উজ্জল হাত এমন কাজ করবে যা পূর্বে যুলফিকার করতো। সুতরাং সে হাত এমন হবে যেন সে যুলফিকার আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাভুর পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি এই কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, সেই ইমাম সুলতানুল কলম হবে এবং তার কলম যুলফিকারের কাজ করবে। এই ভবিষ্যত্বাণী হৃষ্ট এই অধমের সেই ইলহামের অনুবাদ যা এখন হতে দশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় ছাপানো হয়েছে, আর সেটা হলো এই, “কিতাবুল ওলী যুলফিকার আলী” অর্থাৎ এই ওলীর পুস্তকটি আসলে যুলফিকার আলীর। এটি এ অধমের প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। এ কারণেই বারংবার মুকাশেফাতের মধ্যে এই অধমের নাম ‘গায়ী’ রাখা হয়েছে; যেমন বারাহীনে আহমদীয়ার বিভিন্ন স্থানে এটির প্রতিটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

غازی دوست دار دشمن کش ہدم و یارِ غار مے پیغم

୧୭ । ସେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ତରଫ ହତେ ଏକଜନ ଗାୟୀ; ବନ୍ଧୁଗଣକେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଦେର ବିନାଶକାରୀ ।

صورت و سیرش چو پنځبر علم و علمش شعار مې پنځم

১৮। অর্থাৎ তার অন্তর্জগত নবীর ন্যায় হবে এবং নবুওয়তের মর্যাদা তার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান থাকবে। তার রীতি হবে জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা। এর মর্ম এই যে, নবী করীম সাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করার ফলে তাঁরই রূপস্মরূপ এবং জীবনচরিত তার মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। এটি সেই ইলহাম অনুযায়ী যা এই অধম সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়াতে ছাপা হয়েছে, আর সেটা হলো এই، **حرى الله في حل الانبياء** অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত পালোয়ান নবীদের পোষাকে।

زینتِ شرع و رونق اسلام مکمل و استوار مے پنجم

১৯। অর্থাৎ তার আগমনের ফলে শরীয়ত সৌন্দর্য ধারণ করবে এবং ইসলাম

দীপ্তিমান ও শোভনীয় প্রতীয়মান হবে। মুহাম্মদী শক্তিশালী ধর্ম মজবুত ও বুনিয়াদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এটি সেই ইলহামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা এই অধম সম্পর্কে আজ হতে দশ বছর পূর্বে বারাহীনে ছেপেছে, আর তা হলো এই,

**بِحَرَامِ كَهْ وَقْتٍ لَّوْ نَزَدَ يَكْ رَسِيدٍ وَّلَيْلَةً مُّحَمَّدٌ يَا بِرْ مَنَارِ بَلَندِ تَرْكَمَمِ افْتَادَ**

(অর্থাৎ তুমি গৌরবের সাথে চল, কারণ তোমার আনন্দের দিন নিকটবর্তী হয়ে গেছে, তোমারই কারণে মুহাম্মদের উম্মতের পা অতি উচ্চ ও মজবুত মিনারের ওপর সংস্থাপিত হয়েছে-অনুবাদক)

তার সঙ্গে এই ইলহামও রয়েছে,

**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينَ الرَّحْمَنِ كَلِمَهُ**

(তিনিই সেই খোদা যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন এই দ্বীনকে তিনি সকল দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত ও প্রধান প্রতীয়মান করেন-অনুবাদক)

বারাহীনে আহমদীয়ার ২৩৯ পঞ্চায় টীকা দ্রষ্টব্য।

**اَحَمْ وَ دَالْ مَعْنَى خَوَافِمِ نَامَ آنَ نَادِرَ مَعْنَى بِّيمْ**

২০। অর্থাৎ, কাশকে (দিব্যদর্শনে) আমি দেখতে পেলাম যে, সেই ইমামের নাম আহমদ হবে।

**دِينِ وَ دِنِيَا اِزْو شُودِ مَعْمُورِ خَلْقِ زِوْ بَخْتِيَارِ مَعْنَى بِّيمْ**

২১। অর্থাৎ তার আগমনের ফলে ইসলামের দিন পালটে যাবে, দ্বীনের উন্নতি সাধন হবে আর দুনিয়ারও উন্নতি হবে। এটি এই কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, যে সকল লোক মন-প্রাণ দিয়ে সর্বান্তকরণে তার সঙ্গী হবে, খোদা তাঁলা তাদের গুণাত্মক করবেন, দ্বীনে মজবুতি দান করবেন, তারাই ইসলামের পার্থিব উন্নতির রক্ষক বলে পরিগণিত হবে, তাই খোদা তাদেরকে উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশে ভূষিত করবেন। তাদের ওপর ও তাদের সন্তান-সন্তির ওপর আশীর ধারা বর্ষিত করবেন, এমনকি তারা পরম সৌভাগ্যশালী জাতিতে পরিণত হবে। এই সম্পর্কেই বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ইলহাম উল্লিখিত

(অর্থাৎ আমি হয়েছে, و جاعلَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تُؤْمِنُونَ অনুসারীদেরকে কাফেরদের ওপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করবো-অনুবাদক)

আর এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তার আগমনের ফলে ইসলামের ধর্মীয় ও পর্থিব অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হবে, তার প্রকৃত উৎকর্ষই এটিই যে, যে ব্যক্তি খোদা তাঁলার তরফ হতে আগমন করে সে অবশ্যই ইসলামের জন্য রহমত বয়ে আনে, সে এটির জন্য আপাদমস্তক রহমতই রহমত হয়ে আগমন করে এবং তারই সাথে তৃতীত বা বিলম্বে ঐশী অনুগ্রহ নাযেল হয়ে থাকে। কিন্তু প্রারম্ভে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও সর্তর্কবাণী নেমে থাকে। কাশফ দর্শকগণ পরিণামের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন, প্রারম্ভিক বিষয়াবলী নয়।

### بادشاہ تمام ہفت اقیم شاہ عالی تبار می یعنی

২২। অর্থাৎ আমাকে কাশফের দৃশ্যে দেখানো হয়েছে যে, সে একজন সম্মানী ও সম্মান্ত রাজ বংশ হতে বিশ্ব সম্রাট হবে। এটি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করছে যা “ইয়ালায়ে আওহাম” পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে, তা এই,

**حُكْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ لِخَلِيفَةِ اللَّهِ السُّلْطَانِ سَيِّئَتِي لِهِ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ**

এটি এই অধম সম্পর্কেই ইলহাম, যার অর্থ এই যে পরম দয়াময় অ্যাচিত দানপতি আল্লাহ কর্তৃক সুবিচারক আল্লাহর খলীফা সম্রাট, যাকে এক বিরাট দেশ প্রদান করা হবে, যার জন্য দুনিয়ার ধনভান্ডার উন্নুক্ত করা হবে। এই সাম্রাজ্য দ্বারা পার্থিব ও বাহ্যিক সাম্রাজ্য বুঝায় না পরন্তু আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য বুঝায়। [টিকা : হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কেও পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, সে সম্রাট হবে, তার সঙ্গে সৈন্যদল থাকবে কিন্তু অবশ্যে মসীহ গরীব ও মিসকিনদের বেশে আবির্ভূত হলো; ফলে ইহুদীরা তার মধ্যে পার্থিব জাঁকজমকের কোন চিহ্ন না থাকার কারণে তাকে অস্বীকার করলো।]

### مہدیؑ وقت و عیسیؑ دوران ہر دو را شہسوار می یعنی

২৩। অর্থাৎ, সে ইমাম মাহদীও হবে এবং ঈসাও, দুই গুণেই গুণান্বিত হবে এবং এই দুই গুণেই আত্মপ্রকাশ করবে। এই শেষ ছন্দটি আশ্চর্য ব্যাখ্যা বহন করছে যা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সেই ইমাম খোদা তাঁলার তরফ

নিম্নানে আমরানী (হস্তী নিদর্শনাবলী)

থেকে আদিষ্ঠ হবে এবং ঈসা হওয়ারও দাবী করবে। আর অত্যন্ত স্পষ্ট যে, গত তেরশ' বছর হতে আজ পর্যন্ত এই অধম ছাড়া কেউই এই দাবী করে নি যে, আমি প্রতিশ্রুত ঈসা।

এই হলো কতগুলি ছন্দ যা আমরা নেয়ামতউল্লাহ্ ওলীর সুদীর্ঘ কাসীদা হতে সংক্ষেপ করে উল্লেখ করলাম। প্রত্যেকেই যেন নিজ তৃষ্ণি পূরণের জন্য মূল ভাষার কাসীদা দেখে নেন।

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ أَتَىَ الْهُدَىٰ

(ওয়াস্সালাম আলা মানিত্বাবিয়াল হুদা)

আমাদের সাইয়েদ ও মুকতাদা- (আমাদের প্রভু ও অনুসৃত)  
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের

## ভবিষ্যদ্বাণী

জেনে রাখা উচিত যে, যদিও সাধারণভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি সত্য ও শুন্দ বলে প্রতিয়মান হয়েছে যে, খোদা তাঁলা এই উম্মতের সংশোধন, সংক্ষরণ ও নবজাগরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এমন মুজাদিদ (সংশোধনকারী, সংক্ষারক ও নবজাগরণকারী) আবির্ভূত করতে থাকবেন যিনি দ্বিনে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে থাকবেন: কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর জন্য অর্থাৎ এই সুসংবাদ সম্পর্কে যে, একজন আয়ীমুশ্শান অতীব মর্যাদাশীল মাহ্নী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হবেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মুখ্যনিঃস্ত এত বিপুল পরিমাণ নির্দর্শন পাওয়া যায় যে, এগুলোকে কোন সত্যাবেষী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। তবে এর সঙ্গে এমনটিও লেখা আছে যে, যখন তিনি আবির্ভূত হবেন তখন আলেমগণ তাঁর সম্পর্কে কুফরী ফতওয়া দিবে এমনকি তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়ে পড়বে। যেমন মৌলবী সিদ্দীক হাসান সাহেবও হেজাজুল কেরামার ৩৬৩ এবং ৩৮২ পৃষ্ঠায় এ কথা স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, তার যুগের আলেমগণ যারা ফিকাহবিদ ও পীরদের অন্ধ অনুসরণ করায় অভ্যন্ত হবে, সেই ইমাম মাহ্নীর শিক্ষা শুনে বলবে, সে তো দ্বিনে ইসলামের মূলোৎপাটন করছে; এভাবে তার বিরুদ্ধচারণের জন্য উঠে পড়ে লাগবে এবং তারা তাদের গোঁড়ামির ওপর বদ্ধপরিকর হয়ে পুরাতন অভ্যাসানুযায়ী তাকে কাফের ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যা দিবে। অর্থাৎ কাফের, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী ইত্যাদি তার নাম রাখবে: কিন্তু তরবারীর আতঙ্ককে ভয় করবে। মৌলবীগণ অপেক্ষা বড় শক্তি তার আর কেউ হবে না; কারণ তাঁর আগমনের ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রাধান্য ও ক্ষমতায় হ্রাস সৃষ্টি হবে। যদি তরবারী না হতো তাহলে তার বিরুদ্ধে হত্যা করার ফতওয়া দিয়ে দিত। যদি তারা তাকে গ্রহণও করে তবু অন্তরে তার জন্য হিংসা-বিদ্রে রাখবে। সাধরণ লোক যতটুকু তার অনুসরণ করবে বিশেষ লোক ততটুকু করবে না। আরেক (আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিসম্পর্ক পুণ্যবান লোক, যার আল্লাহ'র মহিমা ও প্রতাপের উজ্জল নির্দর্শনাবলী প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্যকারী ও দিব্য-দর্শন লাভকারী, তাঁরা বয়আত করে তাঁর

জমাতের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। এই বিবরণে সিদ্ধীক হাসান সাহেব তরবারীর উল্টা অর্থ বুঝেছেন। প্রকৃত অর্থ এই যে, যদি ক্ষমতাবান সরকারের তরবারীর ভয় না থাকতো তাহলে তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। তরবারীকে মাহ্নীর দিকে আরোপ করা অবশ্য হাদীসের মর্মের পরিপন্থী ও হস্তক্ষেপের নামান্তর। যদি মাহ্নীর হাতে তরবারী থাকতো তাহলে এই সকল কাপুরূষ আলেম দুনিয়ার মুর্দা ভক্ষণকারীগণ তাকে কিভাবে মাল্টেন, কাফের এবং দাজ্জাল বলতে পারতো? কাফেরদের তো তারা শত শত বার খোশামোদ করে নিজেদের ধর্ম বিনষ্ট করতে পারে তাহলে এই অপদার্থ শ্রেণী তরবারীর চমক দেখে একজন মুঁমিনকে কিভাবে কাফের ও দাজ্জাল বলে দিতে পারে? এস্তে সিদ্ধীক হাসান সাহেব নিজ থেকে অতিরিক্ত এক লেজুড় লাগিয়ে দিলেন যে, সেই প্রতিশ্রূত ইমামের অস্তীকারকারী ও কুফরী ফতওয়া প্রদানকারীরা হবে হানাফী সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি, যারা হবে মুকাল্লিদীন (অন্ধানুসরণকারীগণ- অনুবাদক) তাদের মধ্যে হবে না। অথচ এইসব মুওয়াহহেদীনই হচ্ছে আওয়ালুল মুকাফ্ফিরীন (প্রথম সারির কুফরী ফতওয়া প্রদানকারীগণ-অনুবাদক) আর মুকাল্লিদীন হচ্ছে তাদের অনুসরণকারী। সিদ্ধীক হাসান সাহেবের এটা একটা মারাত্তক ভ্রম যে, সেই প্রতিশ্রূত ইমাম দ্বারা তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ মাহ্নী বুঝেছেন; কারণ তাদের কথা অনুযায়ী তিনি হচ্ছেন খুনী মাহ্নী যিনি তরবারী, বল্লম ব্যবহার করেন। তা ছাড়া এসব আলেমের কথা অনুযায়ী তাদের জন্য আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে এবং বড় বড় অলৌকিক বিষয় তার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে এবং হ্যরত মসীহ আকাশ থেকে নেমে তার অনুসারীগণ ও তার বয়আত প্রহংকারীদের মধ্যে দাখিল হবেন এবং কাফেরদের শাস্তির জন্য তাদের কাছে তরবারী থাকবে। আর মৌলবীগণের, তারা মুওয়াহহেদই হোন বা মুকাল্লিদ, কী দুঃসাধ্য যে, তারা তাকে ভ্রান্ত, বেঙ্গমান, কাফের ও দাজ্জাল বলতে পারেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী তো হলো এই গরীব মাহ্নীর জন্য যার সাম্রাজ্য এই দুনিয়ার মানুষ হত্যা করবে সে স্তলে মৌলবীগণ তাকে কাফের দাজ্জাল ও বেঙ্গমান বলার পর এবং তার সম্পর্কে কুফরী ফতওয়া লিখে দেয়ার পর, কী করে তার হাত থেকে রক্ষা পাবে! আরো চিন্তার বিষয় যে, এই মৌলবীদের সেই দুঃসাহস কোথায় যে, একজন পরাক্রমশালী বাদশাহকে যার তরবারী হতে রাস্ত বারবে, কাফের আর দাজ্জাল বলবে এবং তার সম্পর্কে কুফরী ফতওয়া লিখে দিবে?

প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হাদীসগুলিতে অনেক প্রকারের মাহদীর দিকে ইঙ্গিত আছে, আর মৌলবীরা সকল হাদীসকে এই স্থলে সংমিশ্রিত করে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছে। রেওয়ায়াতের পরম্পর সাদৃশ্যও অনুরূপ হওয়ার কারণে, তদুপরি গভীর চিন্তার অভাবের ফলে তাদের কাছে বিষয়টি সংশয়াত্ত্বক হয়ে গেছে, নচেৎ চতুর্দশ শতাব্দীর মাহদীর বিষয়টি, যার নাম সুলতানুল মাশারিকও রয়েছে, বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষণাবলী উল্লেখের মাধ্যমে হাদীসসমূহে ব্যক্ত হয়েছে যার জিহাদ হবে আধ্যাত্মিক জিহাদ। যেহেতু দাজ্জালীয়ত চরমভাবে বিস্তার লাভ করবে সেহেতু তিনিই ঈসার গুণে গুণান্বিত হয়ে আবির্ভূত হবেন। হেজাজুল কেরামার ৩৮৭ পঢ়ায় লেখা হয়েছে যে, হাফেয় ইবনুল কাহিরেম তার “মিনার” পুস্তকে বলেছেন যে, মাহদীর সমস্কে চারটি উদ্ধৃতি আছে, তার মধ্যে একটি হলো এই যে, মাহদী মসীহ ইবনে মরিয়ম। আমি আরজ করছি যে, যখন পূর্ণ এবং অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণীত যে, প্রকৃত মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম মারা গেছেন এবং প্রতিশ্রূত মসীহ হলেন তার প্রতিচ্ছায়ারূপে, তার নমুনাস্বরূপ, যিনি দাজ্জালীয়ত চরমভাবে বিস্তার লাভ করার উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি তার যুগের মাহদীও এবং ঈসাও কারণ যেহেতু প্রত্যেক পুণ্যবান হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মাহদী বলা যেতে পারে তাহলে ঐ ব্যক্তি যে পূর্ণ পবিত্রতার বরকতে কামিল রূহের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে ঈসা এবং ঈসাও কারণ যেহেতু পুণ্যবান হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মাহদী বলা যেতে পারে না? আমি অত্যধিক আশ্চর্যস্বিত যে, আমাদের উলামা ‘ঈসা’ শব্দটি দ্বারা কেন বিরুদ্ধ হন? ঈসা নামে বহু কিতাবের মধ্যে তো এমন অনেক জিনিষের নামও ঈসা রাখা হয়েছে যেগুলি ঘৃণিত ও গর্হিত; যেমন ‘বুরহানে কাতে’র মধ্যে আরবী বর্ণ ‘‘ই’ প্রসঙ্গে লেখা আছে যে, আঙুরী মদকে রূপকভাবে ঈসা দাহ্কান বলা হয়, যা দ্বারা মদ প্রস্তুত করা হয়; আঙুরী মদকে ঈসা নোমাইয়াও বলা হয়।

দুঃখজনক বিষয় এই যে, মৌলবীরা মদের নাম তো ঈসা রাখতে পারেন এবং পুস্তক-পুস্তিকায় নির্ভীকভাবে তার উল্লেখ করতে পারেন এবং একটি অপবিত্র জিনিষকে একটি পবিত্র জিনিষের সঙ্গে নামের ক্ষেত্রে সংযুক্ত করাকে বৈধ করতে পারেন কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাল্লা শান্ত নিজ মহিমায় আশীর্ষ ও অনুগ্রহ দ্বারা বর্তমান দাজ্জালীয়তের মোকাবেলায় ঈসার নামে অভিহিত করেন তাহলে সেই ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে কাফের।

(মিএঢ়া গোলাব শাহ্ মজয়ব-এর ভবিষ্যদ্বাণী যা মিএঢ়া করীম বখশ্ কসম খেয়ে  
বলেছে তা এখানে লিপিবদ্ধ হচ্ছে)

আল্লাহ্ তাঁ'লার সহানুভূতি পাবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের অবগতির জন্য  
করীম বখশ্ জামালপুরীর পক্ষ হতে একটি সত্যসাক্ষ্য উল্লেখ করা হলো :

মুসলমান ভাইদের নিকট স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, আমি শুধু আমার ভাইদের  
প্রতি হিতকামনা ও সহানুভূতির উদ্দেশ্যে আমার সত্য সাক্ষ্যকে, যার উল্লেখ  
ইতোপূর্বে ইয়ালায়ে আওহামের ৭০৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম, সম্পূর্ণ  
বিস্তারিত বিবরণ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী সম্পর্কে পুনরায়  
প্রকাশ করতে চাই যেন সকল লোককে আমার পক্ষ হতে বিশেষভাবে অবগত  
করা যেতে পারে এবং যেন আমার সাক্ষ্য প্রকাশের দায়িত্ব হতে আমি মুক্ত  
হতে পারি। আমি এই সাক্ষ্যকে ব্যক্ত করার পূর্বে আল্লাহ্ জাল্লা শান্তুর কসম  
খেয়ে বলছি যে, আমার এই সাক্ষ্য ব্যক্ত করার ব্যাপারে, যা নিম্নে ব্যক্ত করতে  
যাচ্ছি, আমার পক্ষ হতে মিথ্যা-বানোয়াট হয়ে থাকে অথবা আমি কিছু বেশী  
করে থাকি তাহলে খোদা তাঁ'লা যেন এ দুনিয়াতেই আমার ওপর আয়াব  
নায়িল করেন। আমি ভালভাবে বুঝি যে, যদি আমি ঘটনার বিপরীত কিছু ব্যক্ত  
করি এবং নিজে কথা বানিয়ে খোদা তাঁ'লার প্রতি আরোপ করি তাহলে  
জাহান্নামে বড় অপরাধীদের মধ্যে দাখিল করা হবে এবং খোদা তাঁ'লার ক্রোধ  
ও তাঁ'র অভিশাপ এ দুনিয়াতেও এবং পরকালেও আমার ওপর নিপতিত হবে।  
আমি এই সাক্ষ্যকে যা এখনই ব্যক্ত করবো, অনেক সাবধানতার সাথে স্বত্তে  
স্মরণ রেখেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি নই বরং খোদা তাঁ'লা আমাকে স্মরণ রাখতে  
সাহায্য করেছেন যেন একটি সাক্ষ্য যা আমার নিকট ছিল তা সময়মত আমি  
প্রকাশ করতে পারি। প্রারম্ভ হতে আমি পূর্ণরূপে অনুধাবন করছি যে, এই  
সাক্ষ্যকে প্রকাশ করলে আমি আমার প্রিয় জাতিকে অসম্ভষ্ট করে ফেলবো এবং  
সেই কুফরী যা উলামাদের দাওয়াতখানা হতে বিতরণ হয়ে এসেছে তার এক  
বড় অংশ আমাকে প্রদান করা হবে এবং আমি আমার ভাইদের দেখা-সাক্ষাত  
হতে বঞ্চিত হয়ে পড়বো এবং সকল গালমন্দ, অভিশাপ ও তিরক্ষারের  
লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবো। কিন্তু এর সঙ্গে এই কথার ওপরও আমার নিশ্চিত  
বিশ্বাস রয়েছে যে, যদি এই ধর্মীয় সাক্ষ্যকে এ ফিতনার যুগে গোপন রাখি  
তাহলে আমি আমার দয়াবান প্রভু খোদা তাঁ'লাকে অসম্ভষ্ট করে ফেলবো এবং

গুণাহ কবীরার অপরাধী হবো এবং সেই জ্ঞালন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবো যার কোন শেষ নেই। সুতরাং আমি উভয় ক্ষয়-ক্ষতিকে যাচাই করলাম, অবশেষে এই ক্ষতি আমার নিকট অনেক হালকা ও তুচ্ছ মনে হলো যে, আমার সত্য সাক্ষ্য প্রদান করার দরং আমার প্রিয় ভাই-বন্ধুদের মধ্যে সম্মানিত লোকেরা আমাকে ছেড়ে সরে পড়বে বা আমি মৌলবীদের ফতওয়ায় কাফের বলে লিখিত হবো। আমি এখন বৃদ্ধ ও মৃত্যুর সন্ধিকটে উপস্থিত। আমার পরম দুর্ভাগ্য হবে যদি আমি এ বয়সে উপনীত হওয়ার পরও গায়রঞ্জাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুকে) ভয় করি। আমি সেই কুফরী ও গুণাহকে ভয় করি যার শাস্তি খোদা তাঁলার কাছে আছে, আমি জাহান্নামের আগুন কোনভাবে সহ্য করতে পারবো না। আমি কেন ও কিভাবে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য মৌলবীদের বা ভাইদের খাতিরে হাশরের ময়দানে নিজ মুখ কালো করবো। খোদা তাঁলা আমাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দিন। আমি আদৌ মিথ্যা বলবো না। যদি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে দুনিয়ার প্রত্যেক লাঙ্ঘনা-গঞ্জনা প্রকৃতপক্ষে এক সম্মান, প্রত্যেক ব্যাথা এক আনন্দ ও স্বাদ। ভাইদের বিচ্ছেদ বিরহ-বেদনা হলেও আমার আল্লাহর পথে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। আমার এখন শেষ সময়। অনেক প্রিয়জনকে মৃত্যু আমার থেকে বিচ্ছেদ করেছে আর আমিও খুব শিষ্ঠই এই মুসাফিরখানা হতে সফর করে অবশিষ্ট প্রিয়জন হতে বিচ্ছেদ গ্রহণ করবো। অতঃপর যদি আল্লাহ তাঁলার উদ্দেশ্যে তাঁর পথে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিচ্ছেদ হয়ে থাকি তাহলে এটা হবে পরম সৌভাগ্য যে, এমন পুরুষার আমি পেলাম। পিয় ভাইয়েরা! নিশ্চিতভাবে অনুধাবন কর যে, যদি এই সাক্ষ্য আমার নিকট না থাকতো এবং এখন হতে ত্রিশ একত্রিশ বছর পূর্বে যদি এক খোদার প্রিয় মজয়ুব আমার কাছে এই রহস্য প্রকাশ না করতো যে, আগমনকারী প্রতিশ্রূত ঈসা কে? তাহলে আজকে আমিও আমার ভাইদের মত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর একজন ঘোরতর শক্তি হতাম। যদি আমাকে হত্যাও করা হতো তথাপি সম্পূর্ণ অসম্ভব হতো যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মসীহ মাওউদুর্রূপে গ্রহণ করে আমার দৃঢ় আকীদা (বিশ্বাস)-কে পরিত্যাগ করি, যাকে আমি আমার খেয়াল মোতাবেক আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস এবং পূর্ববর্তী বৃহুর্গগণের এবং উলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আকীদা বলে মনে করতাম। কিন্তু আমার স্বপক্ষে খোদা তাঁলার এক বিশেষ রহমত ছিল যে, তিনি এ ঘটনার ত্রিশ বছর

পূর্বে এক খোদাপ্রাণ পুরুষ এবং বনজঙ্গলে বিচরণকারী এক মজবুতের মুখে জারিকৃত সেই সব কথা আমার কানে পৌছিয়ে দিলেন যা এখন আমার জন্য আয়ীমুশ্শান নির্দর্শন হয়ে গেল এবং ঐ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার অন্তরকে মির্যা সাহেবের সত্যতার ওপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিল যে, এখন যদি কেউ আমাকে টুকরা টুকরাও করে ফেলে তথাপি এই পথে আমি আমার প্রাণেরও কোন পরোয়া করবো না। যেমনভাবে উজ্জ্বল দিবস যখন উদয় হয় তখন কারো ঐ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না, এরপরই আমার জন্যও প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যার আগমনের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, যার নাম গ্রন্থসমূহে ঈসা রাখা হয়েছে, আমার অন্তর এই বিশ্বাসে ভরপুর যে, ঈসা নবী আলায়হেস্স সালাম মারা গেছেন, তিনি আর কখনও আসবেন না। আর যার আগমনের সুসংবাদ রসূলে করীম (সা.) স্বয়ং দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন এই ইমাম, যিনি এই উম্মত হতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমার পরম ইচ্ছা যে, এ সত্যকে অন্যদের নিকটও প্রকাশ করি এবং অনবহিত লোকদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সাহায্য করি। খোদা তাঁলা আমার অন্তরকে দেখছেন যে, আমি এস্তে সত্য; যদি আমি সত্য না হয়ে থাকি তাহলে খোদা আমার ওপর ধ্বংস নিপত্তি করুন। সুতরাং হে ভাইসব! ভয় এবং অন্যায়ভাবে কুধারণার বশবর্তী হয়ে নিজ ভাইয়ের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করো না। সে দিন আমাদের সকলেরই নিকটে যা থেকে আমরা কোন দিকে পালাতে পারি না।

যে সাক্ষ্য আমার নিকট রয়েছে তা হলো, আমার গ্রাম জামালপুরে, যা লুধিয়ানা জিলার অস্তর্গত এক বুর্যুর্গ মজবুত খোদাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন যাঁর নাম ছিল গোলাব শাহ, আমি প্রায়ই তাঁর সাহচর্যে বসতাম এবং তাঁর নিকট হতে আশীর্ষ লাভ করতাম। যদিও আমি একজন মুসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু আমি এ কথা প্রকাশ না করে পারছি না যে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন, তওহাদের পরিক্ষার ও নিখুঁত পথে পরিচালিত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে বুর্যুর্গ দরবেশ একবার আমাকে বললেন যে, ঈসা যুবক হয়ে গিয়েছেন এবং লুধিয়ানাতে আসবেন এবং কুরআনের ভুল ধরবেন এবং কুরআন দ্বারা ফয়সালা করবেন, আবার বললেন যে, ফয়সালা কুরআনের ওপর করবেন এবং মৌলবীরা অস্বীকার করবে, আবারও বললেন যে, মৌলবীরা শক্তভাবে অস্বীকার করবে। আমি তাকে

জিজ্ঞেস করলাম যে, কুরআন তো খোদা তা'লার কালাম, এর মধ্যেও কি নানান ভুল আছে? তিনি উত্তর দিলেন, তফসীরের ওপর তফসীর লেখা হয়েছে, আর কাব্যভাষাও বেশ প্রচলিত হয়ে গেছে, তাই ভুলের ওপর ভুল হতে থেকেছে (অর্থাৎ অতিরঞ্জিতের ওপর অতিরঞ্জিত করে মূল তত্ত্বসমূহকে গোপন করা হয়েছে, যেরূপ কবিরা সাধারণতঃ করে থাকে)। ঈসা যখন আগমন করবেন তখন তিনি এই সব ভুল তুলে ধরবেন, আর ফয়সালা কুরআন দিয়ে করবেন। এতে আমি বললাম, মৌলবীগণ তো কুরআনের ওয়ারীস, তারা কেন অস্থীকার করবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন যে, মৌলবীগণ কঠোরভাবে অস্থীকার করবে। আবারো আমি কথাটির পুনরাবৃত্তি করলাম, মৌলবীগণ কেন অস্থীকার করবে তারা তো ওয়ারেসীমে কুরআন। এতে তিনি রাগ করলেন এবং অসম্ভষ্ট হয়ে বললেন; তুমি দেখবে যে, এ সময় মৌলবীগণের কী অবস্থা হয়, তারা কঠোরভাবে অস্থীকার করবে। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঈসা তো যুবক হয়ে গেছে কিন্তু তিনি আছেন কোথায়? তিনি বললেন, কাদিয়ানের মধ্যে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) তখন আমি বললাম, কাদিয়ান তো লুধিয়ানা হতে তিনি কোশ (নয় হাজার গজ) দূরে অবস্থিত, এ জায়গায় ঈসা কোথায় রয়েছে? তখন তিনি এর কোন উত্তর দেন নি; কিন্তু অন্য সময়ে তিনি এই কথার উত্তর অবশ্য দিয়েছেন যা আমি পূর্বে দীর্ঘ কালের কারণে লেখাতে পারি নি, এখন স্মরণ হয়েছে যে, শেষে তিনি কয়েক বার বলেছেন, সেই কাদিয়ানে, বাটালার নিকটবর্তী, ওখানে ঈসা রয়েছে। যখন তিনি বললেন যে, ঈসা কাদিয়ানে এবং এখন যুবক হয়ে গেছে। তখন আমি অস্থীকার করার অবস্থায় তাকে বললাম যে, ঈসা মরিয়মের পুত্র তো আকাশে জীবিত অবস্থান করছেন এবং খানা কা'বায় অবতীর্ণ হবেন; ইনি কোন্ ঈসা যে কাদিয়ানে আছে এবং যুবক হয়ে গেছে? এটার উত্তরে তিনি অতি ন্যূনভাবে ও সদাচরণের সাথে বললেন, এবং ইরশাদ করলেন যে, ঈসা মরিয়মের পুত্র যিনি নবী ছিলেন মারা গেছেন, তিনি আর আসবেন না; আমি ভালুকে গবেষণা ও গভীরভাবে চিন্তা করেছি যে, ঈসা মরিয়মের পুত্র মারা গেছেন, তিনি আর আসবেন না; আল্লাহ্ আমাকে সন্তুষ্ট বলেছেন, আমি সত্য বলেছি, মিথ্যা বলি নি। তিনি আবার নিজ থেকে তিনি বার বললেন, সেই ঈসা যিনি আগমন করবেন তার নাম গোলাম আহমদ। আমি যদিও গোলাব শাহুর অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বে পূর্ণ হতে দেখেছিলাম, কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী

সম্পর্কে যে আগমনকারী ঈসা কাদিয়ানে রয়েছে তার নাম গোলাম আহমদ, সব সময় গোলাব শাহুর বিরোধী হয়েই থাকলাম এমনকি এখন এটি পূর্ণ হতে দেখলাম। যদিও আমি তাকে বুয়ুর্গ ও খোদা প্রিয় বলে জানতাম; কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীকে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদার পরিপন্থী বলে আমি কোন ক্রমেই গ্রহণ করতে পারছিলাম না; তাই প্রথম দিনই এটাকে যখন আমি তাঁর মুখ থেকে শুনলাম, জোরে-সোরে তার প্রত্যুত্তর দিলাম। কিন্তু পরে আদব-কায়দার সম্মানার্থে তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দিলাম, তবে অন্তরে বিরোধীই থাকলাম, কারণ আমার ভাইদের ন্যায় আমারও এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা আকাশ হতে আসবেন, তিনি আকাশে জীবিত বসে আছেন, মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি আমাকে এই কথাও বললেন যে, যখন ঈসা লুধিয়ানাতে আসবেন তখন এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে; যেভাবে আমি নিজ চোখে দেখতে পারলাম যে, যখন এই দারীর পর মর্মা সাহেব লুধিয়ানায় আসলেন তখন বাস্তবিকই ভয়কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মেট কথা, এই বুয়ুর্গ প্রায় ত্রিশ একত্রিশ বছর পূর্বে আমাকে এই সব খবর জানালেন যা আজ বাস্তবিক সংঘটিত হয়েছে, আমি নিজ চোখে দেখলাম যে, ঐসব কথা পূর্ণ হয়েছে, যা গোলাব শাহ্ আজ হতে ত্রিশ একত্রিশ বছর পূর্বে আমাকে বলেছিলেন।

আমি এই কথাটি লেখাও জরুরী মনে করি যে, আমি বহু বার এবং বার এবং এটি লক্ষ্য করেছি যে, এই বুয়ুর্গ ব্যক্তি “সাহেবে খাওয়ারেক ও কেরামত” ছিলেন যাঁর দ্বারা অনেক অনেক উজ্জ্বল নির্দর্শন ও কেরামত প্রকাশ পেয়েছে, যিনি এই মকাম ও মর্যাদার অধিকারী। আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, একবার তিনি রামপুর অঞ্চলের নিকট এক জঙ্গলে চিহ্ন দিয়ে বললেন যে, এই স্থানে এক কালে নদী প্রবাহিত হবে, অথচ ওখানে নদী বয়ে যাওয়ার কোন স্থান ও সম্ভাবনা ছিল না; তাই আমরা তার কথাকে উড়িয়ে দিলাম কিন্তু এক কাল পরে এই স্থান দিয়ে নদী প্রবাহিত হলো যেখানে তিনি চিহ্ন দিয়েছিলেন।

এক জায়গায় এক মিন্তি কূপ খনন করছিল। কূপ প্রায় প্রস্তুত হয়ে গেল, অল্প বাকি ছিল। গোলাব শাহুর দৃষ্টি তার ওপর পড়লো, তিনি বললেন, “অহেতুক তুমি এই কূপ খনন করছো, এটা তো সম্পূর্ণ হবে না।” তার এই কথা যুক্তি ও বিবেক বহির্ভূত ছিল; কারণ কূপ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অল্প কিছু বাকি ছিল। কিন্তু তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হলো, এই সময়েই কূপ নিচে ধসে গেল,

আর তার কোন চিহ্নও থাকলো না ।

একবার তিনি আলী বখশ নামে এক ব্যক্তিকে ঘরের ছাদের ওপর থেকে ডাক দিলেন যেখানে সে বসেছিল, বললেন, অপর দিকে চলে এসো । আলী বখশ আসতে বিলম্ব করছিল তখন তিনি তাকে শাসিয়ে ছাদের ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন । যেমনি সে ছাদ থেকে সরলো অমনি ছাদ ধড়াম করে নিচে পড়ে গেল ।

একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতার একটি দাঁত ভাঙ্গা ছিল? আমি বললাম, হ্যাঁ । তিনি বললেন, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করেছে! আমার পিতা বহুকাল পূর্বে মারা গিয়েছিলেন, আমার পিতার দাঁত সম্পর্কে তাঁর কোন খবর জানার কথা নয়; কারণ তিনি বহুকাল পরে আমাদের থামে এসেছিলেন । তাই আঁচ করি যে, তিনি ইলহামযোগে আমার পিতার দাঁত ভাঙ্গার খবর পেয়ে আমাকে বলেছেন এবং কাশ্ফযোগে আমার পিতাকে বেহেশ্তে দেখে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন ।

উল্লেখ্য, গোলাব শাহ একজন খোদাপ্রিয় পুরুষ একনিষ্ঠভাবে তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মজয়ব হওয়া অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে তওহীদের বরণা প্রস্কৃতিত ছিল । আমি দ্বানে ইসলামের পথ এবং তওহীদের নিয়ম পদ্ধতি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি এবং তাঁরই দেয়া শিক্ষা অনুযায়ী আমি যিকরে ইলাহী করতে থাকলাম এমনকি অল্পকালের মধ্যেই আমার অন্তর খুলে গেল এবং ইবাদতের স্বাদ অনুভব করতে লাগলাম এবং এমন মনে হলো যেন একজন মৃত মানুষ জীবিত হয়ে গেল এবং সত্য-স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, যে স্বপ্ন দেখতাম পূর্ণ হতো এবং বিশুদ্ধ ইলহাম হতে লাগলো । এ সব কিছু ছিল তার মনোযোগের বরকত । তিনি বার বার বলতেন যে, সব বরকত নির্ভর করে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আন্তরিক আনুগত্যের ওপর । আর যে চারটি ধর্ম, লোকে ধার্য করে রেখেছে এগুলো অন্তঃসারশূন্য নিরর্থক বস্তু ছাড়া আর কিছু নয় । সব সময় এবং সকল অবস্থায় আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বস্তু এটিই হতে হবে যেন সত্যিকারভাবে আল্লাহ ও রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা হয় । যে বিষয় আল্লাহ ও রসূল কর্তৃক প্রমাণিত নয় তা ঠিক নয়, যদিও কেউ তাতে বিশ্বাস রাখুক না কেন । তিনি বলতেন, যেমন কোন শাগরেদ যদি বলে যে, আমি কেবল আমার উষ্টাদকেই মান্য করবো, অন্য কাউকে মানবো না । এই

চারটি মাযহাবের ঐ সকল অনুসারীদের অবস্থা ঠিক এরূপ যারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণের ওপর ইমামদের অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়। নিখুঁত সত্যের ওপর তারা, যারা কুরআন ও হাদীসের ওপর গভীর চিন্তা করে এবং কালামুল্লাহুর মধ্যে সত্যকে তালাশ করে এবং এর ওপর আমল করে। খোদা কর্তৃক বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী হয়েও চারটি মাযহাবের অনুসারী হওয়া বা চারটি ধারার মধ্যেই খোদার আশীষকে সীমাবদ্ধ মনে করা কোন ক্রমেই দ্বীনদার লোকদের কাজ নয়, এটাকে দ্বীন বলা যেতে পারে না বরং এটা হবে হীন মনোবৃত্তির নামান্তর। দ্বীন বলতে এটিই বুবায় যা কুরআন পেশ করেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আমি একবার তাঁকে বললাম, আমি আপনার মুরীদ হতে চাই, অনুমতি দিলে মিষ্টি নিয়ে আসি। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কি সাহাবাদের (রা.) দ্বারা মিষ্টি আনাতেন। প্রত্যেক নেয়ামত মহৱত দ্বারা লাভ হয়। বহুবার মজয়বানা অবস্থায় বলতেন, মুস্টন্দুলীন চিশতী ও কুতুবুলীন বখতীয়ার কাকী দরবেশ ছিলেন আর আমি সন্তাট। তিনি ধনীদের প্রতি ভীষণ ঘৃণা পোষণ করতেন, গরীবদের সঙ্গে ভালোবাসা ও স্নেহ মতাতার ব্যবহার করতেন। তিনি বসবাসের জন্য কোন গৃহ নির্মান করেন নি; স্বাধীন মেয়াজের মানুষ ছিলেন। যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতেন। অসুস্থদের চিকিৎসা করতেন কিন্তু কারো কাছে কখনও চাইতেন না, আল্লাহর মহৱতে বিভোর থাকতেন। তাঁর সাহচর্যে থেকে আমি যে নেয়ামত লাভ করেছি, ঐ সব নেয়ামতের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক বড় নেয়ামত হচ্ছে, বর্তমানে বড় বড় উলামা পদস্থলিত হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেছেন। আমাকে আল্লাহ তা'লা মির্যা সাহেব সম্পর্কে পদস্থলন থেকে রক্ষা করেছেন। আমার এরূপ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ, আমার শক্তির বদৌলতে হয় নি, এটা হয়েছে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাবের কারণে যা আমি আমার জীবনে দীর্ঘকাল পূর্বে শুনেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি দেখবে যে, যখন ঈসা আসবে তখন মৌলবীদের কী অবস্থা হয়! এই বাক্যে তিনি আমার দীর্ঘ বয়সের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন যার মর্ম এই ছিল যে, ত্রিশ বছর পর্যন্ত তুমি দীর্ঘজীবী হবে। এ সময় পর্যন্ত আমি জীবিত থাকবো না কিন্তু তুমি জীবিত থাকবে। তাঁর সাহচর্যের বরকতে আমি অনেক মৌলবীর সঙ্গে সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার সম্পর্ক এবং সহানুভূতির ব্যবহার করেছি। একবার তিনি বললেন, তুমি এসব মৌলবীর অবস্থাও

ଦେଖବେ । କିଛୁକାଳ ପର ଆମି ସ୍ଵପ୍ନେ କିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୌଲବୀ ଦେଖଲାମ ଅତି କ୍ଷିଣକାଯ, ଯାଦେର କାପଡ଼ ଛିଲ ଅନେକ ମୟଳା ଏବଂ ଛେଡ଼ ଏବଂ ଅବଶ୍ରା ଖୁବହି ଶୋଚନୀୟ, ତାରା ଏହି ଲୁଧିଆନାରହି ଅଧିବାସୀ ଯାଦେରକେ ଆମି ଚିନି, ଜାନି, ଯାରା ଏଥିନେ ଜୀବିତ ଆହେ । ଆର ଯେ ସବ ଆଗେମେର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଥାକତେ ତିନି ଆମାକେ ବାରଣ କରେନ ନି ବରଂ ବଲତେନ, ତାଦେର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଥାକୋ । ତାଦେର ଉତ୍ତମ ଅବଶ୍ରା ଆମାକେ ସ୍ଵପ୍ନ୍ୟୋଗେ ଦେଖାନୋ ହେଁଛେ; ଯେମନ ମୌଲବୀ ମୁହାମ୍ମଦ ଶାହ୍ ସାହେବ ପିତା ମହୋଦୟ ମୌଲବୀ ମୁହାମ୍ମଦ ହାସାନ ସାହେବ ଲୁଧିଆନାୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନେର କାହେ ଆମି ପ୍ରାୟହି ଆସା-ଯାଓଯା କରତାମ, ତାଙ୍କେ ଆମି ଏକବାର ସ୍ଵପ୍ନେ ଦେଖଲାମ, ଦେଖଲାମ ତିନି ଜାମାତେର ମଧ୍ୟେ ବସେ ଆହେନ, ପୋଷାକ ଛିଲ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଧପଧପେ ସାଦା ଅତି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ । ତାଙ୍କ ଦରବାରେ ଯତଜନ ଲୋକ ଛିଲ ସକଳେରହି ପୋଷାକ ଧପଧପେ ସାଦା । ତଥନ ଆମାର ଅନ୍ତରକେ ଉତ୍ତରକ ଘଟାନୋ ହଲୋ ଯେ, ମୌଲବୀ ମୁହାମ୍ମଦ ଶାହ୍ ସାହେବ ଧର୍ମ ଓ ଶରୀଯତେର ଓପର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଛିଲେନ । ଆର ଏଜନ୍ୟ ତାର ପୋଷାକ ଏରାପ ଧପଧପେ ସାଦା ।

ଏକବାର ଆମି ସ୍ଵପ୍ନେ ଦେଖଲାମ ଯେ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାକେ ବଲଛେ ତୋମାକେ ସନ୍ତର ଈମାନ ପ୍ରଦାନ କରା ହଲୋ । ଏହି ସ୍ଵପ୍ନଟି ଆମି ମୌଲବୀ ମୁହାମ୍ମଦ ଶାହ୍ ସାହେବକେ ବଲଗାମ । ତଥନ ତିନି ବଲଲେନ, ଈମାନ ତୋ ଏକଟାଇ ହୟ କିନ୍ତୁ ଏଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈମାନେର ପ୍ରତି ଇଞ୍ଜିତ କରଛେ, ଆର ସନ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି ଦ୍ୱାରା ଈମାନେର ଶକ୍ତି ଏବଂ “ଖାତାମା ବିଲଖାରେ” ଅର୍ଥାତ୍, ଉତ୍ତମ ପରିସମାନ୍ତର ପ୍ରତି ଇଞ୍ଜିତ କରାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସୁତରାଂ ଆଲହାମଦୁଲିଜ୍ଲାହ୍, ଏହି ଭୟାବହ ତୁଫାନେର ସମୟ ଆମି ସତ୍ୟକେ ଚିନତେ ପାରିଲାମ ଏବଂ ଖୋଦା ତାଙ୍କା ଆମାକେ ରକ୍ଷା କରଲେନ ।

ଆମି ଉପଲବ୍ଧି କରଛି ଯେ, ଏସବ ବରକତ ଗୋଲାବ ଶାହ୍ ସାହେବେର ସାହଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳସ୍ଵରପ । ତିନି ବଲତେନ, ଆମାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଥାକାର ଫଳେ ଯଦି କାରୋ କୋନ ଫାଯଦା ନା ହୟ ତାହଲେ ଅନ୍ତରଃପକ୍ଷେ ଏତୁକୁ ଫାଯଦାତୋ ଅବଶ୍ୟ ହବେ ଯେ, ତାର ଇବାଦତେ ମିଟି ସ୍ଵାଦ ଏବଂ କବୁଲୀଯତ ସୃଷ୍ଟି ହବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈମାନ ଭିତତା ହତେ ରକ୍ଷା ପାବେ । ତାଇ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତାଙ୍କା ଆମାକେ ଏହି ଫିତନାର ସୁଗେ ପଦସ୍ଥଳନ ହତେ ରକ୍ଷା କରେଛେ ଏବଂ ମିର୍ୟା ସାହେବେର ସତ୍ୟତା ଆମାର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ ଦିଇଯେଛେ ।

ଅବଶେଷେ ଏଟିଓ ବଲେ ରାଖି ଯେ, ଯଦିଓ ଆମି ଆଲ୍ଲାହ୍ ଜାଲ୍ଲା ଶାନୁହ୍ର କସମ ଖେଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଲାମ କିନ୍ତୁ ଯେତୋବେ ଆମି ଇଯାଲାଯେ ଆଓହାମେ

লিখিয়েছি, আমার চাল-চলন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল লোক এই গ্রামে অনেক রয়েছে, তারা ভাল করে জানে যে, আমার জীবন কিভাবে নিষ্কলুষ এবং তাকওয়ার সাথে অতিবাহিত হয়েছে এবং সদা খোদা তাঁলা আমাকে অসং পথ, মিথ্যা এবং মিথ্যা রচনা, প্রতারণার গর্হিত আচরণ হতে রক্ষা করেছেন এবং লুধিয়ানা শহরের মুওয়াহহেদীদের নেতা হ্যরত মৌলবী মুহাম্মদ হাসান সাহেব যার দাদা মহোদয়ের সময় থেকে আমি এই বৎশের সঙ্গে মহৱত ও শুদ্ধাভঙ্গির নিখুঁত সম্পর্ক রেখে এসেছি এবং স্বজাতীয়তার পৌরবও আমি হাসিল করেছি, তিনি আমার বিষয়ে ভালভাবে ওয়াকেবহাল আছেন এবং মত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আমার জন্য কুরআন শরীফ হাতে উঠিয়ে কসম খেতে পারেন যে, করীম বখশ অর্থাৎ এই অধম সদা নেকনামী ও দ্বীনদারীর সাথে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং প্রতারণা, মিথ্যা রচনা যা বদমাইশ ও লম্পটদের আচরণ, কখনও তার দ্বারা প্রকাশ পায় নি। যদি আজ আমার শুদ্ধাভাজন মৌলবী মুহাম্মদ শাহ জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও আমার সদাচরণ ও তাকওয়া সম্পর্কে অবশ্যই সাক্ষ্য দান করতেন। তাছাড়া একজন বিবেকবান চিন্তা করতে পারেন যে, মির্যা সাহেবের ব্যাপারে অথবা মিথ্যা বললে ও মিথ্যা রচনা করলে সৃষ্টি ও সৃষ্টি-কর্তার অভিশাপ ছাড়া আমার কী লাভ হতে পারে? ইসলামের এক অতি মর্যাদাশীল বৎশের সঙ্গে আমার বহু দিনের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব রয়েছে অর্থাৎ মৌলবী মুহাম্মদ হাসান সাহেব প্রধান লুধিয়ানভীর সঙ্গে। অতএব যে অবস্থায় মৌলবী সাহেবের মীর্যা সাহেবে থেকে সরে পড়লেন এবং দুনিয়া তাকে কাফের বলতে লাগলো, সে অবস্থায় আমার কী দরকার ছিল যে, আমি মির্যা সাহেবের দিকে ঝুঁকে আমার দ্বীনও বরবাদ করি, আমার সংসারও এবং আমার সম্মানিত ভাইদেরকেও এবং আমার জাতিকেও ছেড়ে দেই। সুতরাং যে জিনিষটি আমাকে মির্যা সাহেবের প্রতি ঝুঁকালো এবং লোকের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমাকে সানন্দে বরণ করতে বাধ্য করলো এবং আমার বহু দিনের পুরাতন শুদ্ধাভাজনকে অসম্প্রত করালো তা হলো, মির্যা সাহেবের সত্যতা, যা গোলাব শাহুর ভবিষ্যদ্বাণী আমার জন্য পরিষ্কার করে দিল। আমি আবারো বলবো যে, আমার চাল-চলন সম্পর্কে হ্যরত মৌলবী মুহাম্মদ হাসান সাহেবকে কসম খাইয়ে তদন্ত করে নেয়া উচিত। আমার দৃষ্টিতে তিনি মুস্তাকিদের সন্তান, সন্ত্রাস্ত, ভদ্র জনী-গুণী এবং উৎকর্ষমণ্ডিত পুরুষদের সন্তান-সন্ত্রাস্তি ও সম্মানিত বৎশধর। তিনি আমার হাল

হকীকত সম্পর্কে বেশ ওয়াকেবহাল, আর আমি তার বংশগত ভদ্রতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল। তার পিতা মহোদয়ের সময় থেকে তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাত। এসব বিষয় আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে লিখেছি; কারণ গোমরাহীর আগুন চতুর্দিকে দাউ দাউ করছে। যদি একটি ব্যক্তিও আমার এই সাক্ষ্য দ্বারা হেদয়াত পায়, সৎপথে আসে তাহলে আমি আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই আশা করি যে, তিনি আমাকে এর পুরক্ষার দান করবেন। আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি এবং জীবনের শেষ দিনগুলি ফুরিয়ে মৃত্যু প্রতিটি মুহূর্তে নিকট হতে নিকটতর এসে যাচ্ছে। কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যদি পরম দয়ালু এবং অণু পরিমাণ ছোট ছোট পুণ্য কর্মকে যিনি মহৎ দৃষ্টিতে দেখেন, এ পুণ্যবান পুরুষের ন্যায় যার সাক্ষ্যকে তিনি নিজ পরিত্র কালামে উত্তমভাবে উল্লেখ করেছেন، ﴿بَلِّي إِسْرَائِيلَ مِنْ شَاهِدٍ لَّهُ﴾ (সূরা আল আজ্ঞাকাফ : ১১) আমাকে তিনি এতটুকু পুণ্য কর্মের বিনিময়ে অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই গফুরুর রাহীম- পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যা কিছু আমার বলার ছিল তা এখন আমি বলে দায়িত্বমুক্ত হচ্ছি এবং এই বিজ্ঞাপনকে এখানেই শেষ করছি।

گرنياہد بگوش رغبت کس  
بر رسول بلاغ باشد و بس

(যদি উৎসাহপূর্ণ কান দিয়ে কারো কথা স্মরণ না কর তাহলে এটা তোমার ইচ্ছা- স্মরণ রেখো, রসূলগণের দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেয়াই, আর কিছু নয়-অনুবাদক)

## আমাৰ বই আসমানী ফয়সালাৰ ওপৱে বাটালবী সাহেবেৰ সমালোচনা ও এৰ উত্তৰ এবং আসমানী নিৰ্দৰ্শনাবলী উথাপনপূৰ্বক দলীল প্ৰমাণেৱ পূৰ্ণতা সাব্যস্ত

শেখ বাটালবী “আসমানী ফয়সালাৰ” জবাৰে যে বই লিখেছেন তাৰ ২৭,৫০,৫১,৫২ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় অনেক হাত-সাফাই দেখানোৱ চেষ্টা কৰেছেন যাতে কোনভাৱে লোকদেৱ দৃষ্টিতে মোকাবেলাৰ জন্য আমাদেৱ সেই দৰখাস্তকে যা প্ৰকৃতপক্ষে ঈমানেৱ পৰীক্ষার জন্য মিএও নথীৱ হোসেন দেহলবী এবং তাৰ মতালবী লোকদেৱ খেদমতে পাঠানো হয়েছিল, ইনসাফ বিৱোধী বলে প্ৰমাণিত কৰে দেখান। কিন্তু প্ৰত্যেক বিজ্ঞ ও বিবেকবান এবং ন্যায়বিচাৰক বুবাতে পারেন যে, তিনি আমাদেৱ প্ৰমাণাদিকে নিজেৰ এবং শেখ নথীৱ হোসেন দেহলবীৰ মাথাৱ ওপৱে হতে সৱাবাৰ পৱিবৰ্তে নিজেৰ লেখা দ্বাৰা এ বিষয়কে আৱো বেশী স্পষ্ট কৰে দিয়েছেন যে, তাৰে পক্ষে সত্ত্বেৰ দিকে পা উঠিয়ে অগ্রসৱ হওয়া এবং শয়তানি খেয়াল ও ধাৰণা হতে মুক্তি পাওয়াৰ কোনক্ৰমেই তাৰে ইচ্ছা নেই। সকলেই জানেন এবং শেখজীৰ কুফৰী-নামা পড়ে প্ৰত্যেকেই জানতে ও বুবাতে পারেন যে, এই হ্যৱত এবং নথীৱ হোসেন বড় জোৱ দিয়ে পূৰ্ণ ও চূড়ান্ত বিশ্বাসেৱ ওপৱে এই অধম সম্পর্কে কুফৰী ও বেঙ্গমানীৰ ফতওয়া লিখেছেন এবং দাঙ্গাল, যাল্লু (বিপথগামী) এবং কাফেৱ আখ্যায়িত কৰেছেন। এসব দোষারোপ সম্পর্কে যদিও আমি বাবৰাব বলেছি এবং আমাৰ পুস্তকেৱ মৰ্মও বিবায়ে শুনিয়ে দিয়েছি যে, এগুলিৰ মধ্যে আদৌ কুফৰী কালাম নেই। আমি নবুওয়তেৱ দাবী কৰে উম্মত হতে খারিজ হওয়াৰ কথাও বলছিনা, না-ইবা আমি মোজেয়া ও ফিরিশতাগণেৱ অবিশ্বাসী আৱ লাইলাতুল কদৱেৱ অস্বীকাৱকাৰীও নহি। আঁ হ্যৱত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামাল্লাবীয়ায়ীন বলে আমি পূৰ্ণ ঈমান রাখি এবং এতে পূৰ্ণ বিশ্বাস পোষণ কৰি এবং একথাৱ ওপৱে দৃঢ় ঈমান রাখি যে, আমাদেৱ নবী (সা.) খাতামুল আম্বিয়া। আঁ হ্যৱত (সা.)-এৰ পৱে এই উম্মতেৱ জন্য কোন নবী আসে না, তা সে নতুন হোক বা পুৱাতন। কুৱাআন কৱীমেৱ এক বিন্দুবিসৰ্গ বা নুকতা পৰ্যন্ত মনসুখ ও রহিত হতে পাৱে না। তবে মুহাদ্দাস আসবে যাৱ সঙ্গে খোদা বাক্যালাপ কৱেন এবং পূৰ্ণ নবুওয়তেৱ কিছু গুণাবলীৰ তাৱা প্ৰতিচ্ছায়াৱপে অধিকাৰী হন এবং কোন কোন দিক দিয়ে নবুওয়তেৱ শান ও মৰ্যাদাৰ রঙে রঞ্জীন হন। তাৰেই মধ্যে

আমি একজন। কিন্তু এসকল বুর্যুর্গ আমার এ মন্তব্য ও ধারণাকে বুঝেন নি। বিশেষভাবে নয়ীর হৃসেনের ওপর আফসোস যে, বৃদ্ধ বয়সে সকল লোক কুরআন ও হাদীসকে পরিহার করছে এবং কালামুল্লাহ্‌র উল্টা অর্থ করছে তখন আমি তাদের সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে খোদা তা'লা'র নিকট হতে আসমানী ফয়সালার দরখাস্ত করি, যেরূপ খোদা তা'লা আমার অন্তরে এলকা (কালাম সঞ্চয়) করলেন, অতএব ফয়সালার জন্য এই পদ্ধতি আমি পেশ করে দিলাম। যদি এইসব লোকের অন্তরে ইনসাফ ও সত্যান্বেষণের আবেগ থাকতো তাহলে এটি গ্রহণ করতে কখনও বিলম্ব করতো না। এমন দরখাস্ত কর অযৌক্তিক ও নিরর্থক যে, এক বছরের মেয়াদকে, যা আসলে ইলহামী বিষয়, নিজ থেকে পরিবর্তন করে দেয়া হোক বা এর পরিবর্তে দুই সপ্তাহ ধার্য করা হোক। এসব লোক জানে না যে, এই মেয়াদ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত করা হয়েছে। মানুষ তো নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সাহসৃত করতে পারে না যে, মোজেয়া প্রদর্শনের জন্য কোন মেয়াদ ধার্য করে ক্রোধভাজন হয়, তাহলে এক বছরকে কিভাবে এক সপ্তাহে পরিবর্তন করা যায়? আমি চিন্তা করছি যে, এ সকল লোকের ইলম এবং মারেফতের দাবী-দাওয়া কোথায় গেল? তারা কি জানে না যে, মেয়াদ ধার্য করা মানুষের কাজ নয়। যদি এদের মধ্যে কোন ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে কেরামতি দেখবার ইলহাম হয়ে থাকে তাহলে ভাল কথা, তিনি তার কেরামতি পেশ করে দিন, আমি তাই কবুল করে নিব, যদি আমি তার মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়ি তাহলে তিনি সত্য বলে প্রমাণিত হবেন। কিন্তু খুব মনে রাখবেন যে, এই সব প্রতারণা এবং ফাঁকা কথা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত বিষয় এই যে, খোদা তা'লা তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন, তাই তারা দেখতেও পারে না বুঝতেও পারে না। হে ন্যায়বিচারকারীরা! খুব চিন্তা করুন, যে-ব্যক্তি ইলহাম প্রাপ্ত হয় সে কি নিজ থেকে কিছু বলতে পারে? তাহলে আমি কিভাবে এই মেয়াদকে পরিবর্তন করতে পারি যার সম্বন্ধে খোদা তা'লা আমাকে তাদের মোকাবেলায় সংবাদ দিয়েছেন, হ্যাঁ, যদি তিনি নিজে পরিবর্তন করেন তাহলে তাঁর আয়তাধীন, এতে মানুষের কোন ক্ষমতা নেই, না তাঁর ওপর কারো হুকুম চলে। তলবকারী ও আকাঞ্চকারীকে অবশ্যই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে কাজ করা উচিত। যদি তার মধ্যে সত্যিকার ইচ্ছা ও আকাঞ্চ্ছা এবং জাহান্নামের ভয় থাকে তাহলে এক বছর আর কত দুর? এখানে

মনে রাখা দরকার যে, এক বছর দ্বারা এটি বুঝা যায় না যে, বছরের সকল দিন পূর্ণ হতে হবে বরং খোদা আপন ফয়ল ও অনুগ্রহ দ্বারা এই মেয়াদের ভিতরেই ফয়সালা করে দিবেন। তিনি পরম শক্তিধর, দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি নির্দর্শন প্রকাশ করতে পারেন। আমি মোকাবেলার জন্য এ কারণে লিখেছি যে, ন্যীর হোসেন এবং বাটালী প্রমুখেরা এ অধমকে খোলাখুলিভাবে কাফের, মর্দন, অভিশপ্ত দাজ্জাল এবং প্রতারক লিখে, এমনকি তাদের দৃষ্টিতে আমার ওপর যে বিশ্বাস রাখে সে-ও কাফের হয়ে যায়; এমতাবস্থায়-জরঢ়ী হয়ে পড়লো যে, ঈমানী নির্দর্শনের মোকাবেলা হোক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাঁলা মু’মিনকে নির্দর্শন দ্বারা স্বতন্ত্র করে দেখান; যেমন তিনি এ সকল আসমানী নির্দর্শনাবলী দ্বারা তাঁর অপরাপর লোক হতে, তারা কাফের হোক অথবা মুনাফিক বা ফাসিকই হোক, মু’মিনদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র দান করেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন স্বাতন্ত্র ও প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে কে মু’মিন এবং কে আল্লাহর ক্ষেত্রভাজন ও ঐশ্বী সাজার পাত্র। যদি এই সকল হ্যরত নিজেদের ঈমানের ওপর অবস্থান হতেন তাহলে তারা আদৌ পলায়ন করতেন না; কিন্তু অদ্যবধি কেউই ময়দানে এসে মোকাবেলার নামও উচ্চারণ করেন নি এবং অবশ্যে এই ওজর-আপত্তি পেশ করলেন যে, আপনি দেখিয়ে দিন, আমরা কবুল করে নিব এবং এর সাথে এই শর্তও লাগিয়ে দিলেন যে, তখন আমরা কবুল করবো যখন আকাশ থেকে ‘মান্ন’ ও ‘সালওয়া’ নাযেল হবে বা কোন কুঠ রোগী ভাল হয়ে যাবে বা কোন অঙ্গ অপর চক্ষু লাভ করবে বা কাঠ অজগর হয়ে যাবে অথবা জলস্ত আগুনে লাফ দিয়ে পড়ে রক্ষা পাবে। দেখুন ৫০ পৃষ্ঠা জবাব ফয়সালা আসমানী।

এ সকল বাজে কথার উত্তর এই যে, খোদা তাঁলা এ সব কথার ওপর শক্তিমান, এটি ছাড়াও অগণিত নির্দর্শনের ওপর শক্তিমান কিন্তু তিনি হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন। পূর্ববর্তী কাফেরগণও এরপ প্রশংস্ত করতো; ﴿فَلِيُّتَبِعَ بِإِيمَانًا أَزِيلَ لَا وَلِئَنْ كَمَا أَرْسَلَ رَبُّكَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (সূরা আল আমিয়া : ০৬) অর্থাৎ, যদি এই নবী সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে মুসা প্রমুখ অপরাপর বনী ইসরাইলী নবীদের নির্দর্শনাবলীর অনুরূপ নির্দর্শন দেখিয়ে দিক। আর মুশর্রিকগণ তো একথাও বললো যে, আমাদের মৃতগণকে আমাদের জন্য জীবিত করে দিক অথবা আমাদের সামনে আকাশে আরোহন করংক এবং

କିତାବ ନିଯେ ଆସୁକ ଯାକେ ଆମରା ନିଜ ହାତେ ନିଯେ ଦେଖି, ପଡ଼ି, ଇତ୍ୟାଦି । କିନ୍ତୁ ଖୋଦା ତା'ଳା ପ୍ରଜାଦେର ନ୍ୟାୟ ତାଦେର ହୁକୁମ ପାଲନ କରେନ ନି; ତିନି ସେଇ ସବ ନିଦର୍ଶନଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରଲେଣ ଯା ତିନି ଇଚ୍ଛା କରଲେଣ; ଏମନକି କୋନ କୋନ ସମୟ ନିଦର୍ଶନ ତଳବକାରୀଦେର ଏଟିଓ ବଲା ହେଁଛେ ଯେ, ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କୁରାନେର ନିଦର୍ଶନ କୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନଯ? ଏଇ ଉତ୍ତରାଟି ଅବଶ୍ୟାଇ ପ୍ରଭାମଯ ଉତ୍ତର ଛିଲ; କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବେକବାନ ବୁଝାତେ ପାରେନ ଯେ, ନିଦର୍ଶନ ଦୁ' ପ୍ରକାରେର ହେଁ ଥାକେ; ଏକ ପ୍ରକାର ଏରପ ଯେ, ଏଗୁଲିର ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଯାଦୁ କୌଶଳ ଓ ହାତ ସାଫାଇର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଭେଦ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରା ଅନେକ କର୍ତ୍ତନ ବରଂ ଅସଞ୍ଚବ ହେଁ ଦାଡ଼ାୟ; ଆର ଦିତୀୟ ଏ ସକଳ ନିଦର୍ଶନ ଯେଣୁଳି ପ୍ରଚଳନ କର୍ମ ହତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୋନ ଯାଦୁ କୌଶଳ, ହାତ ସାଫାଇ ଏବଂ ଚାଲାକିର ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ପାଓଯା ଯାଯା ନା । ସୁତରାଂ ଏଇ ଦିତୀୟ ପ୍ରକାରେର ମଧ୍ୟେଇ କୁରାନେର ମୋଜେୟା-ଅଲୋକିକ ନିଦର୍ଶନ, ଯା ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଦୀପ୍ତିମାନ ଯା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିକ୍ ଦିଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉଜ୍ଜଳ ରତ୍ନର ନ୍ୟାୟ ଦୃତି ଛଡ଼ାଇଁ । କାଠକେ ସାପ ଓ ଅଜଗର ବାନାନୋ କୋନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନିଦର୍ଶନ ନଯ । ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆ.)-ଓ ସାପ ବା ଅଜଗର ବାନିଯେଛିଲେନ ଏବଂ ଯାଦୁକରରାଓ ସାପ ବାନିଯେଛିଲୋ । ଏଖନୋ ବାନାନୋ ହ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଖନୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନା ଗେଲ ନା ଯେ, ଯାଦୁର ସାପ ଆର ମୋଜେୟାର ସାପେର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରାର କୀ ଉପାୟ ଆଛେ । ଏକଇଭାବେ ରୋଗମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ, କୀମିଯା ବା ରସାଯନ-ବିଦ୍ୟାର ମଧ୍ୟେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନକାରୀ ଖୃଷ୍ଟାନ, ହିନ୍ଦୁ, ଇଲ୍ଲଦୀ, ମୁସଲମାନ ଅଥବା ନାନ୍ତିକ ହୋକ ତାରା ଚମକପ୍ରଦ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଥାକେ । ତବେ କୋନ କୋନ ସମୟ କୁଠିରୋଗେର ମତ ବହୁ ଦିନେର ପୁରୋନୋ ରୋଗକେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଆଳ୍ଲାହର ଇଚ୍ଛାୟା ତାରା ଭାଲ କରେ । ସୁତରାଂ ଏଟିକେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ରୋଗମୁକ୍ତିତେ ସୀମାବନ୍ଦ କରଲେ ବୋକାର ଆଶଙ୍କା ଥାକେ ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଏର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାଣୀ ଥାକେ । ଏରପ ଆଜକାଳ କୋନ କୋନ ସାର୍କାସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀରାଓ ଆଣ୍ଟନେ ଲାଫ ଦେଇ ଏବଂ ଏର ଦହନକ୍ରିୟା ହତେ ରଙ୍ଗା ପାଯ । ଅତଏବ ଏହି ପ୍ରକାର ତାମାଶା ଦ୍ଵାରାଓ କୀ କୋନ ପ୍ରକୃତ-ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରମାଣିତ ହତେ ପାରେ? ‘ମାନ୍ତ୍ର’ ଓ ‘ସାଲଓୟା’ର ତାମାଶା ହ୍ୟତୋ ଆପଣି କଖନଓ ଦେଖେନ ନି । ଏକ ଏକ ପଯସା ନିଯେ କିଶମିଶ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣ କରେ । ଆପଣି ଏକଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନକାଳେର ଇଉରୋପୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଜଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଦେର ପ୍ରତି ଦେଖୁନ, ଯାରା ଗୁଣ କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ମାଥା କେଟେ ପୁନରାୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ଦେଇ, ହ୍ୟତୋ ଆପଣି ତାଦେର ବୟାଆତ କରେ ମୁରୀଦ ହେଁ ଯାବେନ । ଆମାର ସ୍ମରଣ ଆଛେ, ଜଳଦର ଶହରେର ଏକ ଜାଯଗାତେ ମାହତାବ ଆଲୀ ନାମେ ଏକ ଯାଦୁଗର ଛିଲ, ଯେ ଶେଷେ ତଓବା କରେ ଏ ଅଧିମେର ବୟାଆତକାରୀଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ହେଁ ଗେଲ, ଆମାର ବାଡ଼ୀତେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନେ

যাদু দেখালো, তখন আপনার মতই এক বুর্যুর্গ বলতে লাগলেন যে, এ-তো স্পষ্ট কারামত (অলৌকিক নির্দর্শন)। জনাব ! এ সব কাজে কখনও প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পায় না, বরং আরো সংশয় সৃষ্টি হয়। অনেক অনেক যাদু ও তামাশা প্রদর্শনকারী এখানে ঘুরে যে, আপনি দেখলে তাদের নাম কেরামতি রেখে দিবেন। কিন্তু কোন বিবেকবান, যার আজকালকার যাদুকরদের ওপর গভীর দৃষ্টি রয়েছে কখনও এসব কাজের নাম উজ্জ্বল নির্দর্শন রাখতে পারে না: যেমন কোন ব্যক্তি যদি কাগজের এক টুকরা নিজ বগলের নিচে গোপন রাখে, পরে কাগজের পরিবর্তে সেখান থেকে করুতুর বের করে দেখায়, তাহলে আপনার মত কোন ব্যক্তি যদি তাকে কারামতির অধিকারী বলে তো বলতে পারে কিন্তু একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি এরপ লোকদের প্রতারণা সম্পর্কে ভালুকপে ওয়াকেবহাল, সে কখনও এটির নাম কারামত রাখবে না, বরং এটাকে প্রতারণা ও হাতের সাফাই বলবে। এই কারণেই কুরআন করীমে ও তওরাতে সত্য নবীকে চেনার জন্য এসব লক্ষণাবলীকে মাপকাঠি ধার্য করে নি যে, সে আগুনে লাফ দিবে বা কাঠকে সাপ বানাবে বা এরপ অন্যান্য বিচ্ছিন্ন কৌশল দেখাবে, বরং এ লক্ষণাবলী মাপকাঠিরপে ধার্য করেছে যে, তার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হবে বা তার সত্যায়নের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী হবে; কারণ দোয়া কবুলীয়ত্বের সঙ্গে যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে খোদা তাঁলা কারো ওপর অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ করেন এবং তা ভৱহ পূর্ণ হয় তাহলে অবশ্যই তার কবুলীয়ত্ব তথা আল্লাহর দরবারে তার গৃহীত হওয়ার ওপর একটি দলিল হবে, আর এরপ বলা যে, এতে জ্যোতির্বিদ বা গণক শরীক রয়েছে, এটি স্পষ্ট অসাধুতা ও কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী হবে; কারণ আল্লাহ জাল্লা শান্তুহ ইরশাদ করেছেন,

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا  
إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

অর্থাৎ, তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কারো ওপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমানে প্রকাশ করেন না কিন্তু রসূল ছাড়া যাকে তিনি মনোনীত করেন। (সূরা জিন : ২৭-২৮)

অতএব, এস্তে খোদা তাঁলা অদৃশ্য বিষয়কে তাঁর মনোনীত রসূলের একটি বিশেষ লক্ষণ ধার্য করেছেন যেমন অন্যত্রও বলেছেন;

## وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًاً إِصْبَغُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعْدُ كُمْ

অর্থাৎ, সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তার কতক ভবিষ্যদ্বাণী যা সে তোমাদের সম্মুখে ওয়াদা করছে অবশ্যই পূর্ণ হবে; অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সত্যবাদী হওয়ার একটি প্রমাণ হবে। (সুরা আল মু’মিন : ২৯)

অতএব ভবিষ্যদ্বাণীকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা এবং কাঠকে সাপ বানিয়ে দেখাবার আবেদন করা কেবল এরূপ মৌলবাদীদেরই কাজ, যারা কুরআনের ওপর গভীর চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে, তাছাড়া যুগের বাতাস তথা পরিস্থিতি সম্পর্কেও অজ্ঞ।

যাহোক, যেহেতু আমি আমার তরফ থেকে আসমানী ফয়সালার বিষয়ে ঈমানী মোকাবেলা করার জন্য দরখাস্ত করেছি কিন্তু মোকাবেলাকে পরিহার করে এককভাবে কেবল আমার নিকট নির্দর্শনের জন্য দরখাস্ত করা হচ্ছে; এমতাবস্থায় মিএঢ়া নষ্টীর হোসেন ও বাটালবী সাহেবের ওপর দায়িত্ব বর্তায় যে, আমার লেখা অনুযায়ী প্রথমতঃ এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করবেন যে, আমরা কেবল নামের মুসলিমান, প্রকৃত ঈমানী নূর ও চিহ্নসমূহ আমাদের মধ্যে মজুদ নেই, কারণ একচেটিয়াভাবে নির্দর্শন প্রদর্শনের জন্য তাদের অহঙ্কার ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আমি এই শর্তই আসমানী ফয়সালাতে ধার্য করে দিয়েছি। তদুপরি এটিও পরিস্কার যে, এই লোকগুলি নিজ স্থানে নিজেকে কামিল মু’মিন, শায়খুলকুল ইলহামপ্রাপ্ত বলে দাবী করে আর আমাকে ঈমানশূন্য হতভাগ্য মনে করে। এমতাবস্থায়, মোকাবেলা ছাড়া কী দ্বিতীয় আর কোন পথ ফয়সালার জন্য বাকি থাকে? হ্যাঁ, যদি তারা ঈমানী গুণ-গরিমার দাবী হতে চুত হয়ে যান তাহলে একচেটিয়া নির্দর্শন দেখানোর দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। এ কথার উত্তর মিএঢ়া নষ্টীর হোসেন ও বাটালবী সাহেবের ওপর বর্তায় যে, এটি সত্ত্বেও যে, তারা কামিল মু’মিন ও শায়খুলকুল হওয়ার দাবী করে, কেন এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে মোকাবেলা হতে পলায়ন করছেন, যে কিনা তাদের দৃষ্টিতে কাফের এবং সকল কাফের হতে নিকুঠিত, তাহলে কী কারণে তারা একচেটিয়া এককভাবে আমার নিকট নির্দর্শন তলব করে? যদি আসমানী ফয়সালার উত্তরে এ দরখাস্ত থাকে তাহলে ঐ কিতাবে বর্ণিত শর্তানুযায়ী দরখাস্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যদি তারা কিছুও ঈমানের দাবী রাখে তাহলে মোকাবেলা করা উচিত যেরূপ আসমানী ফয়সালাতেও শর্ত উল্লিখিত

আছে; আর না হয় পরিষ্কারভাবে এ কথার অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা প্রকৃত ঈমান হতে বধিত, শুধু এককভাবেই নির্দর্শনের দরখাস্ত করে যাচ্ছি।

অবশ্যে আমরা এ কথাও প্রকাশ করতে চাই যে, যিএগুলোর শাহ এবং নেয়ামতউল্লাহ ওলী উভয়েরই এই অধ্যের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী দু'টি কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী স্পষ্ট নির্দর্শন, যেগুলির মধ্যে হাতের সাফাই, কৌশল ও প্রতারণার কোন অবকাশ নেই। এখন যদি কোন সুফী পর্দানশীল, যে পর্দার বাহিরে আসতে চায় না, সে বাটালবী সাহেবের এবং মীর আববাস আলী লুধিয়ানবী সাহেবের উক্তি অনুযায়ী মোকাবেলায় নির্দর্শন দেখানোর জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে সে-ও যদি নিজের পক্ষে পূর্ববর্তী কোন ওলীর দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী এরূপই প্রমাণদিসহ পেশ করতে পারে তাহলে আমরা খোদা তাঁলার কসম খেয়ে অঙ্গীকার করছি যে, যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, সেগুলিও এমনই নির্দর্শন এবং এমনই মর্যাদাসম্পন্ন প্রমাণাদিসহ এবং এমনই মহত্বের সাথে যুগের দূরত্বের ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়া গেছে তাহলে আমি মৃত্যুর শাস্তি বরণ করার জন্য প্রস্তুত আছি।

এ অধ্যের নিজের গত ভবিষ্যদ্বাণীসহ যা তিন হাজারের অধিক হবে অধিকাংশ দোয়া করুল হওয়ার পর বাস্তবে ফলেছে, সেগুলি হতে দিলীপ সিং-এর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, অর্থাৎ সে তার সংকল্পে এবং পাঞ্জাবে আসার ইচ্ছায় ব্যর্থ হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সংক্ষিপ্তভাবে বিজ্ঞাপনাকারে পূর্বেই ছাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সহস্র সহস্র লোককে মৌখিকভাবেও শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল।

একইভাবে পদ্ধিত দয়ানন্দের মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

এরূপে শেখ মেহের আলী প্রধান সাহেবের ওপর একটি অসাধারণ বিপদ আপত্তি হওয়া ও পরে নিষ্কৃতি লাভের ভবিষ্যদ্বাণী।\* বাটালবী সাহেবের বিরংদিবাদী হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীসহ প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বিস্তারিত

\* টীকা : দ্যুর্ধ মেহের আলী সাহেবের হাতে কুরআন ধরিয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাকে কসম দেয়া উচিত; কারণ যদি কোন কালচক্রে পড়ে বা মৌলবীদের ভয়ে অস্থীকার করেন তাহলে অস্তত: কসমের পর তা কখনও করবেন না। যদি করেন তাহলে হলক প্রতারণার কারণে শীত্বাই লাঞ্ছিত হবেন।

বর্ণনা করলে দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদি বিরোধী পক্ষের মৌলবীগণের মধ্যে কিছু স্ট্রাইক থাকে তাহলে এসব ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক একটি সভা ধার্য করে প্রথমতঃ আমার নিকট হতে প্রমাণ গ্রহণ করুন এবং পরে সেই অনুযায়ী নিজের পক্ষ হতে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রমাণ দিন। আর যদি নিজেদের কিন্তু হস্ত হওয়ার কারণে মোকাবেলার এই দুই পথ অবলম্বন করতে অক্ষম থাকেন তাহলে এই অধিকারও রইল যে, এক বছরের অবসর গ্রহণ করে ভবিষ্যতে কোন সময় পরীক্ষা করেন; কোন বড় ধরনের বাগড়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক রকমের ভবিষ্যদ্বাণী যা কোন দোয়ার করুলীয়তের ফলে প্রকাশ পায়, তা প্রকাশ হওয়ার সময়ের উল্লেখ করে কোন পত্রিকায় ছাপিয়ে দিন এবং এ দিক থেকেও একপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এক বছর অতিবাহিত হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কে আল্লাহর পক্ষ হতে আর কে আল্লাহর দরবার হতে বধিত, লাধিত ও বিতাড়ি। যদি তা-ও না করেন তাহলে সকল লোকই স্মরণ রাখবেন যে, এসব মোল্লাদের ইচ্ছা শুধু সত্যকে গোপন করা, কৃপণতা ও বিদেশ পোষন বৈ কিছু নয়, সত্যাবলম্বনের কোন গরজ নেই। যদি তাদের বিবেক থাকে তাহলে তাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, এটাও একটা বড় নির্দর্শন যে, এ সকল লোক দিন-রাত অনবরত নূরে ইলাহীকে নিভানোর জন্য চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে, সব রকমের ফন্দি আঁটছে, লোকদেরকে বিভ্রান্ত করছে, সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করছে এবং যার কুফরী ফতওয়া লিখছে, আমাদের কষ্ট ও অনিষ্ট সাধনের জন্য সব রকমের জল্লানা-কল্লানা করছে, এমনকি বাটালবী সাহেব লোকদের উভেজিত করছেন যেন তারা সরকারের সামনে হলস্তুল ও মহাতোলপাড় সৃষ্টি করে। মোট কথা, ফন্দি-কৌশল-প্রতারণা করে বিভ্রান্ত করতে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি করেন নি, এভাবে এক জগতকে তিনি সঙ্গে জোগাড় করেছেন। যেভাবে আমি বাটালবী সাহেবকে এ সব ঘটনার পূর্বে এই ইলহাম সম্পর্কে অবহিত করেছিলাম যে, আমি একা, কিন্তু খোদা আমার সঙ্গে আছেন। এখন সেই অবস্থাই সৃষ্টি হচ্ছে। লোকেরা এমন শক্রতা করেছে যে, আত্মীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এ সব কারসাজি সত্ত্বেও, যা চূড়ান্ত শিখরে উপনীত হয়েছে তা হলো অবশ্যে আমরাই জয়লাভ করবো, ফলে এখেকে বড় নির্দর্শন আর কী হতে পারে!

আর যদি কারো চোখ থাকে তবে দেখুক, এ অধমের ওপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যেসব অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ বর্ণিত হচ্ছে এগুলি সবই নির্দর্শন। লক্ষ্য

করুন, খোদা তাঁলা কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কেউ নেই। আমি মিথ্যা রচনা কারীকে শীত্বাই পাকড়াও করি, তাকে কোন অবকাশ দেই না। কিন্তু এই অধমের মজান্দিদ হওয়ার দাবী, মসীলে মসীহ অর্থাৎ মসীহ সদৃশ হওয়ার দাবী এবং আল্লাহ তাঁলার সঙ্গে বাক্যলাপ করার দাবীর এখন (জুন, ১৮৯২-অনুবাদক) আল্লাহ তাঁলার ফযলে এগারতম বছর অতিবাহিত হচ্ছে; তাহলে এটি কি নিদর্শন নয়? যদি খোদা তাঁলার পক্ষ হতে এই কাজকর্ম না হতো তাহলে কিভাবে পূর্ণ দশটি বছর যা মানুষের জীবনের একটি বড় অংশ, পুরোদমে চলতে পারতো? আমি আবারো বলছি, এটা কি নিদর্শন নয় যে, ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মোকাবেলায় পরীক্ষার জন্য এই অধমের সামনে কেউই আসতে পারছে না; যদি আসে তাহলে খোদা তাঁলা তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁলার শত শত সাহায্য-সহায়তা আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। আমি মহা পবিত্র শক্তিশালী খোদার বাগান, যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করার জন্য মনস্ত করবে সে নিজে কর্তিত হবে। বিরুদ্ধবাদী লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে আর অস্বীকারকারী লজিজ। এ সবই নিদর্শন, কিন্তু তার জন্য, যে দেখতে পাচ্ছে।

اے سخت اسیر بدگمانی  
وے بستہ کمر ب بد زبانی  
سوزم کہ چنان شوی مسلمان  
واین طرفہ کہ کافرم بخوانی

(হে ঐ ব্যক্তি! যে কুখারণায় বন্দী হয়ে আছো, হে ঐ ব্যক্তি! যে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের জন্য কোমর বেঁধে রেখেছো। আমি এই ব্যাথায় জ্বলছি যেন তুমি খাঁটি মুসলমান হয়ে যাও, আর এর বিনিময়ে তোমার এ যুলুম যে, আমি তোমার দৃষ্টিতে কাফের)।

## আধ্যাত্মিক তবলীগ

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
(তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে)

اگر خود آدمی کاہل نباشد در تلاشِ حق خدا خود را بنماید طلب گارِ حقیقت را

(যদি মানুষ খোদা তালাশে অলস না হয়, তাহলে সত্যান্বেষীর জন্য খোদা স্বয়ং পথ-প্রদর্শক হয়ে যান)। এই বিষয়টি কুরআন করীম ও হাদীসে নববী দ্বারা প্রমাণিত যে, মু'মিন সত্য ও সুসংবাদবিশিষ্ট স্বপ্ন দেখে থাকে। বিশেষভাবে সেই মু'মিনের জন্যও দেখানো হয়, যে লোকের দৃষ্টিতে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, অভিশঙ্গ, পরিত্যক্ত, কাফের, দাজ্জাল বরং সর্বাধিক বড় কাফের এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট। এই ক্লাস্তি-শ্রান্তি, দুঃখ-বিষণ্নতার সময়ে খোদা তাঁ'লার তরফ হতে মু'মিনের সঙ্গে যে দয়া-মমতা ও অনুগ্রহরাজিসম্পন্ন বাক্যালাপ প্রকাশ পায় তাকে জানতে পারে।

رحمتِ خالق کے حرزِ اولیاست ہست پہان زیرِ لعنت ہائے غلق

(সৃষ্টিকর্তার রহমত ওলীউল্লাদের জন্য রক্ষাকবচ হয় যা মানুষের অজস্র অভিশাপের নিচে লুকায়িত থাকে)।

এই অধম খোদা তাঁ'লার ঐ সব অনুগ্রহ ও আশীর্বের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারছে না, যা এই কুফরী ফতওয়ার সময় তিনি দান করে যাচ্ছেন। সকল দিক হতে এ যুগের উলামাদের আওয়াজ আসছে যে, لست مونما (তুমি মু'মিন নও; 8:৯৫)। আর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর তরফ থেকে এই আওয়াজ আসছে; قل أنّى أُمُرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (তুমি বল, আমি আদিষ্ট হলাম এবং আমি ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে প্রথম)।

একদিকে মৌলবী সাহেবান বলছেন যে, যেভাবেই হোক এই ব্যক্তির মূলোৎপাটন কর, আর অন্যদিকে ইলহাম হয় :

يَتَرَبَصُونَ عَلَيْكَ الدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ

(তারা তোমার ওপর অমঙ্গল চক্র ও জামানার বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছে, তাদের ওপরই জামানার মন্দ বিপর্যয় ও অমঙ্গল চক্র আপত্তি হবে)।

একদিকে তো তারা এ চেষ্টা করছে যে, এ ব্যক্তিকে চরমভাবে লাঢ়িত এবং অপদস্থ কর। অপর দিকে আল্লাহ তাঁ'লা এই ওয়াদা করছেন!

**اَنَّىٰ مُهِीْنِ مِنْ اَرَادَاهَاتِكَ - اللَّهُ اجْرُكَ - اللَّهُ يَعْطِيْكَ جَلَالَكَ**

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাকে লাঢ়িনার মনস্থ করবে আমি তাকে লাঢ়িত করব। আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তোমাকে তোমার প্রতাপ দান করবেন-)

একদিকে মৌলবীরা ফতওয়ার ওপর ফতওয়া লিখে যাচ্ছেন, যে ব্যক্তি তার আকীদা গ্রহণ করে ও অনুসরণ করে সে কাফের হয়ে যায়। অপর দিকে আল্লাহ তাঁ'লা অনবরত তাঁ'র এ ইলহামের ওপর জোর দিচ্ছেন;

**قُلْ اَنْ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُعْبِدُوكُمُ اللَّهُ**

(অর্থাৎ তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন) মোট কথা, এ মৌলবী সাহেবান খোদা তাঁ'লার সঙ্গে লড়াই করছে, এখন দেখুন, জয় কার হয়।

অবশ্যে প্রকাশ থাকে যে, এ সময় আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হলো, কিছু সংখ্যক বন্ধু পাঞ্জাব ও উপমহাদেশ হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকগুলি স্বপ্ন যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ সম্পর্কে এবং ইলহামসমূহ এই অধম সম্পর্কে লিখে পাঠিয়েছেন যেগুলির বিষয়বস্তু অধিকাংশ পায় এ রকম যে, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি বা ইলহামযোগে খোদা তাঁ'লা কর্তৃক অবহিত হয়েছি যে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ এই অধম খোদা তাঁ'লার তরফ থেকে এসেছে, তাকে করুল কর। যেমন কেউ কেউ এমন স্বপ্নও বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অত্যধিক ক্রোধান্বিত অবস্থায় দেখলাম; এমন মনে হচ্ছিল যেন আঁ হযরত (সা.) রওয়া মোবারকের বাইরে অবস্থান করছেন এবং বলছেন, এ সকল লোক যারা এ ব্যক্তিকে অর্থাৎ এই অধমকে জেনে-বুঝে বিরক্ত করছে এবং কষ্ট দিচ্ছে তাদের ওপর খোদার গয়ব নাযিল হবার উপক্রম হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এ অধম এসব স্বপ্নের প্রতি মনোযোগ দেয় নি, কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, ব্যাপকাকারে দুনিয়াতে এই

ধারা বয়ে যেতে আরঙ্গ করেছে; এমনকি কেউ কেবল স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে হিংসা-বিদ্রে পরিত্যাগ করে কামিল মুখলিস, নিষ্ঠাবানদের অঙ্গর্গত হয়ে গেছে এবং এর ওপরই ভিত্তি করে তারা নিজেদের সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে আরঙ্গ করেছে। এটি দেখে আমার স্মরণ হলো যে, বারাহীনে আহমদীয়ার ২৪১ পৃষ্ঠার এ ইলহামটি লেখার পর দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে আর তা হলো,

### يَنْصُرُكَ رَجَالٌ نَوْحِيُّ الْيَهُومِ مِنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ, এমন লোকেরা তোমার সাহায্য করবে যাদের ওপর আমরা আকাশ থেকে ওই নায়িল করবো। সুতরাং সেই সময় এসে গেছে। এ জন্য আমার দৃষ্টিতে সমীচীন এটিই মনে হচ্ছে যে, যখন এসব স্বপ্ন ও ইলহাম একটি পরিমিত সংখ্যায় সংকলিত হবে তখন এগুলিকে একটি স্থায়ী পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করা হবে, কারণ এটিও একটি আসমানী সাক্ষ্য এবং নেয়ামতে ইলাহী। খোদা তাঁলা ইরশাদ করছেন;

### وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থাৎ, তোমাকে তোমার রব যে নেয়ামত দান করেছেন তুমি তা প্রকাশ কর।  
(সূরা আদ দুহা, ৯৩:১২)

কিন্তু পূর্বে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অবগতির জন্য লেখা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে কোন স্বপ্ন বা ইলহাম এই অধম সম্পর্কে দেখে পত্রযোগে আমাদেরকে অবগত করতে চান তার অবশ্য কর্তব্য হবে যে, খোদা তাঁলার কসম খেয়ে নিজ চিঠি দ্বারা এ কথা প্রকাশ করবেন যে, আমরা বাস্তবিক এবং নিশ্চিত ভাবে এ স্বপ্ন দেখছি এবং আমরা যদি নিজ থেকে কিছু সংযোজন করি তাহলে আমাদের ওপর এই দুনিয়াতে এবং পরকালে আল্লাহর গ্যব নায়িল হোক। যে সকল বন্ধু পূর্বে কসম খেয়ে নিজেদের স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন তাদেরকে পুনরায় লেখার দরকার নেই। কিন্তু যে সকল বিবরণকে কসম খেয়ে নিশ্চিত ও তাকিদপূর্ণ করেন নি তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে, তারা যেন পুনরায় নিজেদের স্বপ্ন ও ইলহাম- সমূহকে কসমের সাথে নিশ্চিত করে পাঠিয়ে দেন। স্মরণ থাকে যে, কসম ব্যতীত কারো কোন স্বপ্ন বা ইলহাম বা কাশফ লেখা যাবে না। আর কসমও ঐ প্রকারেরই হতে হবে যা উপরে আমি ব্যক্ত করেছি।

এস্তলে তবলীগ ও বিশেষ অবগতির জন্য লিখছি যে, হক্ক ও সত্যের অন্বেষণকারী যারা আল্লাহর ছ্রেফতার ও পাকড়াওকে ভয় করেন তারা যেন বিষয়টি যাচাই না করে এ জামানার মৌলবীদের পিছনে না চলেন। আখেরী জামানার মৌলবীদের সমন্বে পঁয়গামৰে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেভাবে সতর্ক করেছেন, আপনারাও সেভাবে তাদের সমন্বে সতর্ক ও সাবধান থাকবেন। তাদের ফতওয়াগুলিকে দেখে আপনারা হয়রান ও পেরেশান হবেন না; কারণ এসব ফতওয়া কোন নতুন জিনিস নয়। যদি এই অধ্যের ওপর কোন সন্দেহ থাকে তাহলে আমি এ সব সন্দেহ ও সংশয় নিরসনের জন্য একটি সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি যা অবলম্বন করে একজন সত্যার্থী ইনশাআল্লাহ্ তাঁলা সংশয়মুক্ত হতে ও স্বত্তি অর্জন করতে পারবেন। তা হলো এই, প্রথমত : বিশুদ্ধ তওবা করে রাতে দু'রাকাত নামায পড়বেন যার প্রথম রাকাআতে সূরা ইয়াসীন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে একুশব্বার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন এবং পরে তিন শত বার দরুদ শরীফ ও তিন শতবার ইঙ্গিফার পাঠ করে খোদা তাঁলার নিকট এ দোয়া করবেন যে, হে সর্বশক্তিমান ও দয়াবান খোদা ! তুমি গুণ্ঠ বিষয়ে অবহিত, আমরা অবহিত নই; মকবুল (গৃহীত) ও মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) ও মুফতারী (মিথ্যা রচনাকরী) এবং সাদেক (সত্যবাদী) তোমার দৃষ্টি হতে গোপন থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা বিনয়ের সাথে তোমার দরবারে অনুরোধ করছি যে, এ ব্যক্তির, যে তোমার দৃষ্টিতে মসীহ মাওউদ এবং মাহ্নী ও মুজাদ্দিদুল ওয়াক্ত হওয়ার দাবী করছে, প্রকৃত বিষয় কী, সত্যবাদি, না মিথ্যাবাদী; মকবুল, না মারদূদ? তুমি তোমার ফযল দ্বারা এই অবস্থা স্বপ্নযোগে বা কাশফে বা ইলহামযোগে আমাদের ওপর প্রকাশ কর, যদি সে মারদূদ হয়ে থাকে তাহলে তাকে গ্রহণ করে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই, আর যদি মকবুল এবং তোমার তরফ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তাকে অস্বীকার ও অবমাননা করে যেন আমরা ধৰংস না হয়ে যাই। আমাদেরকে সকল ফিতনা হতে রক্ষা কর, কেননা তুমই সকল শক্তির অধিকারী, আমিন।

এই ইন্তেখারা অন্ততঃপক্ষে দু'সংগ্রাহ করেন, কিন্তু নিজ মনোবৃত্তি হতে মুক্ত হয়ে; কারণ যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই হিংসা-বিদ্রে ভরা থাকে এবং কুধারণা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, এমতাবস্থায় যদি সে স্বপ্নযোগে এ ব্যক্তির অবস্থা জানতে চায় যাকে সে পূর্বেই মন্দ বলে জ্ঞান করে, তখন শয়তান আসে এবং তার অন্তরে নিহিত অন্ধকার অনুযায়ী নিজ থেকে আরো বেশী

নিম্নানে আমরানী (হস্তী নিদর্শনাবলী)

অঙ্ককারপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়, ফলে তার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হয়। সুতরাং যদি খোদা তাঁ'লার নিকট কোন খবর জানতে চান তাহলে আপনি নিজ বক্ষকে হিংসা-বিদ্বেষ হতে সম্পূর্ণরূপে খোত করুন। এবং নিজ অন্তরকে একেবারে পরিক্ষার করে হিংসা ও ঘৃহৰত উভয় অবস্থা হতে স্বতন্ত্র করে তাঁ'র নিকট হেদায়েতের আলো যাচনা করুন তাহলে নিশ্চয় তিনি তার ওয়াদা অনুযায়ী নিজ আলো নাযিল করবেন, যার মধ্যে মনেবৃত্তির কুম্ভনাগার কোন ধূম থাকবে না। সুতরাং হে সত্যান্বেষীগণ! এ সব মৌলবীদের কথাতে ফিতনায় পড়বেন না; উঠুন এবং কিছু চেষ্টা-সাধনা করে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ হেদায়াতদাতার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। চিন্তা করুন, এখন আমি এই আধ্যাত্মিক তবলীগও করে দিলাম। ভবিষ্যতে আপনাদের ইচ্ছা।

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ أَتَبَعَ الْهُدًى

ওয়াস্সালাম আলা মানিওবিয়াল ভুদা।

আহ্বায়ক- গোলাম আহমদ আফা আনহ

## শেখ বাটালবী সাহেবের কুফরী ফতওয়ার স্বরূপ

এ ফতওয়াকে আমি আগাগোড়া সম্পূর্ণ দেখেছি। যে সকল দোষারোপ ও অভিযোগকে ভিত্তি করে এই কুফরী ফতওয়া লেখা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ এসব দোষারোপ ও অভিযোগ ভিত্তিহীন ও বাস্তব বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্তক এই অধ্যের তরফ থেকে অঢ়িরেই প্রকাশ হতে যাচ্ছে যার নামকরণ করা হয়েছে “দাফেউল ওয়াসাবেস”। যাহোক, আমার মনে এ সকল লোকের তিরক্ষার ও ভর্তসনার জন্য কোন দুঃখ নেই, নেই কোন শক্তি; বরং আমি আনন্দিত যে, মিএগা নয়ীর হোসেন এবং শেখ বাটালবী ও তাদের অনুসারীরা আমাকে কাফের, মারদূদ, মালউন, দাজ্জাল, যাল্ল (বিপথগামী), বেস্টমান, জাহানার্মী এবং আকফার (সর্বাধিক বড় কাফের) বলে নিজেদের অন্তর হতে বাস্প বিমোচন করে ফেলেছে যা দিয়ানত-সততা ও সাধুতা, বিশ্বস্ততা এবং তাকওয়ার মাধ্যমে আদৌ বের হতে পারতো না। আমার তরফ হতে যে পরিমাণ যথার্থ প্রমাণ এবং আমার সত্যতার তিক্ততার জন্য তাদের দেহ-মন ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে গেছে, এই চরম দুঃখ বিষাদের ব্যথা বিমোচনের জন্য আর দ্বিতীয় কোন উপায়ও ছিল না, কেবল এটি ব্যতিরেকে যে, তারা অভিশাপের অধীনে চলে আসুক। আমি এ কথার ওপর চিন্তা করে খুশী অনুভব করছি যে, ইহুদীদের ফিকাহবিদ ও মৌলবী শেষ পর্যন্ত হ্যারত মসীহ আলায়হেস সালামকে যা কিছু উপটোকন দিয়েছিল সেগুলিও তো এরপ মসীহ অভিশাপ ও তাকফীর (কুফরী ফতওয়া)-ই ছিল, যেভাবে আহলে কিতাবের ইতিহাস ও চার ইঞ্জীল দ্বারা প্রামাণিত হয়, তাহলে আমার মসীলে মসীহ অর্থাৎ, ঈসা মসীহ সদৃশ হওয়ার প্রেক্ষিতে এ সকল অভিশাপের আওয়াজ এবং তর্জন গর্জন শুনে অবশ্যই আনন্দিত হওয়া উচিত; কারণ খোদা তাঁলা দাজ্জালীরূপ-স্বরূপ ও ফিতনাকে ধ্বংস ও নস্যাং করার জন্য আমাকে ঈসা মসীহের রূপ-স্বরূপ ও গুণে গুণান্বিত করেছেন; তাই খোদা তাঁলা ঐ তত্ত্ববিষয়ক যে সকল বিপদ-আপদ সংঘটিত হয়েছিল ঐগুলি হতে আমাকে মুক্ত রাখেন নি। হ্যাঁ, যদি কিছু দুঃখ হয়ে থাকে তা হলো, বাটালবী সাহেবকে এই কুফরী ফতওয়া প্রস্তুত করার ব্যাপারে ইহুদীদের ফিকাহবিদদের চেয়ে বেশী খেয়ানতের সাহায্য নিতে হলো। আর এই খেয়ানত তিন প্রকারের;

ପ୍ରଥମ ଏହି ଯେ, କିଛୁ ଲୋକକେ ଯାରା ମୌଳିକୀୟତ ଏବଂ ଫତଓୟା ଦେୟାର ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ନୟ ତାଦେରକେ କେବଳ ମୁକାଫିଫିରୀନଦେର (ଯାରା କୁଫୁରୀ ଫତଓୟା ଦେୟ-ଅନୁବାଦକ) ସଂଖ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟ ମୁଫ୍ତିର ଉପାଧି ଦେୟା ହେଁଛେ; ଦ୍ଵିତୀୟ, କିଛୁ ଏମନ ଲୋକ ଯାରା ଜଡ଼ାନଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦୁଷ୍କୃତି, ପାପାଚାର ବରଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ହିତ କରେ ଲିଙ୍ଗ ଛିଲ, ତାର ଶରୀଯତେର ଆଲେମ ବଲେ ପରିଗଣିତ ହଲୋ ଏବଂ ତାଦେର ସୀଲମୋହର ଲାଗାନୋ ହଲୋ, ତୃତୀୟ, ଏମନ ଲୋକ ଯାରା ଜଡ଼ାନ ଓ ସତତାର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ସୀଲମୋହର ଲାଗାୟ ନି ବରଂ ବାଟାଲବୀ ସାହେବ ପରମ ଚାଲାକୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ରଚନା କରେ ନିଜେଇ ତାଦେର ନାମ ତାର ମଧ୍ୟେ ଜଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛେ । ଏହି ତିନ ପ୍ରକାରେର ଲୋକରେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମାଦେର ନିକଟ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଆଛେ । ଯଦି ବାଟାଲବୀ ସାହେବ ବା ଅନ୍ୟ କାରୋ ମନେ ସନ୍ଦେହ ଥାକେ ତାହଲେ ତାରା ଲାହୋରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରଣ ଏବଂ ଆମାଦେର ନିକଟ ପ୍ରମାଣ ଚାନ ଯାତେ ପ୍ରତାରକେର କାଲୋମୁଖ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଯ-ଏମନିତେ ତୋ ତାକଫିର କୋନ ନତୁନ କଥା ନୟ । ଏହି ସକଳ ମୌଳିକୀଦେର ପୈତ୍ରିକ ନିୟମ ଏଭାବେଇ ଚଲେ ଏସେଛେ । ଏ ସକଳ ଲୋକ କୋନ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଶୁଣା ମାତ୍ରାଇ ଅଧିର୍ୟ ହେଁ ହୁଲସ୍ତୁଲ ଆରମ୍ଭ କରେ ଦେୟ । ସେହେତୁ ଖୋଦା ତାଙ୍କୁ ତାଦେରକେ ଏହି ଆକଳ-ବୁଦ୍ଧି ଦେନ ନି ଯେ, ତାରା କଥାର ଗଭୀରେ ପୌଛୁତେ ପାରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟବଳୀର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ଵ ଉଦୟାଟନ କରତେ ପାରେ; ତାଇ ତାରା ବୁଦ୍ଧିର ଅଭାବେର ଦରଣ କୁଫୁରୀ ଫତଓୟାର ଅନ୍ତର ଧାରଣ କରେ । ଆଓଲିଯା କେରାମଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନାଓ ଏମନ ନେଇ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଏଦେର ତାକଫିରେର ଆୟୋଜନ ବାଇରେ ରାଯେଛେ । ଏମନିକି ତାରା ନିଜେର ମୁଖେ ବଲେ ଯେ, ଯଥିନ ମାହ୍ନୀ ମାଓଉଦ ଆସବେନ ତଥିନ ମୌଳିକୀରା ତାରା ତାରା ତାକଫିର କରବେ- କାଫେର ବଲେ ଫତଓୟା ଦିବେ । ଏରାପରେ ହ୍ୟରତ ଟ୍ରେସା ଯଥିନ ନାମବେନ ତଥିନ ତାରା ତାକଫିର କରା ହବେ । ଏ ସବ କଥାର ଉତ୍ତର ଏଟିଟି ଯେ, ହେ ହ୍ୟରତ! ଆପନାଦେର ନିକଟ ହତେ ଖୋଦାର ଆଶ୍ରୟ ଚାଇ; ଆଣ୍ଟାହୁ ପାକ ନିଜେର ମନୋନୀତ ବାନ୍ଦାଦେରକେ ରକ୍ଷା କରେ ଏସେଛେନ; ନଚେତ ଆପନାରା ତୋ ରାକ୍ଷସେର ମତ ମୁହାମ୍ମଦୀ ଉତ୍ସତେର ସକଳ ଆଓଲିଯା କେରାମକେ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଫେଲତେ ଚେଯେଛିଲେନ । ଆପନାରା କି ଆପନାଦେର ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହତେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଉକେ ବାଦ ଦିଯେଛେ? ଆପନାରା ନିଜ ହାତେ ଏସବ ଚିହ୍ନ ଓ ନିଶାନଗୁଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ଯା ଆପନାରାଇ ନିଜ ମୁଖେ ବଲାଯାଇଲା । ଆଶ୍ରୟର ବିଷୟ, ଏ ସବ ଲୋକ ପରମ୍ପରରେ ପ୍ରତିଓ ସୁଧାରଣା ପୋଷଣ କରେ ନା । କିଛୁଦିନ ହଲୋ, ମୁଯାହହେଦୀନଦେର ବେଧର୍ମେର ଓପର “ମାଦାରଳ ହକ” ଏ ପ୍ରାୟ ତିନ ଶତ ସୀଲମୋହର ଲେଗେଛିଲ । ଅତଏବ ଯଥିନ ତାକଫିର ଏତିହି ସନ୍ତା, ତାହଲେ କେ

এদের তাকফীরকে ভয় করবে? কিন্তু আফসোস হলো, মিএও নয়ীর হোসেন এবং শেখ বাটালবী এই তাকফীর প্রস্তুত করার ব্যাপারে অত্যধিক জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং নানা মিথ্যা রচনা করে পরিণামকে পরিশুদ্ধ করেছেন। এ সংক্ষিপ্ত বইয়ে আমরা তাদের খেয়ালতগুলি বিস্তারিত লিখতে পারছি না যা শেখ বাটালবী শেখ দেহলবীর ইচ্ছান্যায়ী তার কুফরীনামায় অবলম্বন করে নিজের আমলনামাকে পরিশুদ্ধ করেছেন। কেবল নমুনাস্বরূপ একজন মৌলবী সাহেবের পত্র ও তার ছন্দগুলিসহ উল্লেখ করা হলো।

بڪضور فیض گنجو حضرت مجید و قٽ مُسْعِ الزَّمَانِ مہری دوران حضرت  
مرزا غلام احمد صاحب دام برکاتہ

বাহ্যুর ফ্যায়যে গাঞ্জুর হ্যরত মুজাদ্দিদে ওয়াক্ত মসীহেয় যামান মাহ্নীয়ে  
দাওরান হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব দামা বারাকাতুহ

ইসলামের সুন্নত অনুযায়ী সালাম বিনিময়ের পর বিনীত আরয এই যে, গরীবদের সম্মানসূল পাটিয়ালা থেকে হ্যুর চলে যাওয়ার পর শহরের অধিবাসীরা আমাকে অনেক বিরক্ত করেছে, এমনকি মসজিদে নামায আদায় করা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আমার কোন কোন বন্ধুকে আমার প্রতি অন্যায়ভাবে আরোপিত দোষ খন্ডনের জন্য এভাবে লিখে দিয়েছি যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত অনুযায়ীই আমার আকীদা, খতমে নবুওয়াতকে, ফিরিশতাগণের অস্তিত্বকে, নবীদের মোজেয়াসমূহকে, লায়লাতুল কদর ইত্যাদিকে অস্বীকার করা আমার দৃষ্টিতে কুফরী ও বেধর্মীর অঙ্গর্গত। আমার এই লেখাকে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন, সম্পাদক “ইশাআতুস সুন্নাহ” নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যে কুফরীনামা প্রস্তুত করেছে তাতে লিখে দিয়েছেন। আমি সৎবাদ পেয়ে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের খেদমতে চিঠি লিখেছি যে, তাকফীর ফতওয়াতে আমার তরফ থেকে যে উদ্ভৃত লেখা হয়েছে তা কর্তন করে দেয়া উচিত: কারণ যে ব্যক্তি মির্যা সাহেবকে কাফের বলে আমার দৃষ্টিতে সে স্বয়ং কাফের ও বেদীন।

মৌলবী সাহেবের চিঠির কোন উত্তর দেন নি। পরে আমি জানতে পরলাম যে, তিনি আমার নাম কুফরী ফতওয়া দানকারীদের তালিকায় শামিল করে ছাপিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমার ফতওয়ার বৃত্তান্ত এতটুকু। এই অযোগ্য হ্যুরের নিকট বয়আত করেছি। আল্লাহর ওয়াস্তে এই অধমকে আপনার জামাত থেকে

খারিজ করবেন না। আমি আমার এই অজ্ঞাত গুণাহর জন্য খোদা তাঁলার দরবারে তওবা করছি এবং হ্যুরের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির আবেগে ও ব্যাকুলবশতঃ আমি হ্যুর সম্পর্কে কিছু পংক্তি রচনা করেছি তা-ও নিম্নে লিখে দিয়েছি এবং আশা করছি যে, আমার এই লেখা এবং পংক্তিগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দেয়া হবে।

## পংক্তিগুলি এরূপ-

موجہ کفر است تکفیر تو ای کان کرم  
وایں موہبیر و فتاوے رہن راہ ارم  
ایں تمنا نیم برآرد کار ساز قادرم  
آن فداء رے تو ای رہبر دین پرورم  
چون بتابم رو ز تو حاشا وکلا این کجا  
دین مرده را بقالب جان درآمد از دست  
من کجا وایں طور بد عهدی و بیراہی کجا  
حملہ ہا کردند ایں غولان راہ حق به من  
ایں بیودی سیرتان قدر ترا شاخختند  
ہر کہ تکفیرت کند کافر ہمان ساعت شود  
برمن ائمی ب بخش ای حضرت مہر منیر  
تار و نم ہست درتن از دل و جام غلام  
نور ماہ دین احمد بر وجودت شد تمام  
حسب تبشير نبی بروقت خود کردن ظہور  
مشکلات دین حق بر دست تو آسان شدند  
از ره منت درونم را مسلمان کردا  
گر بنام جان ثثار آستانت کافرم

رام خاکسار مولوی حافظ عظیم بخش پیشوی ۱۸۹۲ء۔ می ۲۲

## মর্মার্থ :

- ১। হে দয়ামনতা, আদরসম্মান এবং বুয়ুগী ও বীরত্বের খনি! তোমার বিরুদ্ধে কুফরী আরোপ করলে নিজেই কাফের হতে হবে। এ সকল ফতওয়া ও সীলমোহর বস্তুতপক্ষে দয়া, আদর-সমাদরের পথে লুণ্ঠনকারী।
- ২। আমি তো এই কামনা করি যে, আমার জান-মাল আপনার জন্য কুরবান করে দেই। হে কার্যসম্পাদনকারী সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি আমার এসব কামনা-বাসনা পূর্ণ কর।

৩। তারা যা বলছেন তা কিভাবে সত্য হতে পারে, খোদার কসম আপনার উজ্জ্বল চেহারার বদৌলতে আমার চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে। হে দ্বীনের পথপ্রদর্শক, আমার উন্নতি সাধনকারী! আমি তোমার চেহারার জন্য উৎসর্গীকৃত।

৪। আপনার সঞ্জীবনী নিঃশ্বাসের বদৌলতে মৃত-দ্বীন ইসলামের দেহে নবজীবন সঞ্চিত হয়েছে; হে মহামান্য বুয়ুর্গ! আপনার সঞ্জীবনী নিঃশ্বাসেই আমি নানান ব্যাধি হতে মুক্ত হলাম।

৫। আমি কোথায় ও কিভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে পারি এবং কিভাবে বিপথগামীতা অবলম্বন করতে পারি? এসব আচরণ ও নিয়মের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি যতদিন জীবিত থাকবো মন-প্রাণ দিয়ে আপনার সেবক ও চাকর হয়ে থাকবো।

৬। সত্য পথের এসব বিদ্রোহী যোদ্ধারা আমার ওপর বার বার আক্রমণ করেছে; এমতাবস্থায় যদি পরম দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহ আমায় পথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমি সত্য পথ হতে বিচ্ছুত হয়ে পড়তাম।

৭। এসব ইহুদী আচরণবিশিষ্ট লোকদের যে কি স্থান আমি তা চিনতে পেরেছি, কারণ আমি শুনেছি যে, নিশ্চয় মসীহ নাসেরী এদের জন্য বদদোয়া করেছেন।

৮। যখন চতুর্দিক থেকে আপনাকে কাফের কাফের বলে আখ্যা দেয়া হচ্ছিল তখন সত্য খোদা আমাকে এই সকল দুর্বৃত্ত লোকদের দল থেকে রক্ষা করেছেন, নচেৎ আমি তাদের অন্তর্গত হয়ে পড়তাম।

৯। হে উজ্জ্বল সূর্যতুল্য বুয়ুর্গ! আমি অন্ধ; আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার মধ্যে ভুলক্রটি আপনি দেখলে মার্জনা করে দিন; কারণ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

১০। যেন আমি দেহাকারে জীবনধারণ পূর্বক চলতে পারি এমতাবস্থায় যে, আমার জ্ঞান-প্রাণ আপনার গোলাম হয়ে থাকে। দোয়া করুন আমি অতি বিনয়াবন্ধন হয়ে আপনার দুয়ারে উপস্থিত হলাম।

১১। তুমি দ্বীনে আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এ বিলীন হয়ে

## নিমানে আমমানী (ইংরী নিদশনাবলী)

ধর্মের চন্দ্রের নূরে মুর্তিমান হয়েছো এবং চতুর্দশ তারিখে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের  
রূপ ও নূর নিয়ে তুমি জগতে উদিত হয়েছো ।

১২। তুমি নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সময়মত আগমন  
করেছো । সুতরাং হে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল, খোদার রহমত! তোমাকে নবী  
করীমের তরফ থেকে ‘সালাম’ নিবেদন করছি ।

১৩। সত্য ধর্ম ইসলামের সকল সমস্যাবলী তোমার হচ্ছে খোদা সহজতর করে  
দিয়েছেন; দয়াবান প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি দীনের সংস্করণ করে যাচ্ছো ।

১৪। পরম দয়াময়ের অনুগ্রহে তুমি আমার অস্তরস্থ অস্তরকে খাঁটি মুসলমান  
করেছে, এমতাবস্থায় যদি তোমার আস্তানায় আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ না করি  
তাহলে আমি কাফের হয়ে যাব ।

রচনাকারী

খাকসার- মৌলবী হাফেয আয়াম বখশ

পাটিয়ালবী, ২৪ মে, ১৮৯২

নিম্নানে আমরানী (হস্তি নিদর্শনাবলী)

যদি হ্যুমের পুষ্টিকায় জায়গা খালি থাকে তাহলে আমার শ্রদ্ধাভাজন  
শিক্ষকের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বাধিত করবেন

## বিজ্ঞপ্তি

যে ফতওয়াটি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ইমাম আমাদের মসীহ ও নিখিল বিশ্বের  
মসীহ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে মুহাম্মদ  
হোসেন বাটিলবী, সম্পাদক “ইশাআতুস সুন্নাহ” নামে তার নিজ পত্রিকায়  
প্রকাশ করেছেন, এর মধ্যে পাটিয়ালার উলামাদের তালিকায় আমার অনুরূপ  
নাম মৌলবী আব্দুল্লাহ পাটিয়ালবীর নাম পড়ে আমার কতক বন্ধু আমারই নাম  
মনে করেছেন এবং তারা জানার জন্য আমাকে চিঠিও লিখেছেন। পত্রিকা  
“ইশাআতুস সুন্নাহ”-এর সম্পাদক পাঠকবৃন্দকে এই টীকা লিখে আরো  
সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন যে, “এই মৌলবী সাহেবও পূর্বে মির্যা  
সাহেবের ওপর বিশ্বাস আনয়নকারীদের অন্তর্গত ছিলেন।” সুতরাং সকল বন্ধুর  
অবগতির জন্য লিখছি যে, উক্ত মৌলবী আব্দুল্লাহ পাটিয়ালবী অন্য এক ব্যক্তি,  
আর তিনি পূর্বেও মির্যা সাহেবের ওপর বিশ্বাস আনয়নকারীদের অন্তর্গত  
ছিলেন না এবং এখনও নন। বাকি রইলো আমার কথা। নিবেদনকারী আমি  
ঐ ভাবেই জাতি ও দীনে ইসলামের জন্য উৎসর্গকারী বিশ্বাসীরূপেই আছি।

ঘোষণাকারী-

খাকসার- মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান  
দ্বিতীয় আরবী শিক্ষক, মহেন্দ্র কলেজ,  
পাটিয়ালা, ৪ ফিলকদা, ১৩০৯।

## জরুরী নিবেদন

এ সকল বীর বন্ধুর নিকট যারা দীনে ইসলামের  
জন্য সাহায্য করার শক্তি রাখেন

امدادان بکوشید و برائے حق بکوشید

হে বাহাদুর পুরুষগণ! তোমরা সত্যের প্রচারের জন্য চেষ্টা কর এবং  
উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি কর।

যদিও পূর্ব হতেই আমার নিষ্ঠাবান বন্ধুগণ লিপ্তাহী খেদমতে এত ব্যস্ত ও নিমগ্ন  
যে, আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারছিনা। আমি দোয়া করছি যেন  
খোদাওয়ান্দেকরীম তাদেরকে দুঃজাহানে এ সব খেদমতের অধিক হতে  
অধিকতর উন্নত পুরুষার দান করেন। কিন্তু এ সময়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ  
করার জন্য একটি বিশেষ বিষয় এই ঘটেছে যে, পূর্বে তো আমাদের শুধু  
বাইরের শক্তি ছিল এবং আমাদের কেবল বাইরের শক্তিতাই চিন্তা ছিল; কিন্তু  
এখন এ সকল লোকও যারা মুসলমান হওয়ার দাবী করে বরং মৌলবী ও  
ফিকাহবিদ বলে যারা অভিহিত, তারাও শক্তি বিরুদ্ধবাদী হয়ে গেছে এমনকি  
তারা জনগণকে আমাদের বই-পুস্তক পড়তে নিষেধ করে এবং বাধা দেয়; তাই  
এমন কিছু সমস্যা দাঁড়িয়েছে যেগুলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব ভয়াবহ মনে হয় কিন্তু  
যদি আমাদের জামাত অলস ও গাফেল না হয় তাহলে অচিরেই এসব সমস্যা  
দূর হয়ে যাবে। এসময় আমদের ওপর একান্ত কর্তব্য বর্তায় যেন বাইরের ও  
ভিতরের দুপ্রকারের মন্দেরই সংশোধনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করি এবং  
আমাদের জীবন এ পথে উৎসর্গ করি এবং এমন সততা ও বিশ্বস্তার সাথে পা  
ফেলি যাতে খোদা তাঁলা, যিনি গুণ্ঠ রহস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত এবং বক্ষসমূহে  
লুকায়িত বিষয়াদি সম্পর্কে সর্ববিদিত, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এ কারণেই  
আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি যে, এখন কলম উঠানোর পর সে সময় পর্যন্ত ক্ষান্ত  
ও নিবৃত্ত হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তাঁলা ভিতরের ও বাইরের  
বিরুদ্ধবাদীর ওপর সম্পূর্ণভাবে প্রমাণাদির পূর্ণতা ও যথার্থতা প্রকাশ করে  
ঈসার স্বরূপের অন্ত দ্বারা দাজ্জালের স্বরূপকে টুকরা টুকরা করে দিবেন। কিন্তু  
কোন সংকল্প আল্লাহ তাঁলার তোফিক, অনুগ্রহ, সাহায্য এবং রহমত  
ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে না। খোদা তাঁলার  
সুসংবাদসমূহের ওপর, যা বৃষ্টি ধারার ন্যায় বর্ণিত হচ্ছে, অধম এ আশাই

রাখে যে, তিনি নিজ বান্দাকে বিনাশ করবেন না এবং নিজ দীনকে এই ভয়াবহ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দিবেন না যা এখন এটিকে ঘেরে রেখেছে। কিন্তু যে বাহ্যিক নিয়ম চিরকাল হতে প্রচলিত আছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ কথাই বলতে হয় যে, কে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার সাহায্যকারী?- (সুরা আস্স সাফ্ফ: ১৫)। সুতরাং উঠুন ভাইসব ! আমি যেমনটি এখনই বলেছি পুস্তক রচনা ও সংকলনের ধারা বিরতিহীনভাবে জারী রাখার জন্য আমি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছি এবং এ ইচ্ছা রাখি যে, এ পুস্তকটি ছাপানোর পর যার নাম ‘নিশানে আসমানী’ আর একটি পুস্তিকা ‘দাফেউল ওয়াসাবেস’ মুদ্রিত করে প্রকাশ করা হোক। অতঃপর অবিলম্বে পুস্তিকা “হায়াতুল্লবী ওয়া মামাতুল মসীহ” যা ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে পাঠানো হবে। এ-ও প্রকাশ করছি, এর পরে অনতিবিলম্বে ‘বারাহীনে আহমদীয়া’র পঞ্চম খন্ড যার দ্বিতীয় নাম ‘যরুরতে কুরআন’ রাখা হয়েছে যা একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হিসেবে ছাপানো হয়েছে তা আরম্ভ করা হোক। কিন্তু এই ধারাকে প্রবহমান রাখার জন্য আমি এটি উত্তম ব্যবস্থা মনে করি যে, আমার তরফ হতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি পুস্তিকাকে আমার সামর্থ্যবান বন্ধুরা খরিদ করে আন্তরিকভাবে আমার সাহায্য করবেন এরূপে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী এক কপি অথবা ততোধিক কপি খরিদ করবেন। যে সকল পুস্তিকার মূল্য তিন আনা বা চার আনা বা এর কাছাকাছি সেগুলি সামর্থ্যবান বন্ধুরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায় নিতে পারেন, পরে সেই মূল্যই অন্য পুস্তক ছাপানোর কাজে আসতে পারে। তাছাড়া আমার জামাতে যদি এমন বন্ধুরা থাকেন যাদের ওপর ধন-সম্পত্তি ও অলঙ্কারাদির মালিক হওয়ার কারণে যাকাত ফরয হয়েছে তাদেরকে ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, বর্তমানে দীনে ইসলামের মত গরীব, এতীম ও নিরূপায় আর কেউ নয়। আর যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে শরীয়তে যে সতর্কবাণী এসেছে তা-ও সকলের কাছে পরিশীলন এবং যাকাতের অস্বীকারকারী হয়তো শীঘ্ৰই কাফের হয়ে যেতে পারে। অতএব অবশ্য কর্তব্য যে, এ পথে ইসলামের সাহায্যার্থে যেন যাকাত প্রদান করা হয় যাতে যাকাতের টাকা দিয়ে পুস্তকাদি খরিদ করা যেতে পারে এবং বিনামূল্যে বিতরণ করা যেতে পারে। এ সব পুস্তিকা ছাড়া আমার লেখা আরো পুস্তক রয়েছে যেগুলি অনেক উপকারী। যেমন- আহকামুল কুরআন, আরবাইন ফী আলামাতিল মুকার্রাবীন, সিরাজুম মুনীর এবং পবিত্র কুরআনের তফসীর। যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়ার কাজ অত্যধিক জরুরী, এ জন্য অবসর অনুযায়ী

চেষ্টা করা হবে যেন এর মধ্যে এ পৃষ্ঠিকাণ্ডলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে যায়।  
ভবিষ্যতে প্রত্যেক বিষয়ই আল্লাহ্ জাল্লা শানুগ্রহ আয়তে রয়েছে।

بَقْعُلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

খাকসার- গোলাম আহমদ, কাদিয়ান,  
জিলা : গুরুন্দাসপুর, ২৮ মে, ১৮৯২

## জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এই অধ্যের ইচ্ছা আছে যেন দ্বিনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য একটা উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাতে উপমহাদেশ হিন্দুস্তানের দেশগুলির বিভিন্ন স্থানে আমাদের তরফ থেকে উপদেশক তর্কবিদ্যাবিদ ও বক্তা মনোনীত করা হয় যারা খোদার বান্দাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানায় ও ভূপৃষ্ঠে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বর্তমানে জামাতের দুর্বলতা এবং সংখ্যায় স্বল্পতার দরুণ আপাততঃ এ ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যে, যদি হযরত মৌলবী মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী যিনি একজন বড় আলেম, ফাযেল, বিশ্বস্ত, মুস্তাকী এবং ইসলামের মহবতে অন্তর দিয়ে, নিষ্ঠার সাথে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি, এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে যতটুকু সম্ভব কিছু খেদমত তাঁকে সোপর্দ করা যেতে পারে। এ মৌলবী সাহেব শিশুদের তাঁলীম ও তরবিয়ত, কুরআন হাদীসের দরস, ওয়ায় নসীহত এবং যুক্তি-তর্ক করার ব্যাপারে বেশ পারদর্শী। বড়ই আনন্দের বিষয় হবে যদি তিনি এই মহৎ কাজে যোগদান করেন কিন্তু যেহেতু মানুষের সন্তান-সন্ততি থাকলে, রোজগার না করলে চলে না; তাই এই বিষয় চিন্তা করা সর্বাধিক প্রাধান্য রাখে যে, মৌলবী সাহেবের জীবন যাত্রার জন্য কোন সুন্দর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এ জন্য আল্লাহ্ তাঁলা যতদিন অন্য ব্যবস্থা না করেন ততদিন পর্যন্ত আমাদের জামাতে যারা সামর্থবান তারা যেন মৌলবী সাহেবের জীবন যাত্রার জন্য স্থায়ীভাবে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী কিছু চাঁদা ধার্য করেন এবং রীতিমত তার কাছে ধার্য করা চাঁদা পাঠিয়ে দেন। মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়া কিছু কালের জন্য মুসাফিরখানাস্বরূপ, পরকালের জন্য পুণ্য-কর্ম সম্পন্ন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে

## নিশানে আসমানী (হ্রষী নিদশনাবনী)

পরকালের পাথেয় সংখ্য করার জন্য অহোরাত্র ব্যস্ত থাকে। এ বিজ্ঞপ্তি পড়ার  
পর যেসব বন্ধু চাঁদা দেয়ার জন্য প্রস্তুত তারা যেন এই অধমকে অবহিত  
করেন।

আহৰায়ক-  
খাকসার- গোলাম আহমদ  
কাদিয়ান, গুরুদাসপুর  
২৬ মে, ১৮৯২

## নিশানে আসমানী পুস্তিকা

(নিশানে আসমানী বইটির মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য যে সকল নিষ্ঠাবান বন্ধুর  
কাছে চিঠি লেখা হয়েছিল তাদের উন্নরের সারসংক্ষেপ)

প্রিয় ভাই মৌলবী সাইয়েদ তাফায়য়োল হোসেন সাহেব, তহশীলদার  
আলীগড়, জিলা ফররুখআবাদ (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর চিঠির  
সারমর্ম:

“জনাবে আলী মকাম ভ্যুর ওয়ালার তরফ হতে সম্মানজনক দু'টি চিঠির  
শুভাগমন হলো। আমি পরম লজ্জিত যে, গত কিছুকাল ধরে ভ্যুরের খেদমতে  
কোন চিঠি পাঠাই নি কিন্তু সর্বদাই ভ্যুরে আকদাসকে স্মরণ করেছি; ভ্যুরের  
প্রথ্যাত পবিত্র নাম স্মরণ করা আমার দৈনন্দিন নিয়মের অঙ্গর্গত, প্রায়ই  
ভ্যুরের কিতাব অধ্যয়ন করি, এগুলিকে আমি দু'জাহানেই কল্যাণের উপাদান  
বিশ্বাস করি। “নিশানে আসমানী” পুস্তিকা পঞ্চাশ কপি বা যে পরিমাণ ভ্যুর  
স্বয়ং সমীচীন মনে করেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন, আমি ঐগুলি কিনে  
নিব এবং আমার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে দিব। ভ্যুরের পুস্তাকাদির প্রচারে  
আমি আন্তরিক আনন্দ বোধ করি। আমার পরিবারের সকল সদস্য মঙ্গলমতে  
আনন্দে আছে এবং ভ্যুরকে তারা সকলেই স্মরণ করে।

বিনীত বিদায়- অধম তাফায়য়োল হোসেন  
আলীগড়, ফররুখআবাদ, ৩১ মে, ১৮৯২

উক্ত মৌলবী সাহেব সাহায্যরূপে চাঁদা দেন এবং পূর্বেও তিনি তাঁর বেতন হতে  
মোটা অক্ষের টাকা দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই নওয়াব মুহাম্মদ আলী, প্রধান কোটলা মালী (তার ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক)-এর চিঠির সারমর্ম:

জনাব মহোদয়ের অনুগ্রহনামা পেলাম। বিনীত বান্দা পুস্তিকা নিশানে আসমানী আপাততঃ ২০০ কপি খরিদ করব। বিনীত লেখক মুহাম্মদ আলী খান নওয়াব সাহেব কিছু দিন হলো এই অধমের পাঁচশত টাকার বই কিনে শুধু আঘাতৰ খাতিরে বিতরণ করেছেন।

প্রিয় ভাই হাকীম ফয়ল দ্বীন সাহেব ভেরবী (তার ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক)-এর চিঠির সারমর্ম:

নিশানে আসমানী পুস্তিকাটি সাত শত কপি এই অধমের খরচে ছাপানো হোক এবং বিক্রি করা হোক। এটির মূল্য হ্যুর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যেখানে চান খরচ করেন। দুই টাকা বকেয়া চাঁদাসহ মেট বিশ টাকা এখনই মুহাম্মদ আরব সাহেবের মারফত আপনার খেদমতে পাঠালাম। অতঃপর আমি শিষ্টাই একশত টাকা বা এর চেয়ে দশ বিশ টাকা বেশী পাঠাবো অথবা নিজে তা নিয়ে হ্যুরের খেদমতে হাজির হবো নচেৎ মানিঅর্ডার করে পাঠাবো। (একশ টাকা পৌছে গেছে) উক্ত হাকীম সাহেব পূর্বেও প্রায় সাত শত টাকা সাহায্যস্বরূপ দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই মৌলবী হাকীম নূরুল্লাহ সাহেব, চিকিৎসক জম্মু স্টেট (তার ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক)-এর চিঠির সারমর্ম:

নাহমাদুল্ল ওয়া নুসাল্লীআলা রাসূলিহিল কারীম, বিনীত সালাম রইল। অতঃপর অধম একজন অযোগ্য অতি বিনয় ও লজ্জার সাথে হ্যুর মসীহেয় যামানের খেদমতে আরয করছে যে, এই নিষ্ঠাবান সেবক মূর্তিমান নিবেদিত প্রাণ মুরীদের যা কিছু আছে সম্পূর্ণই আপনার, স্ত্রী, পুত্র, সোনা-দানা মন-প্রাণ কুরবান, আমার সৌভাগ্য এটিই যে, সকল ব্যয়ভার আমার হোক, অতঃপর যতটুকু পছন্দ করবেন হ্যুরের ইচ্ছা। ফসীহ ভাইও বর্তমানে এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি বলছেন, যদি হ্যুর পাঞ্জাব প্রেস সিয়ালকোটে বইটি ছাপান তাহলে মূল্যের চতুর্থাংশ লাভ থাকবে।

মৌলবী হাকীম নূরুল্লাহ সাহেব ইসলামের জন্য তার নিষ্ঠা ও ভালোবাসা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা, খোদার খাতিরে বীরত্ব, দয়া-দাক্ষিণ্য ও দানশীলতা এবং সহানুভূতি আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করছেন। বিপুল ধন হতে আঘাত তাঁলার পথে

অল্প দান করতে অনেক লোককে দেখেছি। কিন্তু নিজে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করা, নিজের ভবিষ্যতের জন্য কিছু না রাখা এই গুণ পূর্ণরূপে এই মৌলবী সাহেবের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। অথবা তাঁর সাহচর্যের প্রভাব যাদের অন্তরের ওপর রয়েছে তাদের মধ্যে। মৌলবী সাহেব এখন পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার টাকা আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে এই অধমকে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অর্থ দ্বারা আমার যে পরিমাণ সাহায্য হয়েছে এর দ্রষ্টান্ত এখন পর্যন্ত নেই। যদিও এই নিয়মটি জাগতিক দুনিয়া এবং সমাজের নিয়ম-কানুনের পরিপন্থি; কিন্তু যে ব্যক্তি খোদা তাঁলার অঙ্গিত্বের ওপর ঈমান এনে, দ্বিনে ইসলামকে সত্য ও আল্লাহর দ্বীন বলে বিশ্বাস করে এবং তার সঙ্গে যুগ-ইমামকে সনাত্ত করে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ও কুরআন করীমকে ভালোবাসে এবং প্রেমে বিলীন হয়ে কেবল ইসলামের ধ্বনিকে উচ্চ হতে উচ্চতর করার জন্য নিজের হালাল ও পবিত্র সম্পদকে এই পথে কুরবান করে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সে ব্যক্তির যে কত মূল্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেছেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُتَقْوِيْمَمَّا تُجْبُونَ

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে খরচ কর। (আলে ইমরান: ৯৩)

خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار	جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار
اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب	کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کہ
اُسے دے پکے مال و جان بار بار	ابھی خوف دل میں کہ ہیں ناکار
گاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے	وی پاک جاتے ہیں اس خاک سے

- ১। খোদাকে তারাই ভালবাসে, যারা তাঁর প্রতি সবকিছু কুরবান করে।
- ২। দিবা-রাত্রি তারা এই চিন্তা করে যে, সেই প্রিয় খোদা কখন সন্তুষ্ট হবেন।
- ৩। ধন-প্রাণ বারবার তাঁকে নিবেদিত করে, দিয়েছি, অন্তরে এখনো অযোগ্য হওয়ার ভয়।
- ৪। যারা নিজ অন্তরকে সেই পবিত্র খোদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, তারাই পবিত্র অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

খোদা তাঁলা উম্মতের মধ্যে অধিক হতে অধিকতর এই আচরণ ও বীরত্বের  
মানুষ সৃষ্টি করুন, আমীন, সুস্মা আমীন।

چہ خوش بودے اگر ہر یک زامت نور دین بودے  
ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے

কতই না ভাল হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরান্দীন হয়ে যেতো,  
সকলেই তো এরূপ হতে পারতো যদি প্রত্যেকের অঙ্গে নিশ্চিত বিশ্বাসের নূর  
দ্বারা পরিপূর্ণ হতো।

## তিবে রহানী

এ পুস্তকটি হ্যরত হাজী মুনশী আহমদ জান সাহেব মরহুমের রচিত পুস্তকাদির  
অন্তর্গত। হাজী সাহেব এ পুস্তকে সেই গুণ্ঠ জ্ঞান, রোগ-ব্যাধির উপশম এবং  
মনোযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন যাকে বর্তমান যুগের  
শেখগণ, পীরগণ এবং সাজাদাশীনগণ গোপনভাবে নিজেদের বিশেষ বিশেষ  
খলীফাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং একটি অতিমহৎ কারামতি মনে করা  
হয়। এমন এখনো অনেক মৌলবী সাহেব এ উদ্দেশ্যে দূরদূরান্ত সফর করে  
থাকেন। এ জন্য লিল্লাহু আম ও খাস সকলকে অবহিত করা হচ্ছে যে, এ  
পুস্তকটি আনিয়ে অবশ্যই পাঠ করবেন কেননা এটি ঐ সব জ্ঞানের অন্তর্গত যা  
নবীদের ওপর প্রকাশ হয়ে থাকে বরং হ্যরত মসীহুর মোজেয়াগুলি এই  
জ্ঞানেরই উৎস হতে ছিল।

পুস্তকের মূল্য এক টাকা। সাহেবঘাদা ইফতেখার সাহেব যিনি লুধিয়ানা মহল্লা  
জাদীদে বসবাস করেন, তার নিকট পত্র লিখলে মূল্য আদায় করতঃ পাওয়া  
যেতে পারে।



## **Nishan-e-Aasmani**

**(The Heavenly Sign)**

Nishan-e-Aasmani the second title being the testimony of those who are recipients of revelation from Allah, published in 1982, contains the witnesses of the Godly Persons in favour of the claim of Hazrat Ahmed to be the promised Messiah and Mahdi. One of these divine Person was Ghulab shah. Mian Karim Baksh was the one who was told by Ghulab shah some thirty Years ago about the appearance of the Mahdi. The other prophecy was made by Niamatullah who was revered Godly person and the Prophecy made by him is contained in a poem which he composed in the persian language. He mentioned in the prophecy that the name of the promised messiah will be Ahmed. After quoting this prophecy, Hazrat Ahmed refers to the Hadith that when the promised Messiah Would appear, the ulema will oppose him tooth and nail and dub him a kafir. Hazrat Ahmed says that it has now become incumbent upon him to spare no efforts to reform the people with and without. He calls upon the seekers after truth that they should not follow the Moulvis of this age without making a thorough research. He further says that he has decided that he would not put down his pen till all the hurdles have been removed. Then he talks of some of the books that he intends to write after present volume.

©Islam International Publications Ltd., U.K.

ISBN 978-984-991-065-7



9 7 8 9 8 4 9 9 1 0 6 5 7